ঐতিহাসিক-রহস্য।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক বহরমপুরে
প্রকাশিত।

"Not to invent, but to discover, * * *
has been my sole object; to *see* correctly, my sole endeavour."

LUDWIG FEUERBACH.

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

[illegible] বাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ [illegible] মুদ্রিত।

No. 221
Date সন ১২৯১ সাল

সূচি-পত্র।

বাণভট্ট।

"श्रीदण्डी डिण्डिमाख्यः श्रुतिमुकुटगुरुर्भल्लटो भट्टबाणः ।
ख्याताश्चान्ये सुबन्ध्वादय इह कृतिभिर्विश्वमाह्लादयन्ति ॥"

वेदान्ताचार्य्यः ।

বাণভট্ট।

বিখ্যাতনামা বাণভট্টকৃত কাদম্বরী সংস্কৃতসাহিত্যসংসার-মধ্যে একখানি অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থের প্রথম পূর্ব্বভাগ বা বাণভাগ; দ্বিতীয় উত্তরভাগ বা তত্তনয়ভাগ। গ্রন্থকার ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এজন্য তিনি লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার পুত্র শেষভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। চারলস্ ডিকেন্স "Mystery of Edwin Drood" নামক তাঁহার শেষ উপন্যাসগ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে না পারাতে, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে, এমন কি তাঁহার উপযুক্ত জামাতা বিখ্যাত লেখক উইল্কী কলিন্স্‌ও উহার শেষভাগ রচনা করিয়া সংযোজিত করিয়া দিতে পারেন নাই; ফলে সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডার মধ্যে এতাদৃশ ঘটনা অতি বিরল তৎপক্ষে সংশয় নাই। কোন সংস্কৃতগ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং বাণপুত্র দেখিলেন যে, তাঁহার পিতার অপূর্ব্বকীর্ত্তি লোপ হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তজ্জন্য তিনি কাদম্বরীর শেষভাগ লিখিয়া গ্রন্থখানি চির-স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। উত্তরভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগে

ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাসভাগ অসংলগ্ন হয় নাই এবং রচনাপ্রণালীরও স্থানে স্থানে বিশেষ মধুরতা আছে। বাণতনয়ের গ্রন্থরচনার যশঃস্পৃহা ছিল না এবং তিনি কবিত্বেরও দর্প করেন নাই। গ্রন্থের মুখবন্ধে অতি বিনীতভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি পিতৃকীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য উত্তরভাগ রচনা করিয়া দিয়াছেন, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিয়া উদারতার একশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি শেষভাগ রচনা না করিলে গ্রন্থখানির নাম পর্য্যন্ত বোধ করি এতদিন লোপ পাইত; সুতরাং এতাদৃশ কুলপাবন পুত্রের জন্মগ্রহণ, বাণভট্টের পরম সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোকমধ্যে বাণভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

> বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো
> দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
> অনেকভূপার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ
> কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ॥
> উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে
> সদা পুরোডাশপবিত্রিতাধরে।
> সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে
> সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥

जगुर्गृहेऽभ्यस्तसमस्तवाङ्मयैः
ससारिकैः पञ्जरवर्त्तिभिः शुकैः ।
निगृह्यमाणा वटवः पदे पदे
यजूंषि सामानि च यस्य शङ्किताः ॥

हिरण्यगर्भो भुवनाण्डकादिव
क्षपाकरः क्षीरमहार्णवादिव ।
अभूत् सुपर्णोविनतोदरादिव
द्विजन्मनामर्थपतिः पतिस्ततः ॥

वितन्वतोयस्य विसारि वाङ्मयं
दिने दिने शिष्यगणा नवा नवाः ।
उषःसु लग्नाः श्रवणेऽधिकां श्रियं
प्रचक्रिरे चन्दनपल्लवा इव ॥

विधानसम्पादितदानशोभितैः
स्फुरन्महावीरसनाथमूर्त्तिभिः ।
मखैरसंख्यैरजयत् सुरालयं
सुखेन यो यूपकरैर्गजैरिव ॥

स चित्रभानुं तनयं महात्मनां
सुतोत्तमानां श्रुतिशास्त्रशालिनाम् ।
अवाप मध्ये स्फटिकोपलामलं
क्रमेण कैलासमिव क्षमाभृताम् ॥

महात्मनो यस्य सुदूरनिर्गताः
  कलङ्कमुक्तेन्दुकलामलत्विषः ।
द्विजन्मनः प्राविविशुः कृतान्तरा
  गुणा नृसिंहस्य नखाङ्कुरा इव ॥
दिशामलीकालकभञ्जनां गत-
  स्त्रयीवधूकर्णतमालपल्लवः ।
चकार यस्याध्वरधूमसञ्चयो
  मलीमसः शुक्लतरं निजं यशः ॥
सरस्वतीपाणिसरोजसम्पुट-
  प्रमृष्टहोमे श्रमशीकराम्भसः ।
यशोंऽशुशुक्लीकृतसप्तविष्टपा-
  त्ततः सुतो वाण इति व्यजायत ॥

অর্থাৎ অশেষগুণসম্পন্ন কুবের নামক এক ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়নঃ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অসাধারণ যাজ্ঞিক ও নিরতিশয় পণ্ডিত ছিলেন, [তাঁহার পাণ্ডিত্য ও যাজ্ঞিকতার বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।] সেই কুবের হইতে মহাত্মা অর্থপতি জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাত্মারও প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। অর্থপতি কেবল পণ্ডিত ছিলেন এমত নহে, অতিশয় যাজ্ঞিক ও বদান্য ছিলেন। অর্থপতির অনেক-

গুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণবান্ হইয়াছিলেন। ৮, ৯ শ্লোকদ্বয়োক্ত বিশেষণসম্পন্ন চিত্রভানুর যে তনয় জন্মে, তাঁহার নাম "বাণ"—ইহাঁর উপাধি "ভট্ট।" এতৎক্রমেই আমরা "বাণভট্ট" নামটী শুনিতে পাই। "বাণের" বংশধারা এইরূপঃ—
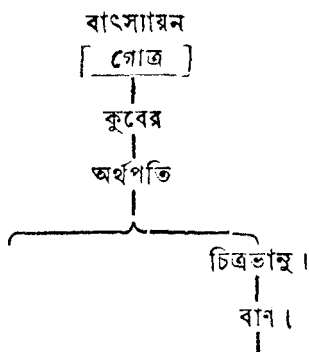
তৎপুত্র; ইহার নাম অজ্ঞাত আছে।

বাণভট্ট স্বকৃত গ্রন্থমধ্যে এইমাত্র আপন পরিচয় দিয়াছেন; ইহাতে আমরা কবি-বৃত্তান্ত বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না, কেবল তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম জানিতে পারিলাম। শার্ঙ্গধরপদ্ধতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখর-কৃত একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমোবাণ-ময়ূরয়োঃ॥

এই শ্লোকে মাতঙ্গদিবাকর, বাণ ও ময়ূরকে শ্রীহর্ষরাজের সভ্য বলা হইয়াছে। বিলোচন কহেন, বাণ ও ময়ূর, এই দুই ব্যক্তি সমসাময়িক; পরন্তু মাতঙ্গদিবাকরের নাম অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর হলসাহেব তাঁহাকে জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ স্থরি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এটী প্রামাণিক হইতেও পারে; কেননা মনাতঙ্গ বাণভট্টের সমকালিক, ইহা জৈন গ্রন্থেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থতরাং এক্ষণে উক্ত তিন জনের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ কোন স্থানের নৃপতি তাহাই জিজ্ঞাস্য হইতেছে।

বাণভট্ট হর্ষচরিতপ্রণেতা। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল। এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন। চীনদেশীয় লেখক মাতন্‌লিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙসিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন, এই হর্ষবর্দ্ধনকর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্য-কুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙসিয়াঙের হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য।

বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ, সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তশতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।*

ভদ্র এবং নারায়ণ বাণভট্টের সহাধ্যায়ী। তাঁহার গণপতি, অধিপতি, তারাপতি, এবং শ্যামল নামক পিতৃব্য-পুত্র ছিল। তিনি কিছু দিবস যষ্টীগৃহে এবং মণিপুরে বাস করিয়া কান্যকুব্জ গমন করেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্টের জামাতা। ইহাঁদিগের উভয়ের সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ময়ূরভট্ট উজ্জয়িনী-বাসী। তিনি এবং বাণভট্ট উভয়ে বৃদ্ধভোজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, এজন্য পরস্পর বিদ্যাবিষয়ে ঈর্ষা করিতেন। একদা তাঁহারা বিদ্যা-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে কাশ্মীরে বিদ্যাপরীক্ষার জন্য গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারা কাশ্মীরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে ৫০০ শত বলীবর্দ্দ গ্রন্থভার বহন করিয়া যাইতেছে দেখিয়া পরিচালককে ঐ সকল গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে কহিল, এই ৫০০ শত বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এতচ্ছ্রবণে তাঁহারা গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে দেখেন পুনরায় ২০০০ সহস্র বলীবর্দ্দ "ওঁ" শব্দের

* মৈথিল মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভদত্ত স্বীয় ব্যাকরণ মধ্যে "কাদম্বরী" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও বাণভট্টের প্রাচীনতা নির্ণয় হয়।

আর একখানি টীকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা আপনাদিগকে শত শত ধিক্কার দিয়া পরস্পর পরস্পরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তাঁহারা বিশ্রামশালায় উভয়ে নিদ্রাগত হইলে, ময়ূরভট্ট সরস্বতী কর্তৃক জাগরিত হইলেন। দেবী তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করিলেন, "শতচন্দ্রং নভস্তলং" ময়ূর নিমেষমধ্যে তাহার পাদপূরণ করিয়া কহিলেন,—

দামোদরকরাঘাত-বিহ্বলীকৃতচেতসা।
দৃষ্টং চাণূরমল্লেন শতচন্দ্রং নভস্তলম্॥

এইরূপ সমস্যাপূরণ করিবামাত্র বাণ হুঙ্কার করিয়া সগর্ব্বে ভ্রূকুটি কুটিল করতঃ ঐ সমস্যা ভিন্ন কবিতায় পূরণ করিলেন। দেবী কহিলেন, "তোমরা উভয়েই সৎকবি এবং সুপণ্ডিত; কিন্তু বাণ! তুমি গর্ব্বে হুঙ্কারধ্বনি করাতে পণ্ডিতোচিত কার্য্য কর নাই। তোমার গর্ব্ব হ্রাস করিবার জন্য 'ওঁ' শব্দের ব্যাখ্যা দেখাইলাম; এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উক্ত টীপ্পনীকার অপেক্ষা তুমি বিদ্যাবিষয়ে কতদূর হীন। এই তুলনার সমালোচনসময়ে তোমার বিদ্যা-গৌরব খর্ব্ব হইল; অতএব পণ্ডিতগণের বিদ্যার গর্ব্ব করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য।" সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়ের চৈতন্য হইল এবং সেই অবধি তাঁহারা রাজনিকেতনে প্রত্যাগমন করিয়া নির্ব্বিবাদে সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন বাণের স্ত্রীর সহিত বিবাদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীর প্রগল্‌ভতাবশতঃ সমস্ত রাত্রেই প্রায় বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। ময়ূরভট্ট তাঁহার কন্যার কণ্ঠস্বর শুনিয়া হঠাৎ গবাক্ষদ্বারের নিকট গিয়া দেখিলেন, বাণ তাহার স্ত্রীর পদযুগল ধারণ করিয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন; কিন্তু তাহাতেও কামিনীর ক্রোধের শান্তি না হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল এবং তিনি পদাঘাতে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বাণ অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন, তিনি এতাদৃশ অপমানেও দুঃখিত না হইয়া নানাবিধ বিনয়বাক্য ও শ্লোক রচনার দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ময়ূরভট্ট গোপনে এ সকল দেখিয়া এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার কন্যাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। বাণের স্ত্রী পিতার কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার অঙ্গে চর্ব্বিত তাম্বূল নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "এই চর্ব্বিত তাম্বূলের সঙ্গে তোমার অঙ্গে কুষ্ঠ নির্গত হউক।" প্রভাত হইবামাত্র ময়ূরভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠ হইল। ময়ূরভট্ট রাজসভা ত্যাগ করিয়া রোগমুক্ত হইবার জন্য সূর্য্যদেবের মন্দিরে স্তব আরম্ভ করিলেন এবং একান্তচিত্তে "**জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভবমিব দধতঃ**" ইত্যাদি শ্লোকে স্তবারম্ভ করিলে, ষষ্ঠশ্লোক—"**শীর্ণঘ্রাণাঙ্ঘ্রিপাণীন্**" ইত্যাদি পাঠমাত্র ভগবান্ অংশুমালী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কুষ্ঠরোগ হইতে নির্ম্মুক্ত করিলেন। এইরূপে সূর্য্যশতক গ্রন্থের জন্ম হইল। এইরূপ অসার এবং অলৌকিক

গল্পে প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বাণভট্ট বিদ্যাবিষয়ে ময়ূরভট্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, সুতরাং ময়ূরভট্ট অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে রোগমুক্ত হইয়া রাজসভায় প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইল। রাজা ময়ূরকে আদর করিতে লাগিলেন এবং সভাসদ্গণও তাঁহার প্রত্যাগমনে সুখী হইলেন, ইহা বাণভট্টের অসহ্য হইল। তিনি এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বীয় হস্তপদ অস্ত্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া, কায়মনোবাক্যে চণ্ডীকাশতকে চণ্ডী-স্তব করাতে ভগবতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে পুনরায় হস্তপদ-বিশিষ্ট করিলেন। এই গল্প একজন জৈন টীকাকারের লিখিত, হিন্দুগণাপেক্ষাও জৈনদিগের অলৌকিক ক্ষমতা, তাঁহার ইহাই বর্ণন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য ময়ূর ও বাণভট্টের বিষয় লিখিয়াই তাঁহাদিগের সমকক্ষ এবং সমসাময়িক জৈনাচার্য্য মনাতঙ্গ সূরির বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছানুসারে ৪৪টী লৌহ নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া ৪৪টী "ভক্তামর স্তোত্র" শ্লোক প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত হইয়াছিলেন। মনাতঙ্গ সূরি এই অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৃদ্ধ ভোজকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এগুলি যদিও গল্পকথা তথাপি ইহাতে এই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে মনাতঙ্গ, ময়ূর, এবং বাণ, ইহাঁরা এক সময়ে এক রাজার আশ্রয়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্যশতকের

টীকাকার মধুসূদনও এইরূপ বাণ ও ময়ূরভট্টসম্বন্ধে একটি গল্প লিখিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে মনাতঙ্গের উল্লেখ নাই।

মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করবিজয়ে দৃষ্ট হয় যে, খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। উক্তগ্রন্থে লিখিত আছে, বাণ ও ময়ূর অবন্তীদেশবাসী।

বাণভট্ট হর্ষচরিত, চণ্ডিকাশতক এবং কাদম্বরীগ্রন্থের রচয়িতা। হর্ষচরিতে * শ্রীহর্ষরাজের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার শঙ্করভট্টকৃত টীকা আছে, কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য হইতে চণ্ডিকাশতক বিরচিত। উহা আদ্যোপান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে গ্রথিত। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে লিখিত আছে, বাণভট্ট পদ্য অপেক্ষা গদ্য লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কাদম্বরী তাঁহার উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। কবি ইহার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বাণ স্বীয় অকুণ্ঠিত বুদ্ধির দ্বারা এই কথাগ্রন্থ নির্ম্মাণ করিতেছেন।" † এ গর্ব্বোক্তি তাঁহার নিতান্ত অর্থশূন্য হয় নাই। সংস্কৃত ভাষায় দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা এবং কাদম্বরী, এই তিনখানি

* ক-চিহ্নিত পরিশিষ্টে ইহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

† দ্বিজেন তেনাক্ষতকণ্ঠকৌণ্ঠ্যয়া মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা॥

প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য আছে। তাহার মধ্যে কাদম্বরীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুমারভার্গবীয়, চম্পূভারত, চন্দ্রশেখর-চেতো-বিলাস-চম্পূ প্রভৃতির গদ্য রচনা কাদম্বরীর রচনার নিকট কোন অংশে সমকক্ষ বলিয়া লক্ষিত হয় না। দীর্ঘসমাসঘটিত বাক্য প্রয়োগ করাতে গ্রন্থখানির রচনায় স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কঠোরতা জন্মিয়াছে সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা রসবত্তার হানি হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় একখানি কাদম্বরী-কথাসার নামক কাব্য গ্রন্থ আছে; উহা আট সর্গে বিভক্ত এবং উপন্যাসভাগ অবিকল বাণভট্টকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত।

সম্প্রতি বাণভট্টকৃত পার্ব্বতী-পরিণয় নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; উহা কাদম্বরীগ্রন্থকর্ত্তার লেখনীপ্রসূত কি না, তাহা প্রকৃতরূপে নির্ণয় করা সুকঠিন। কোন অলঙ্কারগ্রন্থমধ্যে পার্ব্বতী-পরিণয়ের নামোল্লেখ দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহার প্রস্তাবনার শ্লোকের সহিত কাদম্বরী-গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয়ের ঐক্য আছে। যথা—

অস্তি কবিঃসার্ব্বভৌমো বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো বাণঃ।
নৃত্যতি যদ্রসনায়াং বেধোমুখলালিকা বাণী॥

ইহাতেও স্পষ্ট বাৎস্যায়নবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। রচনা-দৃষ্টে নাটকখানি কাদম্বরী-প্রণেতার লিখিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইহাতে গ্রন্থকার কিছুই কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই এবং ইহার অধিকাংশ ভাবই কালিদাসের কুমারসম্ভব

হইতে গৃহীত এবং কোন কোন কবিতার কুমারসম্ভবের কবিতার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত।

জৈন-ধর্ম্ম।

The Jina or 'conquering saint,' who having conquered all worldly desires, declares the true knowledge of the Tattvas, is with Jainas what the Buddha or 'perfectly enlightened saint,' is with Buddhists.

MONIER WILLIAMS.

জৈন-ধর্ম্ম।

বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবসানেই জৈনধর্ম্মের সমুন্নতি। শাক্যসিংহের উপদেশমালা অসাধারণ চিন্তাশীল ধর্ম্মপরিব্রাজকগণ গ্রহণ করিয়া তত্তৎকালীন ভূমণ্ডলের সুসভ্য জনপদে অভিনব ধর্ম্মের সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চন করত বৌদ্ধধর্ম্মের উৎস চতুর্দ্দিগে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের নানা মতভেদ উপস্থিত হইলেই মহান্ বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, বৌদ্ধধর্ম্মের তাহাই ঘটিল, এবং ক্রমে ভারতবর্ষে উহা হীনপ্রভা ধারণ করিল। এই অবসরে জৈনধর্ম্ম শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে মহাজনের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। সদ্‌বিদ্বান্‌গণ আচার্য্যের উপদেশ মূলভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া জৈনধর্ম্মের বিবিধ গ্রন্থাবলি রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমেই ধর্ম্মের সমুন্নতি হইতে চলিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈন-ধর্ম্ম প্রগাঢ়কল্পনাপ্রসূত নহে, সুতরাং উহা ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে আদৃত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া লইয়া ইহা নির্ম্মিত এবং যদিও ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিমালা গৃহীত হইয়াছে, তথাপি উহার মূলপত্তন সারহীন এবং নিস্তেজ। জৈনধর্ম্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যবর্ত্তী ধর্ম্ম, ইহাতে পৌত্তলিক উপাসনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিছুমাত্র পরিত্যক্ত হয় নাই; এজন্য ইহার অভি-

নবত্ব কিছুই নাই বলিলেই হয়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় জৈনগ্রন্থসকল রচিত হইয়াছে। প্রথম সূত্র গ্রন্থ; ইহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গুহ্য কথা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে কল্পসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, ক্ষেত্রসমাস সূত্র, চতুর্ব্বিংশতি সূত্র, নবতত্ত্ব সূত্র, পতিক্রমণ সূত্র, সংগ্রহণী সূত্র, স্মরণ সূত্র ও পক্ষী-সূত্র অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন একবিংশতি স্থান, উপদেশমালা, বালবিবোধ, উপাধানবিধি, প্রশ্নোত্তর রত্নমালা, আত্মানুশাসন, ও আরাধনাপ্রকার প্রভৃতি জ্ঞানকাণ্ডের বহুবিধ গ্রন্থ আছে। শান্তিজিনস্তব, বৃহৎশান্তিস্তব, মহাবীরস্তব, ঋষভস্তব, পার্শ্বনাথ-স্তব, কল্যাণমন্দিরস্তোত্র প্রভৃতি স্তবগ্রন্থ। পুরাণ অনেকগুলি এবং সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের প্রণালীতে রচিত; তাহার মধ্যে এক্ষণে পদ্মপুরাণ, মহাবীরচরিত, নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত, মৃগাবতী-চরিত, গজসিংহচরিত ও সাধুচরিত, প্রভৃতি সুপ্রাপ্য। অধিকাংশ জৈন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় সাধারণের বোধাধিকারার্থ প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থনিচয় এই ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাও সংস্কৃত ভাষায় আছে। সুপ্রসিদ্ধ জৈন কোষকার হেমচন্দ্রও প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষায় তাহার টীপ্পনী লিখিয়া দিয়াছেন। জৈনদিগের গ্রন্থ মধ্যে কল্পসূত্র অতীব আদরণীয়। এই গ্রন্থ মহাবীরের পরলোক গমনের ৯৮০ বৎসর পর অর্থাৎ ৪১১

খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উহা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ভদ্রবহু গুজরাট্-নিবাসী, তিনি ধ্রুবসেনের রাজ্যশাসন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে ষ্টীভিন্সন সাহেব অনুমান করেন, তিনি চারিশত খ্রীষ্টাব্দের লোক। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত। যশোবিজয়কৃত সংস্কৃত টীকা অতি বিশদ। দেবীচন্দ্র কল্পসূত্রের গুজরাটী অনুবাদ করিবার সময় জ্ঞানবিমল ও সময়-সুন্দর নামক টীকাদ্বয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের অষ্ট দিবস জৈনাচার্য্যগণ প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে পঞ্চদিবস কেবল কল্পসূত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কল্পসূত্রে লিখিত আছে যেমন বিশ্বমধ্যে অর্হতের ন্যায় পরম দেবতা ও মুক্তির ন্যায় পরম পদ আর নাই, (**নার্হতঃ পরমো দেবো ন মুক্তেঃ পরমং পদং**) তদ্রূপ শ্রীকল্প সূত্রের ন্যায় ভূমণ্ডলে ধর্ম্মগ্রন্থ আর বর্ত্তমান নাই। কল্পসূত্র সর্ব্বগ্রন্থের শিরোরত্নস্বরূপ। এই কল্পদ্রুমের শ্রীবীরচরিত্র বীজ, শ্রীপার্শ্বচরিত্র অঙ্কুর, শ্রীঋষভচরিত মূল এবং শাখা, শ্রীনেমিচরিত বৃন্ত, স্থবিরাবলী মুকুল, সমাচারিজ্ঞান সুগন্ধ, এবং মোক্ষ ইহার ফল; অধিক কি ইহার অধ্যয়নে জীব জরা মরণ প্রভৃতি সাংসারিক কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষমার্গে গমন করে। এইরূপ কল্পসূত্রসম্বন্ধে অনেক ফলশ্রুতি আছে, তাহা সঙ্কলন করিতে হইলে প্রস্তাববাহুল্য

হইয়া উঠে। ভদ্রবহু এই গ্রন্থ দশশ্রুতস্কন্ধ অষ্টমাধ্যায় এবং প্রত্যাখ্যান হইতে সঙ্কলন করেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, প্রথম পরিচ্ছেদে প্রথম হইতে শেষ জিনচরিত; কথা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থবিরাবলী বর্ণন, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাচারী সূত্র ব্যাখ্যান। আমরা এতাদৃশ কল্পসূত্র হইতে এই প্রস্তাবে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

মহাবীর কর্তৃক জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ইনি জৈন-দিগের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্কর; * এজন্য হেমচন্দ্রের মতে ইহাঁর অপর নাম অন্তিম জিন। মহাবীরচরিত অনুসারে ইনিই প্রথমে শক্রমর্দ্দনের রাজ্যশাসনকালে বিজয় নগরের একটী গ্রামে নয়সার নামে প্রধান গ্রাম্য লোক ছিলেন। তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম জন্য মায়াময় মনুষ্য দেহ পরিত্যক্ত হইলেই তিনি সৌধর্ম্মনামক স্বর্গলোকে গমন করিয়া বহুকাল পরে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের পৌত্র মরীচি নামে ভূমণ্ডলে জন্মপরি-গ্রহণ করত অবশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে কয়েকবার বিলাসপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করত ক্রমে কয়েক লক্ষ বৎসর জৈনস্বর্গে বাস করিয়া পরিশেষে রাজ-

---

* "तीर्य्यते संसारसमुद्रादनेनेति तीर्थं, तत् करोतीति तीर्थङ्करः।"
हेमचन्द्रटीका।

গৃহের নৃপতি বিশ্বভূত নামে ধরামণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পরে ক্রমান্বয়ে ত্রিপৃষ্ঠ, চক্রবর্ত্তী, প্রিয়মিত্র এবং তৃতীয়বার সন্ন্যাসধর্ম্মরত নন্দন নামে জন্মগ্রহণ করেন। নন্দনের মৃত আত্মা কুন্দ গ্রামের কোদলবংশোদ্ভব ঋষভদত্ত নামক ব্রাহ্মণের সহধর্ম্মিণী দেবনন্দীর গর্ভে প্রবেশ করিলে, তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন। এই স্বপ্নে তিনি হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পুষ্পমালা, চন্দ্র, সূর্য্য, সৈনিক, কুম্ভ, পদ্ম-শোভিত সরোবর, সাগর, ঋষ্যাশ্রম, মুক্তাবলী এবং নির্ধূম পাবক দেখিতে পাইলেন, যথা।—

"**গয, বসহ, সীহ, অভিসেয়, দাম, সসি, দিনয়রং, জয়ং, কুম্ভ, পউমসর, সাগর, বিমান, ভবন, রয়নুস্সয, সিহিচ।**

জলন্ধারবংশোদ্ভবা দেবনন্দী এই স্বপ্নদৃষ্টে অতীব চিন্তাকুল-চিত্তে স্বামীর নিকট সমুদয় বিজ্ঞাপন করিলেন। ঋষভদত্ত তপস্বী, জ্ঞানবান্, তিনি যোগবলে স্বপ্নবিবরণ সমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, তোমার গর্ভে এবারে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন; তিনি রূপে শশধরের ন্যায় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য। সেই বালক যৌবন প্রাপ্ত হইলে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, এই বেদচতুষ্টয় এবং ইতিহাস, পুরাণ (ইহাও বেদের অংশবিশেষ) নিঘণ্টু (বৈদিক শব্দসংগ্রহ) শিক্ষা ও কল্প প্রভৃতি বেদাঙ্গনিচয়ের স্মারক ও ধারণক্ষম হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ বিশেষরূপে

অবগত হইবেন। ষষ্টিতন্ত্র কাপিল শাস্ত্রে (অর্থাৎ ষষ্টি পন্থা সাংখ্য দর্শনে) পণ্ডিত হইবেন। গণিতশাস্ত্রে কুশল হইবেন। যজ্ঞবিদ্যায়, ব্যাকরণবিদ্যায়, ছন্দঃশাস্ত্রে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে, এবং ব্রাহ্মণবাক্যে (বেদভাগবিশেষ) সন্ন্যাসশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হইবেন।* এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু দেবলীলা মনুষ্যের বোধগম্য হইবার নহে। দেবরাজ মহেন্দ্র দেখিলেন, পূর্ব্ব পরম্পরা অর্হত চক্রবর্ত্তী এবং বাসুদেবের জন্ম, ইক্ষাকু এবং হরিবংশ মধ্যে হইয়াছে। তাহাতে এপ্রকার দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে তীর্থঙ্করের জন্মগ্রহণ অতীব লজ্জাকর; এজন্য মায়াবলে দেবনন্দীর গর্ভ হইতে শেষতীর্থঙ্করকে ভারত ক্ষেত্রের রাবণ নগরের অধীশ্বর কাশ্যপবংশোদ্ভব সিদ্ধার্থনামা নৃপতির রাজ্ঞী ত্রিশলার গর্ভে সঞ্চালন করিলেন। পুত্রপ্রসবে রাজ্ঞী ত্রিশলার আনন্দের সীমা রহিল না। স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন, বিশ্বমধ্যে স্থাবর জঙ্গম আনন্দে পুলকিত হইল। নৃপতি পুত্রের নাম বর্দ্ধমান রাখিলেন

---

* जवन गमनुभ्यते। रिउव्वेय। जउव्वेय। सामवेय। अथव्वण-वेय। इतिहास पञ्चमाणं। निघंटुच्छट्ठनं। सङ्गोवं गगान। चउण्ह वेयानं। सारद्द। वारद्द। धारद्द। सडंगवी। सट्ठि तन्त विसारद्द। सिखाने। सिखाकप्पे। वागरणे। छन्दे। निरुत्ते। जोइस सामरणे। अणुसुय। बंभन्न एस। परिवायसस। सुपरि निष्ठिटटिए। आवि-भविस्सइ।

এবং শক্র তাঁহার দেবতা ও মনুষ্যের উপর কর্ত্তৃত্বকরণ জন্য মহাবীর আখ্যা প্রদান করিলেন।

মহাবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমরবীর নৃপতির কন্যা যশোদার পাণিপীড়ন করিলেন। এই উদ্বাহের অল্পকাল পরেই তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী একটী কন্যা জন্মিল। কুমার জামলি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইল; ইহাতে তিনি সংসার অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর স্থির করিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দিবর্দ্ধনকে রাজ্যভার প্রদান করতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ক্রমাগত দুই বৎসর ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা তিনি জিনত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার বহু দর্শনে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল এবং ৬ বৎসর কাল যোগাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিলেন। সিদ্ধার্থ নামক যক্ষ (পূজ্য আত্মা) গোপনে তাঁহার সহায় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহের নলন্দ নামক গ্রামে মহাবীরের গোশল নামক নীচকুলোদ্ভব এক শিষ্য হইল। এ ব্যক্তির আচার ব্যবহারে পল্লীর অনেক লোকের সহিত বিবাদ ঘটিত। একদা পার্শ্বনাথ জিনের মতাবলম্বী বর্দ্ধনসূরির শিষ্যগণের সহিত বসনপরিধানসম্বন্ধে বিবাদ ঘটিল। গোশল মহাবীরের মতাবলম্বী শ্বেতাম্বর জৈনগণকে তাড়না করাতে, তাহারা কহিল, "**নির্গ্রন্থাঃ পার্শ্বশিষ্যা বয়ং**" তাহাতে গোশল প্রত্যুত্তর করিল—

"कथन्तु यूयं निर्ग्रन्था वस्त्रादिग्रन्थधारिणः।
केवलं जीविकाहेतोरियं पाषण्डकल्पना॥
"वस्त्रादिसङ्गरहिता निरपेक्षा वपुष्यपि।
धर्म्माचार्य्यो हि यादृक्षे निर्ग्रन्थास्तादृशाः खलु* ॥"

মহাবীর এইরূপ সশিষ্য ৬ বৎসর মগধে ও অযোধ্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বজ্রভূমি, সিদ্ধভূমি এবং লাট বা লাড় দেশীয় গোন্দগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধচিত্ত হয়েন নাই। এ সময় তাঁহার এক শিষ্য (তেজঃ লেশ্য) যোগশিক্ষা করিয়া, স্বয়ং জিনত্ব † প্রাপ্ত হইয়াছে বিবেচনায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় কেহই পূর্ণমনোরথ হয় নাই। তিনি কৌশাম্বীতে গমন করিলে নৃপতি শতানীক তাঁহার বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বাদশ বর্ষপর্য্যন্ত

---

* আমরা ভগবান্ পার্শ্বনাথের শিষ্য, আমরা নিগ্রন্থ অর্থাৎ কোন বন্ধন আমাদের নাই। তদুত্তরে গোশল কহিল, "তোমাদের কোনও বন্ধন নাই এ কেমন কথা? বিলক্ষণ বস্ত্রগ্রন্থি দেখিতেছি। হায়! হায়! কোন পাষণ্ড ব্যক্তি এই কল্পনা কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই করিয়াছে সন্দেহ নাই। আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য যেমন বাহ্য শরীরে বস্ত্রাদি-সঙ্গরহিত, তেমনি অন্তরেও সঙ্গরহিত। আমাদের অন্তর্বাহিঃ কোথাও বন্ধন অপেক্ষা করে না।

† जयति रागद्वेषमोहादीनिति जिनः।—হেমচন্দ্রটীকা।

উপবাসাদি শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈশাখ মাসে ঋজুপালিকা নদীতীরস্থ শালবৃক্ষমূলে জপ করিতে করিতে কেবলীজ্ঞানলাভ হইয়াছিল। এই জ্ঞানই জৈনধর্ম্মের চরম সীমা। মহাবীর এক্ষণে জিনপদবাচ্য হইলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য শিষ্য তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইল। তিনি অপাপ পুরীতে গমন করিয়া জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যসম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা করত মগধের অনেক ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিলেন। মহাবীরের জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি মুক্তিপ্রদ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃতিক সুখ, দুঃখ, অস্বাধীনতা, সাংসারিক জ্ঞান হইতে বিমুক্ত হইলেন। "**সিদ্ধ বুদ্ধ মুত্ত অন্তগড় পরিনিব্বুড সব্বদুঃখপহিণে**" "**সর্ব্ব সন্তাপাভাবাৎ**" অর্থাৎ সর্ব্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন, "**যথা অণাঁতে অণুত্তরে নিব্বঘাএ নিরাবরণে কসিনে কেবল বরণানন্দ সনা সমুপ্পন্নে**।" তঁহার অনন্ত, অনুত্তম, নিরাবরণত্ব ও কেবলানন্দ উৎপন্ন হইল।

মহাবীরের চতুর্দ্দশ শিষ্য সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা যদিও জিন নহেন, তথাপি জিন-তুল্য মহাপণ্ডিত। যথা,—

"**অজিনাণ জিনসংকাস সব্বাক্খর সন্নি পাতুন**"

(**অজিনা অপি জিনসদৃশাঃ সর্ব্বাক্ষরসন্নিপাতাঃ।**)

মগধের গোতমবংশীয় বসুভূতির ইন্দ্রভূতি, অগ্নিভূতি এবং

বায়ুভূতি নামক তিন পুত্র ছিল। হেমচন্দ্র ইহাদিগের সকলকে গৌতম আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।* ব্যক্ত, সুধর্ম্ম, মন্দিত, মৌর্য্যপুত্র, অকম্পিত, অচলভ্রাতা, মৈত্রেয়, মহাবীরের একাদশ শিষ্য গণধর নামে খ্যাত। এই সকল আচার্য্যের দ্বারা জৈন ধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। মহাবীর সসানিক এবং শ্রীণিক নামক কৌশাম্বী এবং রাজগৃহের নৃপদ্বয়কে জৈনমতাবলম্বী করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, মহাবীর ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ কহিয়াছিলেন যে, কুমারপাল জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি করিবেন; এতৎসম্বন্ধে শক্রঞ্জয় মাহাত্ম্যে এইমাত্র লিখিত আছে। যথা—

"ततःकुमारपालस्तु वाहडो वस्तुपालवित् ।
समायाद्या भविष्यन्ति शासनेऽस्मिन् प्रभावकाः ॥"

মহাবীর বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে অপাপ পুরীতে প্রতিগমন করিলেন। সে সময় তাঁহার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র সাধু ৩৬০০০ সহস্র সাধ্বী, চতুর্দ্দশ পূর্ব্বশাস্ত্রে † পণ্ডিত, ৩০০ শত শ্রমণ,

---

* इन्द्रभूतिरग्निभूतिर्वायुभूतिश्च गौतमः ।

† रचितानि गणधरै रङ्गेभ्यः पूर्व्वमेव यत् ।
पूर्व्वाणीत्यभिधीयन्ते तेनैतानि चतुर्द्दश ॥
ইতি মহাবীরচরিতম্।

জৈনদিগের অঙ্গশাস্ত্রের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাকে পূর্ব্বাঙ্গ বা পূর্ব্বতন্ত্র বলে। পূর্ব্বনামক শাস্ত্র চতুর্দ্দশ সংখ্যায় বিভক্ত।

১৩০০ শত অবধিজ্ঞানী,* ৭০০ শত কেবলী,† ৫০০ শত মনোবিৎ ৪০০ শতবাদী, এক লক্ষ উনষষ্টিসহস্র শ্রাবক, এবং উক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ শ্রাবিকা এবং গোতম ও সুধর্ম্মা নামক দুইজন গণধর সঙ্গে ছিল। মহাবীর এই সকল প্রগাঢ়চিন্তাশীল শিষ্যগণের মধ্যে থাকিয়া ৭২ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পার্শ্বনাথের ২৫০ শত বৎসর পরে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপীয় পুরাবিৎগণের মতানুসারে শেষ তীর্থঙ্করের খৃষ্ট জন্মাইবার ৫৬৯ বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল।

মহাবীর চতুর্ব্বিংশ জিন। তাঁহার পূর্ব্বে ঋষভ, অজিত, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতি, পদ্মপ্রভা, সুপার্শ্ব, চন্দ্রপ্রভা, পুষ্পদন্ত, শীতল, শ্রেয়াংস, বসুপূজ্য, বিমল, অনন্ত, ধর্ম্ম, শান্তি, কুন্থু, অরা, মালি, সুব্রত, নাম, নেমি, ও পার্শ্ব নামক তীর্থঙ্কর বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পার্শ্বনাথের মত ভারত-

---

* "असम्यक्दर्शनादि गुणजनितक्षयोपशम निमित्तमविच्छिन्न-विषयं ज्ञानमवधिः।"

ইতি জৈনসূত্রবিবরণম্।

ভ্রমাদিদোষ নিবৃত্তির নিমিত্ত অবিচ্ছিন্ন (ধারাবহী) বিষয়ক জ্ঞানকে অবধি জ্ঞান বলে।

† सर्व्वथावरणविलये चेतनस्वरूप आविर्भावः केवलं तदस्यास्ति इति केवली।—हेमचन्द्रटीका।

বর্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রচলিত। শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যমধ্যে পার্শ্বনাথ-সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে। যথা—

"तत्रासीदश्वसेनाख्यो जिनाम्नाकलनो नृपः ।
अभिरामगुणोद्दामा वामा वामाशयाजनि ॥
सर्व्ववामाशिरोरत्नं शीलध्यानास्य वल्लभा ॥
साऽन्यदा यामिनी यामे तूर्य्ये वर्य्यसुधाकरान् ॥
शयाना शयनीये प्रापश्यत् स्वप्नांश्चतुर्द्दश ॥
चैत्रे सिते चतुर्थ्यां भे विशाखायां जिनेश्वरः ।
तद्गर्भे प्राणतामगादुद्द्योतश्च जगत्त्रये ॥
पूर्णेऽथ काले पौषस्य दशम्यां मित्रभे सुतम् ।
साऽसूत श्यामलं सर्पध्वजाभिज्ञं सुरासुरैः ॥"

অর্থাৎ পার্শ্বনাথ কাশীধামের অশ্বসেন নামে জৈন রাজার পুত্র। ইহাঁর মাতার নাম বামা। বামাদেবী একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যেন চৈত্র শুক্ল চতুর্থী-তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রে আদি জিনেশ্বর তাঁহার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইলে, তিনি পৌষ মাসের দশমী তিথিতে মিত্র (অনুরাধা) নক্ষত্রে তাঁহাকে প্রসব করিলেন। তিনি শ্যামবর্ণ এবং সর্পচিহ্নযুক্ত, ও সকলের পূজ্য। পার্শ্বদেব যৎকালে মাতৃগর্ভে বাস করেন, তখন তাঁহার মাতা বামাদেবীর এইরূপ জ্ঞান হইত, তিনি যেন তাঁহার পার্শ্বে একটি সর্প ধারণ করিতেছেন। এ কথা

মুখেও বলিতেন, অতঃপর ঐ কারণে তাঁহার পিতা "পার্শ্ব" এই নামে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহাতেই তিনি ক্রমে পার্শ্বনাথ নামে বিখ্যাত হইলেন। যথা——

"অস্মিন্ গর্ভগে পার্শ্বে সর্পং সর্পন্তমৈক্ষত।
ইতীব নির্মমে তস্য পার্শ্ব ইত্যভিধাং পিতা॥"

পার্শ্বনাথের বাল্যকাল ও যৌবনকাল উভয়কালই নির্দ্দোষে অতিবাহিত হইয়াছিল। বার্দ্ধক্যে তিনি কাশীবাস পরিত্যাগ করিয়া সম্মেত পর্ব্বতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই উপদেশ প্রদান ও ধর্ম্মপ্রচার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইয়াছিল। যথা——

"আয়ুর্বর্ষশতং প্রপাল্য ভগবান্ সম্মেত শৈলং গতো।
মাসেনানশনেন কর্ম্ম বিলয়ং কৃত্বা ত্রয়স্ত্রিংশতা॥
সার্দ্ধং তৈঃ শ্রমণৈঃ সিতাষ্টমদিনে মাসে শুচৌ নিষ্ঠিতে।
রাধায়াং ত্রিদশৈঃ কৃতান্তকরণঃ শ্রীপার্শ্বনাম্নো জিনঃ॥

জৈনদিগের আচার্য্যেরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল দর্শন-গ্রন্থ, বস্তুনির্ণয়, ও তর্কপ্রণালী উদ্ভাবন করেন, তত্তাবতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;—

বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা আত্মার স্থায়িত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বাহ্য বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আদি জৈনাচার্য্যদিগের উহা রুচি-

কর না হওয়াতেই তাঁহারা ভিন্ন হইলেন। ভিন্ন হইয়া আপনাদের মন্তব্য স্থির রাখিবার জন্য নানা গ্রন্থ ও নানা যুক্তি উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই মতের দর্শনগ্রন্থ এই সকল—

সিদ্ধসেন বাক্য। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড, (গ্রন্থকার প্রভাপ-চন্দ্র।) আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার (অহং চন্দ্র সূরি গ্রন্থকার।) তৌতাতিক (তুতাতভট্ট গ্রন্থকার)। বীতরাগস্তুতি। অর্হৎ প্রবচন সংগ্রহ। পরমাগম সার। যোগদেব (ইনি গ্রন্থকার, গ্রন্থের নাম নাম পাওয়া যায় না), তত্ত্বার্থ সূত্র। অর্হত্ (ইনিও গ্রন্থনির্ম্মাতা, গ্রন্থের নাম উল্লেখ নাই) পদ্মনন্দি। বাচকাচার্য্য (ইনিও গ্রন্থকার) স্বরূপ সম্বোধন। বাচকাচার্য্যের টীকাকার বিদ্যানন্দ। হেমচন্দ্রাচার্য্য। সিদ্ধান্ত। অনন্তবীর্য্য (গ্রন্থকার)। স্যাদ্বাদমঞ্জরী। (জিনদত্ত সূরি প্রভৃতি গ্রন্থকার)।

জৈন দুই প্রকার। শ্বেতাম্বর জৈন ও দিগম্বর জৈন। এই উভয়ের ধর্ম্মপ্রভেদ প্রভৃতি, জিনদত্ত সূরি বলিয়াছেন যথা—

"जिनदत्तसूरिणा जैनं मतमित्थमुदाहृतम्।
बलभोगोपभोगानामुभयोर्दानलाभयोः।
अन्तरायस्तथा निद्रा भी-रज्ञानं जुगुप्सितम्।
हिंसारत्यऽरती रागद्वेषौ रतिरति स्मरः।
शोको मिथ्यात्वमेतेऽष्टादश दोषा न यस्य सः।
जिनो देवो गुरुः सम्यक् तत्त्वज्ञानोपदेशकः।

ज्ञानदर्शनचारित्राण्यपवर्गस्य वर्त्तिनि ।
स्याद्वादस्य प्रमाणे द्वे प्रत्यक्षमनुमापि च ।
नित्यानित्यात्मकं सर्व्वं नव तत्त्वानि सप्त वा ।
जीवाजीवौ पुण्यपापे चास्रवः संवरोऽपि च ।
बन्धो निर्जरणं मुक्तिरेषां व्याख्याधुनोच्यते ।
चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ।
सत्कर्म्म पुद्गले पुण्यं पापं तस्य विपर्य्ययः ।
आस्रवः कर्म्मणां बन्धो निर्जरस्तद्वियोजनम् ।
अष्टकर्म्मक्षयान्मोक्षोऽथान्तर्भावश्च कैश्चन ।
पुण्यस्य संस्रवे पापस्यास्रवे क्रियते पुनः ॥
लब्धानन्तचतुष्कस्य लोकागूढस्य चात्मनः ।
क्षीणाष्टकर्म्मणो मुक्तिर्निर्व्यावृत्तिर्जिनोदिता ॥
सरजोहरणा भैक्ष्यभुजो लुञ्चितमूर्द्धजाः ।
श्वेताम्बराः क्षमाशीला निःसङ्गा जैनसाधवः ॥
लुञ्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः ।
ऊर्द्ध्वाशिनोगृहे दातुर्द्वितीयाः स्युर्जिनर्षयः ॥
भुङ्क्ते न केवलं न स्त्री मोक्षमेति दिगम्बरः ।
प्राहुरेषामयं भेदो महान् श्वेताम्बरैः सह ॥ इति ।

এই সকল শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, এই মতের উপদেষ্টা "জিন"। বল, ভোগ, উপভোগ, দান ও লাভ সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া এবং নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা,

রতি, অরতি, রাগ, দ্বেষ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ মনুষ্য সংক্রান্ত দোষ যাঁহার নাই তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও জ্ঞান, দর্শন, সচ্চরিত্র ও মোক্ষে অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয় ইহাদের সম্মত। তর্করীতির নাম স্যাদ্বাদ। জগতের মূল তত্ত্ব এক মতে ৯টী, এক মতে ৭টী। সমুদয় নিত্যানিত্যসম্মিশ্র। সে সকল তত্ত্বের নাম—জীব (১) অজীব (২) পুণ্য (৩) পাপ (৪) আশ্রব (৫) সম্বর (৬) বন্ধ (৭) নির্জরণ (৮) মুক্তি (৯)। চেতন বস্তু জীব—অচেতন পদার্থ অজীব—সৎকর্ম্মসমূহ পুণ্য—তদ্বিপরীত পাপ—কর্ম্মের বন্ধনজনক শক্তির নাম আশ্রব—কর্ম্মত্যাগ নির্জর—অষ্ট-কর্ম্মক্ষয় মুক্তি। সপ্ত তত্ত্ববাদীর মতে মোক্ষ পদার্থটী নির্জরণের অন্তর্ভূত—পুণ্য সংশ্রবের ও পাপ আশ্রবের অন্তর্গত। এই মতের সাধুরা ক্ষমাশীল, সঙ্গরহিত, কেশসংস্কার করে না ও ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী এবং নিরাবরণ অর্থাৎ উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা বস্ত্র পরিধান করেন। শ্বেতাম্বরেরা স্ত্রীসম্ভোগে একান্ত বিরত, কিন্তু দিগম্বরেরা রত।

নৈয়ায়িকেরা যেমন কার্য্যলিঙ্গক ঈশ্বরানুমান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ" ক্ষিত্যাদিপদার্থের কোন না কোন কর্ত্তা আছে, যেহেতু ক্ষিত্যাদি বস্তু জন্য, যে বস্তু জন্য অর্থাৎ জন্মশীল হয়, সেই বস্তুর কর্ত্তা অবশ্য থাকিবে। জৈনেরা এতদ্রূপে ঈশ্বরানুমান করে না। ইহা-

দের মতে জগৎ জন্যাই নহে। ইহারা এইমাত্র বলে যে, কোন এক সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আছেন, তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ জীবের পূজ্য। তিনি রাগদ্বেষাদি সর্ব্বপ্রকার দোষবর্জ্জিত ও সত্যবাদী। তাঁহার নাম "অর্হত্"। যথা—

"সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ॥" ইতি—

অহং চন্দ্র সূরি।

ইহাদের ঈশ্বরানুমানপ্রণালী এই যে, সর্ব্ব পদার্থ সাক্ষাৎকারী কোন এক আত্মা আছেন। কারণ, যখন দেখা যায় যে, আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সামগ্রী সকলের সমান নহে, কোন আত্মার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অল্প, কোন আত্মার অধিক; এইরূপ কোন এক আত্মার জ্ঞানপ্রতি-বন্ধক একবারে নাই হইতেও পারে। যাঁহার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক একবারে নাই, সেই আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর। এই প্রতিজ্ঞার উপর অনেক তর্ককৌশল আছে, তত্তাবতের অবতারণ করা নিষ্প্রয়োজন।

জৈনমতে জীব দুই প্রকার। সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব দুই প্রকার,—সমনস্ক ও অমনস্ক। শিক্ষাক্রিয়াকলাপাদি অভ্যাসরত জীব সমনস্ক, আর তদ্রহিত জীব অমনস্ক। এই অমনস্ক জীব দুই প্রকারে বিভক্ত।—ত্রস ও স্থাবর। শঙ্খ গণ্ডলক প্রভৃতি দ্বি-ইন্দ্রিয় ত্রি-ইন্দ্রিয় ভেদে ত্রস ৪ প্রকার। পৃথিবী-জল-বৃক্ষাদি ভেদে বহুবিধ স্থাবর। তত্ত্বজ্ঞান জিনোক্ত

উক্ত পদার্থের স্বরূপাবগতি। তত্ত্বজ্ঞানের উপায় গুরূপদেশ ও শাস্ত্রচর্চ্চা এবং জিনোক্ত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান। মুক্তি—জ্ঞানাবরণ ও কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইলে আত্মার উপরি প্রদেশে সুখ-স্বরূপে অবস্থান। কাহারও মতে সতত উর্দ্ধ গমন।* যথা—

"গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে ত্বালোকাকাশমাগতাঃ॥"

ইহাদের তর্কের নাম সপ্তভঙ্গী নয় অর্থাৎ সপ্ত প্রকার অবয়ব-যুক্ত যুক্তি।

কল্প সূত্রের সমাচারি অধ্যায়ে যতিগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের বিবিধ নিয়ম লিখিত আছে। সাধারণতঃ ইহাদের পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্র এইরূপ;—"ওঁম্ শ্রী—মহাপ্রমেয় স্বস্তি—ওঁম্ হ্রীঁ হুম্,—ওঁম্ হ্রীঁ শ্রীগুরুধর্ম্মাচার্য্য আদি গুরুভ্যোনমঃ—ওঁম্ হ্রীঁ ক্লীম্ সমজিন চৈত্যভ্যঃ শ্রীজিনেন্দ্রেভ্যোনমঃ" ইত্যাদি এবং গায়ত্রী যথা—

"নমো অরীহন্তাণং নমো সিদ্ধাণং নমো আয়রীয়াণং নমো উজ্ঝায়াণং নমো লোহসব্ব সাহুণং।"†

---

* এই উর্দ্ধ গমন যে কিরূপ উর্দ্ধ গমন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ইহা কি উন্নতির নামান্তর? তাহা হইলে এখনকার অনেক সম্প্রদায়ের সহিত এই মতের নৈকট্যসম্বন্ধ ঘটিয়া উঠে।

† প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটককার কৃষ্ণমিশ্র প্রসঙ্গক্রমে এই জৈন-গায়ত্রীটির উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরের লিখিত দার্শনিক তর্ক বিতর্ক সাধারণ যতিগণ অবগত নহেন। তাঁহারা ধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম এইমাত্র জানেন যে—"**धर्म्मो जगतः सारः। धर्म्मं सुखानां प्रधानहेतुत्वात्। तस्योत्पत्तिर्मनुजाः। सारं तेनैव मानुष्ये।**" অর্থাৎ ধর্ম্মই জগতের সার, যেহেতু ধর্ম্মই সুখমাত্রের প্রধান কারণ। এবম্ভূত ধর্ম্মের উৎপত্তিকারণ মনুষ্য, সেই কারণে মনুষ্যকে জীবমধ্যে সার বলা যায়। ইহা ভিন্ন "**स्वर्गापवर्गप्रदः**" স্বর্গ ও অপবর্গ (মোক্ষ) ধর্ম্মের ফল, ও "**साधूनां आचारः**" অর্থাৎ সাধুরা যাহা আচরণ করেন, তাহাই ধর্ম্মকে জানিবার পথ এবং ধর্ম্মের লক্ষণ এই যে "**पुरुषप्रधानत्वात् धर्म्मस्य**" অর্থাৎ যদ্দ্বারা মনুষ্যেরা ঔৎকর্ষ্য লাভ করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম। যতিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (অষ্টম তপস্যা) যথা—

चैत्ये परिपाठी समस्तसाधुवन्दनं सांवत्सरिकप्रतिक्रमणं मिथः साधर्म्मिकं क्षमनं अष्टमं तपश्च।

অর্থাৎ চৈত্য (দেবমন্দির) স্থানে পরিপাঠ [১] সাধুদিগের বন্দনা করা [২] বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার তীর্থ পরিভ্রমণ [৩] পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থান [৪] ইন্দ্রিয়দমন [৫] এই পাঁচটী অষ্টম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনদিগেরও অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অশোকের ন্যায় ইহাদিগেরও এইরূপ রাজঘোষণা আছে,—

"अमारीघोषनाद" অর্থাৎ কোন প্রাণীকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিও না। জৈনধর্ম্মের সারনীতি যথা—

"त्यज हिंसां कुरु दयां भज धर्म्मं सनातनम् ।
स्वदेहेनापि सत्वानां विधेह्युपकृतिं तथा ॥
स्वद्वैरिष्वपि मा वैरं कुर्य्याः स्वस्य हिताय च ॥
उवाच च जिनो देवो गुरुर्मुक्तोपरिग्रहः ।
दयाप्रधानो धर्म्मश्च त्रयमेतत् सदास्तु मे ॥" इति

শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্।

যে সকল ধর্ম্মনীতি উদ্ধৃত হইল তাহা সাধারণ ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল ধর্ম্মের সারভাগ, সুতরাং ইহা যে কেবল জৈনদিগের ধর্ম্ম তাহা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে? তাহাতেই উদয়না-চার্য্য কহেন,—

"**यस्त्वसाधारणो मुखमल्लीकरणादिः केशोल्लुञ्चनादिश्च नासौ सर्व्वैरनुष्ठीयते** ।" অর্থাৎ মুখবন্ধন, পিচ্ছিকাগ্রহণ, কেশো-লুঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটী জৈনদিগের অসাধারণ ধর্ম্ম; তাহা অন্য কোন জাতির নাই।

কেহ বলেন, অমরসিংহ এবং হেমচন্দ্র (সংস্কৃত কোষকার) জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন; সুতরাং তিনি খৃষ্টীয় ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীর ব্যক্তি। বুদ্ধ গয়ার প্রসিদ্ধ জৈন-মন্দির অমরসিংহকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

হেমচন্দ্র শ্বেতাম্বর জৈন। তিনি জৈনগ্রন্থের মতানুসারে মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬৬৯ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

মহাবীরের পরে সুধর্ম্ম, যতীশ্বর, বজ্রসেন, চন্দ্র, মনাতুঙ্গ, জয়দেব, শ্রীমন্, বিজয়, সমুদ্র প্রভৃতি স্থবিরাবলি জৈনধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ও কুমারিল ভট্ট প্রবল তর্কতরঙ্গে জৈনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধিই জৈনধর্ম্ম হীনপ্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে। জৈনদিগের আবু, গির্ণার, শত্রুঞ্জয় এবং পার্শ্বনাথ পর্ব্বত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এই সকল তীর্থের সংস্কৃত ও মাগধী ভাষার গ্রন্থে মাহাত্ম্য বর্ণন আছে, তাহা যতিগণ সাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য অতি প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে জৈনাচার্য্য ধনেশ্বর সূরি সুরাষ্ট্র দেশের শত্রুঞ্জয় নামক গিরির স্তোত্র (মাহাত্ম্য বর্ণনা) এবং সিদ্ধপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা চতুর্দ্দশ সর্গে বিভক্ত। এই গ্রন্থ সুরাষ্ট্রাধিপতি শিলাদিত্যের আগ্রহে ধনেশ্বর সূরি ৪৭৭ শকে

---

* প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অমরসিংহকে জৈন না বলিয়া বৌদ্ধ বলাই উচিত। হেমচন্দ্রই যথার্থ জৈন, অমর জৈন নহেন, তিনি বৌদ্ধ।

প্রস্তুত করেন। তিনি বলভীরাজ শিলাদিত্যের পার্ষদ এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন।

জগৎশেঠের সঙ্গে জৈনধর্ম্মাবলম্বী ওসয়ালগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন। এক্ষণে সুবিখ্যাত শেঠবংশধরেরা জৈন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের ওসয়ালগণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে আপত্তি নাই। কলিকাতা ও মুরসিদাবাদ ওসয়ালদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের আকর স্থান। তাঁহারা বঙ্গদেশে কতিপয় জৈনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রায় লছ্মীপৎ সিংহ বাহাদুরের মন্দির বহুব্যয়ে নির্ম্মিত। এই সকল মন্দিরে ভোজক ব্রাহ্মণগণ পূজারিরূপে নিযুক্ত আছেন।

---

* “ক্রম ক্রমতিসহস্রাণামতিক্রম্য চতুঃশতীম্।
বিক্রমাব্দাচ্ছিলাদিত্যো ভবিতা শিশুহ্বিকম্।
“সপ্ত সপ্ত চতুঃ সরে * গতে বৈক্রমবৎসরে।
“শ্রীমচ্ছত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যং বক্তি ভক্তিমণোদিতঃ।
বলভ্যাং শ্রীসুরাষ্ট্রেষু শিলাদিত্যস্য আগ্রহাৎ।”
ইতি শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যম্।

সরে—শতে। অয়মব্যয়শব্দঃ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

" दिव्यविमलचक्षुः पश्यसि बुद्धान् दशदिशि लोके।

धर्मं शृणोषि —————— ——————"

(ललित विस्तर, २य अध्याय।)

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।

—————

বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যজাতির প্রাথমিক ধর্ম্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূলভিত্তি এবং ইহাঁদের সংসারযাত্রানির্ব্বাহক সমস্ত কার্য্যকলাপ বৈদিক ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই বেদে কাহার অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা নাই। কেননা বেদ *ঈশ্বরের বাক্য—মানবীয় বাগ্‌যন্ত্র হইতে নিঃসৃত হয় নাই*; সুতরাং যিনি বেদে অবিশ্বাস করেন তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড, সমাজশত্রু। বৈদিক আচারব্যবহারে হিন্দুগণের বিশ্বাস ক্রমেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রত্যহ অসংখ্য অসংখ্য পশুর প্রাণবধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ করা প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। আর্য্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দূরপরাহত। সাধারণে ধর্ম্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় বটে; কিন্তু অসাধারণ তেজস্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হয়। এ সময় মহাতেজা বিপ্লবকারী অতি

দুর্লভ। সাধারণ লোকে তাঁহার উদয় সহজে বুঝিতে সক্ষম নহে। বৈদিক কার্য্যকলাপ-অনুষ্ঠানে আর্য্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের অহিত হইতে লাগিল। সাধারণ লোক ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র নেতা এবং তাঁহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে চালাইতে লাগিলেন। নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। মনুষ্যের মনও পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং ভারত সমাজের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারণার্থ সমাজের পরিত্রাতাস্বরূপ শাক্যসিংহ উদিত হইলেন। ইনি বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী বদ্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় জ্ঞানের শাণিত-অসিহস্তে উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁর প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য এবং তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম অতি প্রাচীন। বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডীয় নবোত্তরশততম সর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধঃ
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
ন নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ॥"

অর্থাৎ বৌদ্ধ যেমন তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না।* এতৎপ্রমাণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ গণেশ ও শম্ভু প্রভৃতি উপপুরাণে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে। শাক্যসিংহ শেষ মর্ত্ত্য বুদ্ধ। ইহাঁর পূর্ব্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্ত্তমান ছিলেন; তাহার মধ্যে পদ্মোত্তর হইতে সমপূজিত পর্য্যন্ত ৪৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিৎ, শিখি, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও কাশ্যপ মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ "**বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়**" মর্ত্ত্যলোকে বোধিসত্ত্বের উন্নতির জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব্বশুভপ্রদ ধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক; যথা, ললিত বিস্তরে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

> **"জ্ঞানপ্রভং হততমস্তপ্রভাকরং**
> **শুভপদং শুভবিমলাপ্ততেজসম্।**
> **প্রশান্তকায়ং শুভশান্তমানসং**
> **মুনিং নমাম্যমল শাক্যসিংহম্॥**

---

* রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত। কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া থাকেন।

স্বানীদৃশিং যুক্তমনন্তানুভাবং

ধর্ম্মেশ্বরং সর্ব্ববিদং মুনীশম্॥" ইত্যাদি।

অভিধান মধ্যে শাক্যসিংহের নামান্তর যথা—খজিৎ, শ্বেত-কেতু, ধর্ম্মকেতু, মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্ব্বদর্শী, মহাবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবীসুত ও গৌতম।

হেমচন্দ্র তাঁহার নিম্নলিখিত কয়েকটী নামের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলেয়, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গৌতমানেয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত।

অমরকোষের নামগুলি প্রসিদ্ধ। তাহার সিংহলে পালি ভাষায় অনুবাদ যথা, "শুদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্যসিংহো তথা শাক্য মুনিচ অরিচ বন্ধুচ।"

শাক্যসিংহ এই নামটী নামকরণের নাম নহে। শাক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। "শাক্যবংশ" ইহাও আভিজনিক সংজ্ঞা নহে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক শাক বৃক্ষের (শেগুন গাছের) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়া প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরাও তদবধি শাক্য বলিয়া বিখ্যাত।

আচার্য্য ভরত "শাক্য মুনি" এই নামের ব্যুৎপত্তিস্থলে লিখিয়াছেন, যথা—

"শাক্যবংশ্যত্বাৎ শাক্যঃ; শাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ, তথাহি—শাকো নাম বৃক্ষবিশেষঃ তত্র ভবো বিদ্যমানঃ শাক্যঃ, পিতুঃ শাপেন কশ্চিদিক্ষ্বাকুবংশীয়ো গৌতমবংশজ-কপিলমুনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসশ্চ শাক্য ইত্যুচ্যতে;—তদুক্তং, "শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে। তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি স্মৃতাঃ।"

শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম। এই নাম দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে গৌতম বংশীয় মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা তাঁহাদিগের ভ্রম। শাক্যসিংহ প্রকৃত ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা গৌতমবংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িতভাবে শাকবৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা শাক্য ও গৌতম উভয় নামে বিখ্যাত হন। ইনিও সেই বংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া ঐ নামে খ্যাত।

শাক্যসিংহের পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতার নাম মায়াদেবী। শুদ্ধোদন কপিল বস্তু* নগরের রাজা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সিংহ হনু †। আর্য অভিধানে লিখিত আছে, শুদ্ধোদন রাজা অতি ন্যায়বান্ ছিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন যথা—

---

* নেপাল দেশের পর্ব্বতসন্নিকটে।

† **"মব পুত্র! পিতামহঃ সিংহহনুর্নাম"**— শাক্যসিংহের প্রতি শুদ্ধোদনের এই বাক্যে প্রকাশ আছে।

"শুদ্ধোদনো যতো মঙ্‌ক্সো ন্যায়বান্‌ শুদ্ধোদনম্‌ ।"

ললিত বিস্তরে লিখিত আছে, শাক্যসিংহ জম্বুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য কুলকে নির্দ্দোষ জানিয়া তৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশালা নগরে, প্রদ্যোতন কুল, মথুরা, হস্তিনায় পাণ্ডব কুল ইত্যাদি। তিনি পাণ্ডব বংশকেও সদোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন—

"পাণ্ডবকুলমপ্যনৈঃ কৌরববংশো ঽতিব্যাকুলীকৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়ন্তি ; ভীমসেনোবায়োঃ—ইত্যাদি—"

এ কুলের দোষ হইল যে, পাণ্ডবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ। এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্যবংশ নির্দ্দোষ।

শাক্যসিংহ কপিলবস্তু নগরে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্‌ বোধিসত্ব যেকালে তুষিতপুরী পরিত্যাগ করিয়া মায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, মায়াদেবী সেই সময় নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যথা—

"হিমরজতনিভশ্চ ষড়্‌বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষঃ উদরমুপগতো গজঃ প্রধানো ললিতগতির্দৃঢ়বজ্রগাত্রসন্ধিঃ।"

অর্থাৎ তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, সুরক্ত ও মনোজ্ঞ কর ও শীর্ষদেশ, এমন একটি গজ, মনোহর

গতিতে তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহা বর্ণন করা যায় না।

"নচ মম সুখং জাতু এব রূপং দৃষ্টমপি স্রুতং নাপি চানুভূতম্।"

ভাবিলেন একি! কখন আমার এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপও কখন দেখি নাই বা শুনি নাই এবং অনুভবও করি নাই। নিদ্রাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্নবিবরণ সমুদায় অবগত করাইলেন। রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিত-কারী একটী রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে এবং তৎকালে এইরূপ দৈববাণী হইল; যথা—

"তুষিত পুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্বো মহাত্মা নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষৌপপন্নঃ।"

অর্থাৎ হে নৃপতি! তুমি শঙ্কিত হইও না, মহাত্মা বোধি-সত্ব তুষিত পুরী পরিত্যাগ করিয়া তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া এই মায়া দেবীতে উপপন্ন হইয়াছেন। মায়া-দেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্ট প্রকার নিমিত্ত ঘটিয়াছিল। যথা,—তৃণকণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির উপদ্রব ছিল না, হিমালয় পর্ব্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে রব করিয়াছিল, রাজা শুদ্ধোদনের আগারে সর্ব্বকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশিত হইয়াছিল, শুদ্ধোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয়

দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং তাঁহার অন্তঃপুরে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ছিল তৎ সমুদায় আপনা আপনি বাদিত হইয়াছিল ইত্যাদি। শেষ বুদ্ধের জন্মসম্বন্ধে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ ললিত-বিস্তরে লিখিত আছে, এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া উঠে বিবেচনায় বিরত হওয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ খ্রীষ্ট জন্মিবার ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা মায়া-দেবীর তাঁহার জন্মের এক সপ্তাহের পরে মৃত্যু হয় এবং তিনি তাঁহার মাতার ভগিনীর দ্বারা অতিযত্নের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রাজার পুত্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং শাক্যসিংহ অচিরকালমধ্যে বহুবিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি, বালক-গণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে এক দণ্ডও অতিবাহিত করিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র বালসুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। রাজা তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে সংসারসুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একদা মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য, রাজা শুদ্ধোদনকে বলিল, মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়া-ছেন যে,—

"यदि कुमारोऽभिनिष्क्रमिष्यति तथागतो भविष्यति अर्हन् सम्यक् सम्बुद्धः।—चेत नाभिनिष्क्रमिष्यति राजा भविष्यति चक्रवर्त्ती च विजेता धार्म्मिको धर्म्मराजः सप्तरत्न समन्वागतः।"

(১২ অধ্যায় ললিতবিস্তর দেখ।)

যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে ইনি সম্যক্ জ্ঞানী বুদ্ধ এবং অর্হত্ হইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন। অতএব কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর লোপ হইবে না।

অতঃপর রাজা শুদ্ধোদন কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলে শত শত শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। তদ্বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, সপ্তম দিবসে উত্তর দিব। ভগবান্ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, আমি কাম-ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যাননিমীলিতনেত্রে ধ্যেয়সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব; সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহা আমার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, না, সত্বগুণের পরিপাক হইলে কিরূপ হয়, তাহা আমাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, পঙ্কজ কর্দ্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জলমধ্যেই শোভা পায়; অতএব যদি কোন বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তন্মধ্যে থাকিয়াও

কদাচিৎ বিনেয় হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরাও ভার্য্যাপুত্র পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও ভার্য্যাগ্রহণ (স্বীকার) করা আবশ্যক। ইহার মূল এই—

"विदितं मयानन्तकामदोषाः सरणा सर्व्ववास शोकदुःखमूला भयङ्कर विषपत्रसन्निकाशा ज्वलननिभा असिधारातुल्यरूपाः, कामगुणे न मेस्ति च्छन्द रागो न चाहं शोभे स्त्यागारमध्ये योन्वहमुपवने वसेयं तुष्णीम् ध्यानसमाधिसुखेन शान्तचित्तः।" इति। अपिच,

"सङ्कीर्ण पङ्क पदुमानि विरुह्निमेन्ति,
आकीर्ण राज्ञ जलमध्ये लभाति पूज्याम्, [शोभाम्]
यदि बोधिसत्व परिवारबलं लभन्ते,
तद सत्वकोटि नियुतान्यमृते विनेन्ति॥
ये चापि पूर्व्वक अभूविदु बोधिसत्वाः,
सर्व्वेभि भार्य्यसुत दर्शित इस्त्रीगाराः।
न च रागरक्त न च ध्यानसुखेभि भ्रष्टा
हन्तानु शिक्षयि अहंपि गुणेषु तेषाम्। (১২ অঃ দেখ।)

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন,—

"ब्राह्मणीं क्षत्रियां कन्यां वैश्यां शूद्रां तथैवच।
यस्या एते गुणाः सन्ति तां मे कन्यां प्रवेदय॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র বা বৈশ্য, যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্ব্বোক্ত গুণ [সে সকল গুণ ল, বি, ১২ অ,

দেখ।] আছে, সেই কন্যার সহিত আমার বিবাহ দাও। অতঃ-পর রাজা শুদ্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,—

"ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ,
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।"

আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না। গুণ, সত্য, ও ধর্ম্মেই কুমারের মন,—ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যার অনুসন্ধান কর।

অনন্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাণিশাক্যের দুহিতা গোপা-নাম্নী কামিনী শাক্যের অভিলষিত গুণবতী হইলেন। সুতরাং ভগবান্ শাক্য তাঁহারই পাণিগ্রহণ করিলেন।

"অথ দণ্ডপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্যকন্যা সা দারীমত-পরিবৃতা।"

(ইত্যাদি ল, বি, দেখ।)

শাক্যসিংহ কিছুকাল দাম্পত্যসুখে অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন; কিন্তু তিনি সতত গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকি-তেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উত্থিত হইত। তিনি মনশ্চক্ষুর্দ্বারা দেখিতেন,—

সর্ব্বং অনিত্যা, অকামা, অধ্রুবা নচ শাশ্বতাপি, ন নিত্যকল্পা মায়ামরীচিসদৃশা, বিদ্যুৎ ফেণোপমাশ্চপলা॥"

রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই

কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার সাংসারিক সুখে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। একদা তিনি বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্বতোরণ দিয়া কুসুম-নিকেতনে গমন করিতেছিলেন; এমত সময়ে পথিমধ্যে এক জন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি কহিল, রাজকুমার! এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স, তজ্জন্য, এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ রোগগ্রস্ত নহে। ক্রমে যৌবনাবস্থা গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিবে।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে মনুষ্য-শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও চিন্তা করি না। সারথি! রথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের দুরন্ত কশাঘাত সহ্য করিতে ইচ্ছা করি না। সাংসারিক সুখ ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্ কষ্ট সহ্য করিবে? অন্য এক দিবস শাক্যসিংহ রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে স্বজন-পরিত্যক্ত, বন্ধুহীন, বহুরোগগ্রস্ত, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে তাহার তাদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারথি করযোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল। তাহা শুনিয়া রাজকুমার কহিলেন, "হায়!

শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্ত্তনশীল, এবং রোগের তাড়নায় মনুষ্যেরা এতাদৃক্ হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে! কোন্ জ্ঞানবান্ জীব এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্দেশ্য স্থানে গমন না করিয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপ তৃতীয়বার রথারোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রাবৃত এক মৃতশরীর দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে তদীয় স্বজন ও বান্ধবেরা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তিনি সারথিকে কহিলেন, "যৌবনগর্ব্ব বৃদ্ধ বয়সে শেষ হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছুকালের মধ্যে বিনষ্ট হইবে। এ সকল দেখিয়া সংসারের সুখে কে মুগ্ধ হইতে বাসনা করে? যদি বৃদ্ধ বয়স, রোগযন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, তাহা হইলেই এইস্থান চিরসুখের হইত।" তাহার পর মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "সারথি! নগর মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কষ্ট হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।"

অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তরাভিমুখে বিলাস ভবনে গমন করিবার সময় এক শান্তমূর্ত্তি রোগশোক-বিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এ ব্যক্তি কে?" সারথি কহিল, "রাজকুমার! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত। এ ব্যক্তি সকল রিপুকে পরাজয় করিয়', আনন্দচিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে।" রাজকুমার কহিলেন, "সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান্য লোককেও এই ভিক্ষুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" এই বলিয়া রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের হৃদয়ে ক্রমেই সংসারবৈরাগ্য বদ্ধমূল দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত বিনোদনের জন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি সংসারের সকল সুখ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "জীবনে ধিক্; জরাগ্রস্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্; ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হয়, এমত স্বাস্থ্যে ধিক্; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমত জীবনকেও ধিক্—হায়! হায়!"

"ধিগ্‌যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন।
আরোগ্য ধিগ্বিবিধব্যাধিপরাহৃতেন॥

ধিগ্‌জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন।

ধিক্ পরিজ্ঞ তস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গে ॥"

তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ স্কন্ধ* জন্য একমাত্র দুঃখস্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন করিবে, এজন্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণার্থ উপায় অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। যথা—

"যদি জরা ন ভবেয়া নৈব ব্যাধি র্ন মৃত্যু
স্তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুনর্জরা ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবন্ধা
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত চিন্তয়িষ্যে প্রমোচং ॥"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। শুদ্ধোদন তখন সজল-নেত্রে পুত্রকে রাজভোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নানা অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন, যথা,—

---

* "দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধা স্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ।"

বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং রূপ, এই পঞ্চ স্কন্ধ, ইহাই সাংসারিক আত্মার দুঃখহেতু।

"इच्छामि देव जर मह्य न माक्रमेया ।
शुभ्रवर्ण यौवन स्थितो भवि नित्यकालं ॥
आरोग्य प्राप्त भविनोच भवेत व्याधि ।
रमित आयुश्च भविनोच भवेत मृत्युः ॥"

রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কহিলেন; "পুত্র! যে চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই।" রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। নৃপতি শোকপূর্ণ আননে পুত্রকে অভীষ্ট সিদ্ধি-জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া অগত্যা বিদায় দিলেন।

অনন্তর এক শান্ত গম্ভীর রজনীযোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃকালে তাঁহার স্ত্রী এবং একমাত্র শিশুপুত্র রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোটকারোহণে রাজভবন হইতে প্রস্থান করিলেন। সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাতকালে ঘোটক পরিত্যাগ করত 'অনোমা' নদীতীরে স্নানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে* আসিয়া এক

*বৈশালী—বিশালা বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহা হরিদ্বারের উত্তর পূর্ব্বাংশে বদরিকাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তন্নিকটবর্ত্তী নগরের নাম বৈশালী। কিন্তু কনিঙ্হাম্ সাহেব তাঁহার প্রাচীন ভারতবর্ষের ভূগোলে লিখিয়াছেন, বৈশালী পাটলীপুত্রের উত্তরে স্থাপিত ছিল। তিনি আধুনিক বিসার নামক স্থানকে 'বৈশালী' বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রমাণে অনেকের তাদৃশ আস্থা নাই।

ব্রাহ্মণের সমীপে শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে, অগত্যা তথা হইতে তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল। তাহার পর রাজ-গৃহের এক ব্রাহ্মণের নিকট আর্য্যশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই-লেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। এস্থান হইতে পাঁচ জন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উর্ব্বিলব নামক গ্রামে ছয় বর্ষ কাল অতি কঠিন পরিশ্রমের সহিত বিশুদ্ধ সমাধি ও মহা-প্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত কষ্টেও তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইল না। ক্রমে তাঁহার সহাধ্যা-য়িগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঃসহায়ে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপর বোধিদ্রুমমূলে* ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ করিলেন।

৫৮৮ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া প্রথমতঃ বারাণসীতে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় তাঁহার পূর্ব্বের পঞ্চ জন সহাধ্যায়ী এবং কতিপয় ব্যক্তি

* এই বোধিবৃক্ষ গয়ার দক্ষিণে বুদ্ধগয়ায় অমরসিংহের মন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে অদ্যাপি আছে। বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ উহার পূজা করিয়া থাকেন। প্রবাদ এই যে, শাক্যসিংহ যে বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৃক্ষটী তাহার শিকড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। ভারতবর্ষের নৃপতিগণ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিল। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বসরের প্রযত্নে রাজগৃহের বক্তৃতাকালে বহুব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। কালান্তকবিহার তাঁহার উদ্দেশে এক ধনাঢ্য বণিক্‌কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বক্তৃতা করিয়া অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সময় তাঁহার ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাঁহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই সময় শাক্যসিংহ তাঁহার প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সমভিব্যাহারে কিছুকাল মগধেশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পরে উক্ত নৃপতি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তিনি শ্রাবস্তীতে বাস করেন। তথায় অনাথ পিণ্ডদ নামক বণিক্ তাঁহার জন্য একটী সুরম্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিষ্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্যব্যবসায়ী বৈশ্যগণ, সকলেই তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কোশলাধিপতি এবং প্রসন্নজিৎ নৃপতি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন। দ্বাদশবর্ষ পরে তিনি কপিলবস্তুতে গমন করিয়া তাঁহার পিতৃস্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া-

ছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মপ্রচারে কালাতিপাত করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব ৮০ বৎসর বয়ঃকালে ৫৪৩ খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব বৎসরে কুশীনগরে দেব মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এসময় তাঁহার অসংখ্য শিষ্য উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্ত্বের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। এবং মৃত্যুশয্যা হইতে বুদ্ধদেব তিনবার স্বশিষ্যবর্গকে ধর্ম্মের রহস্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কেহই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। সে সময় কাহারও ধর্ম্মবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে মৃত্যুকালে ভগবান্ কহিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, এজন্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও।" ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিল। কিন্তু আর্হতগণ পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া শোকবেগ সম্বরণ করিলেন। চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতশরীর নববস্ত্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্যপ, তথা ৫০০ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইল, ভিক্ষুগণ সেই ভস্মরাশি ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুষ্পে আচ্ছাদিত করত নৃত্যগীত করিতে করিতে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস রক্ষিত

হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথদ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর, এই ৮ স্থানে প্রোথিত করিয়া তাহার উপর আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করিল। বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং এত অনুরাগ যে তাঁহার দন্ত কেশাদি লইয়া বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং তাহা একাল পর্য্যন্ত বিখ্যাত।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। চৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহার মত, শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক মৃত্যুর অন্তে জগতের হিতের জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রসিদ্ধ তিন শিষ্য "ত্রিপেটক" রচনা করেন। প্রথম অধ্যায় অভিধর্ম্ম কাশ্যপ দ্বারা, দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দের দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিনয় উপালীর দ্বারা প্রস্তুত। ইহা খৃষ্ট জন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়া ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণের সাহায্যে প্রচারিত হইয়াছিল। ত্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটী প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে আচার্য্যগণ ধর্ম্মের গুহ্য কথা সকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থনিচয় প্রচার করেন। আষাঢ়মাসে কাশ্যপ ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভগবান্ মায়াময় মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে আমাদিগকে কহিয়াছিলেন যে, 'আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধর্ম্ম ও

বিনয় তোমাদিগের পথপ্রদর্শক হইবে।' এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ! আমাদিগের তদালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্বাক্যে সকলেই সম্মত হইলেন; এবং মগধরাজ অজাতশত্রু শতপাণিশিখরমূলে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। তথায় আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মালোচনা হইয়া ৭ মাস পরে (খৃঃ পূঃ ৫৪৩ বৎসরে) প্রথম সঙ্গম শেষ হয়। ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধধর্ম্মের সমূহ উন্নতি হয়। এ সময় বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সীমা ছিল না। হিন্দুগণ আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন; রাজা প্রজা সকলেই এই নবধর্ম্মাবলম্বী হইল। বৈদিক কার্য্যকলাপে ক্রমেই হতাদর হইতে লাগিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই অবরুদ্ধ হইল।

অশোক নৃপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উন্নতিকারক। ইনি বিন্দুসরের পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র। বৈরনির্যাতনে স্থির-প্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাঁকে সকলে প্রচণ্ডাশোক বলিত। তৎ-পরে ইনি পিতার অবর্ত্তমানে ২৬৩ খৃঃ পূঃ মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করাতে সকলেই ইহাঁকে ধর্ম্মাশোক বলিত। ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি। চারি বৎসরের মধ্যে অশোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন।

ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্য্যন্ত ইহাঁর করতলস্থ হইয়াছিল। এমন কি পাণ্ডবেরাও অশোকের ন্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। ইনি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইনিই বৌদ্ধগণের, "**দেবানাম্ প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী।**" অসংখ্য প্রচারকেরা ইহাঁর অনুজ্ঞানুসারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবং সুগত-পরিব্রাজিকারা * পুরস্ত্রীবর্গের নিকট ধর্ম্ম-

---

* যে যে ধর্ম্মে পরিব্রজ্যার বিধি আছে, সেই সেই ধর্ম্মে স্ত্রীজাতিরও সন্ন্যাস বিধি আছে। বৈদিক কালেও ছিল। মধ্যকালে স্ত্রীজাতির পরিব্রজ্যা নিষেধ হইয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল কাপালিক পরিব্রজ্যা স্ত্রীজাতিতে আছে (ভৈরবী)। তদ্ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মেও পরিব্রাজিকা ছিল। মালতীমাধব নাটকের ১ম অঙ্কে এই বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা থাকার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পরিব্রাজিকারা পরিব্রাজকদিগের তুল্য বেশধারিণী ছিল। চীর বা চীবর খণ্ড (কাষায় বস্ত্র) পরিধান। ভিক্ষাভোজিনী। ইহাদিগেরও শিষ্যা ছিল। স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীপরিব্রাজিকাদিগের নিকটেই দীক্ষিতা হইত। যথা—

"**সৌগতপরিব্রাজিকায়াস্ত কামন্দক্যাঃ প্রথমভূমিকা**
ভাব এবাধীতে—তদন্তেবাসিন্যাস্ত্ববলোকিতায়াঃ—"

মালতীমাধব—১ম অঙ্ক।

"**জংঘানী চীর চীবর পরিচ্ছদ পিচ্ছবাদ মেঞ্জী**
পান অন্তী—**ইত্যাদি**—মালতীমাধব প্রথম অঙ্ক দেখ।

সুগত পরিব্রাজিকা দুই প্রকার। কৌমার পরিব্রাজিকা এবং কেবলী পরিব্রাজিকা। পরিব্রাজক ও পরিব্রাজিকা উভয়ের আচার ব্যবস্থা সমস্তই তুল্য, এজন্য পরিব্রাজিকাদের সম্বন্ধে অন্য কিছু বিশেষ বক্তব্য নাই।

প্রচার করতঃ অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী করিয়াছিলেন।

অশোক ৮৪ সহস্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করেন। এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা কয়েকটী প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছি; তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব নামে বিখ্যাত লাটটী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই সকল স্তম্ভের অঙ্গে পালিভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিবিধ অনুজ্ঞা খোদিত আছে।* ইহা ভিন্ন কটকে ধাউলীপর্ব্বতে গুজরাটে গির্ণারশিখরে এবং আফগানিস্থানে কপর্দ্দ গিরির অঙ্গে অশোকের যশোঘোষণা খোদিত ছিল। সেই সকল লিপি আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক ঐতিহাসিক সত্য অবগত হইয়াছেন। জুনগড়ের পার্ব্বতীয় লিপিমধ্যে আন্তিয়োকস্, টলেমী, আন্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অশোকের খৃঃ পূঃ ২২২ বৎসরে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আর উন্নতি হয় নাই। অশোকপুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ৩০৭ খৃঃ পূঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন।

---

* মহারাজ অশোক তাহা পালি-লিপিতে লিখিয়াছিলেন; যথা,—

"হেবংচ হেবংচ মে পালিয়ো বা দেযো—"

অর্থাৎ এইরূপে এইরূপে আমার পালি অনুজ্ঞা সকল পাঠ করিবে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তিনি শিষ্যদিগকে প্রশ্নানুরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। শিষ্যেরা তদর্থ সকল ধারণ পূর্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন। ইহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন "**মহিনেয়াঃ প্রচক্রিরে।**" সম্ভব বটে। বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর অর্থবান্ এবং সুপরিপাটী। বুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহা পাঠকগণের গোচরার্থে আমরা বহু অন্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"**इदम्प्रत्ययफलमिति। उत्पादाद्वा तथागतानामनुत्पादाद्वा स्थिते वैषां धर्म्माणां धर्म्मिता धर्म्मस्थितिता धर्म्मनियामकता प्रतीत्य-समुत्पादानुलोमता इति। अथ पुनरयं प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यां कार-णाभ्यां भवति हेतूपनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्च। यदिदं बीजाद-ङ्कुरोऽङ्कुरात् पत्रं पत्रात् काण्डं काण्डान्नालं नालाद्गर्भो गर्भाच्छू-कं शूकात् पुष्पं पुष्पात् फलमिति। असति बीजेऽङ्कुरो न भवति यावदसति पुष्पे फलन्न भवति सति तु बीजेऽङ्कुरो भवति यावत् पुष्पे सति फल-मिति। तत्र बीजस्य नैवं भवति ज्ञानं अहमङ्कुरं निर्व्वर्त्तयामि, इत्यङ्कुर-स्यापि नैवं भवति ज्ञानं अहं बीजेन निर्व्वर्त्तित इति। एवं यावत् पुष्पस्य नैवं भवति ज्ञानमहं फलं निर्व्वर्त्तयामीति फलस्यापि नैवं भवत्यहं पुष्पेनाभिनिर्व्वर्त्तितमिति। तस्मात् असत्यपि चैतन्ये बीजादीनामसत्यपि चान्योन्यस्मिन्नधिष्ठातरि कार्य्यकारणभावो नियमोपदिश्यते। इत्ययन्तो हेतूपनिबन्धः। प्रत्ययोपनिबन्धः प्रतीत्यसमुत्पादस्य उच्यते। प्रत्ययो**

हेतूनां समवायः हेतुं हेतुं प्रति प्रत्ययः हेत्वन्तराणीति तेषामय-
मानानां भावः प्रत्ययो हेतुसमवाय इति यावत्। षण्णां धातूनां समवायात्
बीजहेतुरङ्कुरो जायते। तत्र पृथिवीधातुर्बीजस्य संग्रहकृत्यं करोति।
यथाङ्कुरः कठिनोभवति। अप्धातुर्बीजं स्नेहयति। तेजोधातुर्बीजं
परिपाचयति। वायुधातुर्बीजमभिनिर्हरति यतोऽङ्कुरो बीजान्निर्गच्छति।
आकाशधातुर्बीजस्यानावरणं कृत्यं करोति। ऋतुधातुरपि बीजस्य परि-
णामं करोति। तदेतेषां अविकलतानां (अवितर्कग्रानां अविकृतग्रानां) धातूनां
समवाये बीजे रोहत्यङ्कुरो जायते नान्यथा। तत्र पृथिवीधातोर्नैवं
भवत्यहं बीजस्य संग्रहकृत्यं करोमीति। यावदृतोरपि नैवं भवत्यहं
बीजस्य परिणामं करोमीति अङ्कुरस्यापि नैवं भवत्यहमेभिः प्रत्ययै-
र्निर्वर्त्तित इति। तथाध्यात्मिकः प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्यां
भवति, हेतूपनिबन्धतः प्रत्ययोपनिबन्धतश्च। तत्रास्य हेतूपनिबन्धोयथा—
यदिदमविद्याप्रत्ययाः संस्कारा यावज्जातिः प्रत्ययं जरामरणादीति।
अविद्या चेन्नाभविष्यत् नैवं संस्कारा अजनिष्यन्त नैवं जरामरणादय
उदपत्स्यन्त। यावज्जातिश्चेन्नाभविष्यन्नैवं तत्राविद्याया नैवं भवत्यहं
संस्कारानभिनिर्वर्त्तयामीति। संस्काराणामपि नैवं भवति वयमविद्यया
निर्वर्त्तिता इति। एवं यावज्जात्या अपि नैवं भवत्यहं जरामरणाद्यभि-
निर्वर्त्तयामीति। जरामरणादीनामपि नैवं भवति वयं जात्या अभि-
निर्वर्त्तिता इति। अथच सत्स्वविद्यादिषु स्वयमचेतनेषु चेतनान्तरा-
नधिष्ठितेष्वपि संस्कारादीनामुत्पत्तिर्बीजादिष्विव सत्स्वचेतनेषु चेत-
नान्तरानधिष्ठितेष्वप्यङ्कुरादीनामितीदं प्रतीत्य प्राप्येदमुत्पद्यत इति

एतावन्मात्रस्य दृष्टत्वात्। चेतनाधिष्ठानस्यानुपलब्धेः। सोऽयमा-
ध्यात्मिकस्य प्रतीत्यसमुदायस्य हेतूपनिबन्धः। अथ प्रत्ययोपनिबन्धः
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशविज्ञानधातूनां समवायाद्भवति कायः। तत्र
कायस्य पृथिवीधातुः काठिन्यमभिनिर्व्वर्त्तयति। अप्धातुः स्नेह-
यति कायम्। तेजोधातुःकायस्य अशितपीते परिपाचयति। वायुधातुः
कायस्य श्वासप्रश्वासादि करोति। आकाशधातुः कायस्य शुषिरभावं
करोति। यस्तु नामरूपाङ्कुरमभिनिर्व्वर्त्तयति पञ्चविज्ञानार्थसंयुक्तं
सास्रवञ्च मनोविज्ञानं सोऽयमुच्यते विज्ञानधातुः। यदाऽध्यात्मिकाः
पृथिव्यादिधातवोभवन्त्यविकलास्तदा सर्व्वेषां समवायाद्भवति काय-
स्योत्पत्तिः। तत्र पृथिव्यादिधातूनां नैवं भवति वयं कायस्य काठिन्यादि
निर्व्वर्त्तयाम इति। कायस्यापि नैवं भवति विज्ञानमहमेभिः प्रत्ययै-
रभिनिर्व्वर्त्तित इति। अथच पृथिव्यादिधातुभ्योऽचेतनेभ्यश्चेतना-
न्तरानधिष्ठितेभ्योऽङ्कुरस्येव कायस्योत्पत्तिः। सोऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो
दृष्टत्वान्नान्यथयितव्यः। तत्रैतष्वेव षट्सु धातुषु या देहसंज्ञा, पिण्डसंज्ञा
नित्यसंज्ञा, सुखसंज्ञा, सत्त्वसंज्ञा, पुद्गलसंज्ञा, मनुजसंज्ञा, मातृदुहितृ-
संज्ञा, अहङ्कार-ममकार-संज्ञा सेयमविद्याऽस्य संसारानर्थसम्भारस्य
मूलकारणम्। तस्यामविद्यायां सत्यां संस्काररागद्वेषमोहा विषयेषु
प्रवर्त्तन्ते। वस्तुविषया विज्ञप्तिर्विज्ञानम्। विज्ञानाच्च चत्वारो रूपिण
उपादानस्कन्धास्तन्नाम तानुपादाय रूपमभिनिर्व्वर्त्तते। तदेकत्वमभि-
संक्षिप्य नामरूपं निरुच्यते। शरीरस्यैव कललबुद्बुदाद्यवस्था नामरूप-

सम्मिश्रितानीन्द्रियाणि। षडायतनं नामरूपेन्द्रियाणां त्रयाणां सन्निपातस्तस्मात् स्पर्शः स्पर्शाद्वेदना सुखादिका। वेदनायां सत्यां कर्त्तव्यमेतत् सुखं पुनर्मया इत्यध्यवसितं तृष्णा भवति ततस्तत्प्राप्तये प्रवर्त्तते इत्यादि।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জ্ঞানপূর্ব্বক রচয়িতা কেহ নাই। ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধদেব, শিষ্যদিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণভাবঘটিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই প্রতীতিনিষ্পন্ন। তজ্জন্য তাহারা কার্য্যমাত্রকেই প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে। সমুদায় কার্য্যে দুই প্রকার কারণ অনুস্যূত আছে। একের নাম হেতূপনিবন্ধ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ। হেতূপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তিকালে যাহাতে কেবলমাত্র হেতুভাব থাকে। যেমন অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজে হেতুভাব। প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণদ্রব্যের সমবায় (সংযোগ) থাকে। যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে পার্থিবাদিকার্য্যদ্রব্যের সমবায় ছিল। এই হেতূপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্বয় বাহ্য জগতে আছে; আধ্যাত্মিককার্য্যেও আছে। তন্মধ্যে বাহ্যপ্রতীত্যসমুৎপত্তিবিষয়ে (অর্থাৎ ঘট পট বৃক্ষলতাদি উৎপত্তিবিষয়ে) এইরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা,—প্রথমতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ত্ত, শূক (পুষ্প বা ফলের কোষ) পুষ্প ও ফল জন্মে। এইরূপ

পরিপাটীযুক্ত পরিণামক্রমে একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতূপনিবন্ধ বলা যায়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুষ্প থাকিলে ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায়; তাহাতে বীজের এমন কোন জ্ঞান নাই যে, আমি অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরেরও এমন জ্ঞান হয় না, যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। পুষ্প, ফল, সকলেরই এইরূপ জানিবে। অতএব, বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও, চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্যকারণভাবের ব্যাঘাত নাই। বরং কার্য্য-কারণ ভাব নিয়মিতরূপেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অঙ্কুর-কার্য্যের হেতুভাবপক্ষে যেমন, প্রত্যয়ভাবপক্ষেও (অর্থাৎ কারণদ্রব্যের সংযোগ ঘটনাপক্ষেও) সেইরূপ। পৃথিবীধাতু, জলধাতু, বায়ুধাতু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু (বৌদ্ধেরা মূল পদার্থকে ধাতু বলে),—এই ছয়টি ধাতুর সমবায় অথাৎ সংযোগবিশেষ দ্বারা উক্ত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীধাতু সংগ্রহ কার্য্য করে (যে ক্রিয়ার দ্বারা অঙ্কুরের কাঠিন্য জন্মে), জলধাতু অঙ্কুরের স্নেহভাব সম্পাদন করে (যাহাতে অঙ্কুর সরস থাকে ও বীজের উচ্ছূনতা জন্মে), তেজোধাতু বীজকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বা যে ক্রিয়ায় বীজাংশ অঙ্কুরভাব প্রাপ্ত হয়), বায়ুধাতু অভিনির্হার করে, (যদ্বলে অঙ্কুর বীজ হইতে বহির্গত

হয়), আকাশধাতু বীজকে অনাবরণ করে, (যাহাতে বীজ-মধ্যে অঙ্কুর স্থানপ্রাপ্ত হয় এবং অঙ্কুরও বাহিরে আসিয়া বাড়িবার স্থান পায়) রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুরাকারে দৃশ্যমান হয়।) এইরূপে পৃথিব্যাদি ধাতুর সমবায় বলেই অঙ্কুর আত্মলাভ করে। সমবায় না থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয়না যে, আমি অঙ্কুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি। বাহ্যপ্রতীত্য সমুৎপাদ মধ্যে (বাহ্যস্থজন্যবস্তুসমূহের মধ্যে) ও ইহার অন্যথাভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। যেমন বাহ্যকার্য্যের জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ উহাদের কেহ স্রষ্টা নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও স্রষ্টা নাই।

আধ্যাত্মিক কার্য্যসমুৎপাদেরও পূর্ব্বপ্রকার দ্বিবিধ কারণ আছে। অবিদ্যা, সংস্কার, যাবজ্জাতি, জরা, মরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু-হেতুমদ্ভাব; আর পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ুঃ, আকাশ ও বিজ্ঞান, এই ষড়্বিধ কারণদ্রব্যের সমবায়। এতদ্ভিন্ন দেহোৎপত্তি হইতে পারে না। অবিদ্যাব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতিরেকে যাবজ্জাতি, যাবজ্জাতি ব্যতিরেকে জরা ও মরণ হয় না। এখানেও যখন অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়, তখন অবিদ্যার জ্ঞান হয় না যে, আমি সংস্কার উৎপন্ন করিতেছি। সংস্কারেরও জ্ঞান হয় না যে, আমি অবিদ্যা হইতে

জন্মলাভ করিয়াছি বা করিতেছি। অতএব বীজাদির ন্যায় অবিদ্যা প্রভৃতিরও চৈতন্য না থাকিলেও অন্য কোন চেতনাবান্ পুরুষের অধিষ্ঠান না থাকিলেও সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্ট হয়। এতদ্রূপ আধ্যাত্মিক হেতূপনিবন্ধপক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধ পক্ষেও সেইরূপ। পূর্ব্বোক্ত ষড়্ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীধাতু শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করে; জলধাতু স্নেহিত করে; তেজোধাতু ভুক্তান্নপানাদি পরিপাক করে; বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে; আকাশধাতু ছিদ্রভাব জন্মায়। বিজ্ঞানধাতু তাহাতে নামরূপাদি জন্মায়। এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কন্ধাত্মক। ঐ ষড়্ধাতু অবিকলভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। এস্থলেও পৃথিবীধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন করিতেছি। শরীর হইতেই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্তু শরীর কখনই জানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেছি। অতএব পৃথিব্যাদিধাতু সমস্তই স্বয়ং অচেতন হইলেও এবং চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও শরীরের উৎপত্তি হয়, অন্যথা হয় না। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং ইহা অন্যথা করিবার পথ নাই।*

---

* এতাবতা এই বলা হইল যে জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র ও স্থির কর্ত্তা বা ঈশ্বর নাই।

উক্ত ধাতুষট্কের সমবায়ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, সুখ, সত্ত্ব, পুদ্‌গল, মনুজ ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুত্র, পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। ইহাকেই অনর্থশতসম্ভার সংসার বলে এবং এই সংসারের মূলকারণ অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে। বস্তু-আকার-ধারী বিজ্ঞানের নাম বিষয়। বস্ত্বাকারবিজ্ঞান চারি প্রকার। রূপবিশিষ্ট উপাদান স্কন্ধ নামপ্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞানদ্বয়ের একীভাব নামরূপের আশ্রয়। শরীরের কলল ও বুদ্বুদাদি অবস্থা, নাম, রূপ, তন্মিশ্রিত ইন্দ্রিয় সকল, ষড়ায়তন, নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগকে স্পর্শ বলে। স্পর্শ হইতে বেদনা (অনুভব শক্তি) জন্মে; বেদনা হইতে তৃষ্ণা (এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা) উৎপন্ন হয়,। ইত্যাদি।

সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধ-লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তথাহি কৃত্যাদেবী * বাক্যং

"লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গতক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্।
স্বাগতেঽপি ন কুপ্যন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বস্যৈব নেচ্ছন্তি তে বিশ্বভরণোদ্যমাঃ।"

---

* কৃত্যাদেবী বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী অথবা আভিচারজন্যা মারকদেবতাবিশেষ।

অর্থাৎ ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ **করিয়া, যে সকল** জীব গতক্লেশ (মুক্ত) হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি **বোধি-**সত্ত্ব, বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও **যাঁহারা** কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন, অন্যকে গতক্লেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহারা বোধিসত্ত্ব, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম আর কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা "**बोधिसत्त्वस्य पूर्व्वसूत्रेषु धर्म्मेषु—**" এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা "**जरामरणव्याधिघाती भिषग्वर इत्यात्मनः**" জ্ঞান করিত। তাহাদিগের মতে মনুষ্যজন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং জন্মিলেই সকল জীবকে জরা ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং জ্ঞানিগণের নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বৌদ্ধ-মাত্রেরই পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীবমাত্রে বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ স্বয়ং হস্তী ও মৃগ প্রভৃতি পশুযোনি হইতে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংসার কেবল কষ্টময়, এবং জীব নিজকর্ম্ম দ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন বিচার উপস্থিত করেন নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ন্যায় ইহারাও নাস্তিক। বুদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ নাই। বৌদ্ধেরা প্রায় স্বভাববাদী; তাহারা বলে স্বভাব সৃষ্ট হয় নাই; চিরকালই

এক অবস্থায় আছে। ইকার্ট, টলর, ব্যুক্নর প্রভৃতি জর্ম্মণ তত্ত্ববিদ্‌গণের এই মত, অধিকন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলময় তর্কপরিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। য়িশুখ্রীষ্টের ন্যায় শাক্যসিংহ বৌদ্ধগণকে এই দশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন যে, জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। এই পাঁচটী ভিন্ন ভিক্ষুগণকে আর ৫টী আজ্ঞা দিয়াছেন; যথা দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করা অকর্ত্তব্য, নাট্যক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকা কর্ত্তব্য, অলঙ্কারাদি এবং সুগন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে, দুগ্ধফেণনিভশয্যায় শয়ন অনুচিত এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।

বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, যীশুপ্রণীত উপদেশ একমাত্র সুখশান্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার "ধর্ম্ম পদ" গ্রন্থ পাঠে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্ত্বদর্শী অগষ্ট কোমৎ বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা প্রত্যক্ষদর্শনবাদিগণকে এক একবার পাঠজন্য দিন নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন।

মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করাই বৌদ্ধগণের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভিক্ষুগণ তজ্জন্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। মাধবাচার্য্য কহেন,—

"কৃত্তিঃ কমণ্ডলু মৌণ্ড্যং চীরং পূর্ব্বাহ্নভোজনম্।
সঙ্ঘো রক্তাম্বরত্বঞ্চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ॥"

অর্থাৎ চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, চীর, পূর্ব্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান ও রক্তাম্বর, এই কয়েকটি বৌদ্ধদিগের যতি ধর্ম্মের অঙ্গ*। ইহারা মালা জপিবার সময় এই মাত্র পালি ভাষায় কহিয়া থাকে "অনিত্য দুঃখম্ অনাত্ম" ইহাকে ত্রিলক্ষণ কহে। বৌদ্ধেরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুদ্ধ মূর্ত্তির সমীপে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিকগণ পাদ্রির নিকট যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য্য সকল স্বীকার করিয়া আইসে, তদ্রূপ পূর্ব্বকালে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মসঙ্ঘ মধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। প্রিয়দর্শী এজন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সিংহলে ভিক্ষুগণ বিহার মধ্যে ভক্তি সহকারে নিম্নলিখিত পালি প্রতিজ্ঞা পাঠ করে। যথা—খুদ্দক পাঠ।

---

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ। ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত।

"नम तस भागवत अर्हत सम समबुद्धसः

बुद्धम् शरणम् गच्छामि।

धम्मम् शरणम् गच्छामि।

सङ्घम् शरणम् गच्छामि।

"दुत्रतम्पि बुद्धम् शरणम् गच्छामि।

दुत्रतम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।

दुत्रतम्पि धम्मम् शरणम् गच्छामि।

दुत्रतम्पि सङ्घम् शरणम् गच्छामि।

तीत्तम्पि बुद्धम् शरणम् गच्छामि।

तीत्तम्पि धम्मम् शरणम् गच्छामि।

तीत्तम्पि सङ्घम् शरणम् गच्छामि।

शरणत्रतम्।"

বৌদ্ধ-আচার্য্য-প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের আর্য্যশাস্ত্রব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্য্যন্তও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের কোন কোন বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধ-সূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে

কখনই সাহসী হইতেন না। বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। আকবর বাদসাহের অনুজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা আবুলফজল বহু অনুসন্ধানে একখানিও বৌদ্ধসূত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাঁহাদিগের প্রযত্নে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

নেপালের বৌদ্ধগণ কহেন ৮৪ সহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি নবধর্ম্ম নামে খ্যাত। অষ্টসাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, তথাগতগুহ্যক, ললিতবিস্তর, সুবর্ণপ্রভাস। বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম্ম, অবাদান, উপদেশ। প্রসিদ্ধ কতিপয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; যথা—প্রজ্ঞাপারমিতা, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, ধর্ম্মস্কন্ধপদ, কারণ্ডব্যূহ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্তবুদ্ধস্তোত্র, বিনয়সূত্র, মহান্য সূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতকমালা, চৈত্যমাহাত্ম্য, অনুমানখণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিতকাব্য, বুদ্ধকপালতন্ত্র, সঙ্কীর্ণতন্ত্র প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসন্ধানে হজসন্ সাহেব নেপালীয় বৌদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"বোধিচিত্তবিবরণ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ-প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন, বুদ্ধের বহুতর শিষ্যের মধ্যে,—

"সৌত্রান্তিকো বৈভাষিকো, যোগাচারো মাধ্যমিকশ্চেতি চত্বারঃ শিষ্যাঃ।"

"সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, ও মাধ্যমিক, এই চারিজন শিষ্যই তদীয় ধর্ম্মের আচার্য্য। উক্ত সৌত্রান্তিক প্রভৃতি শব্দগুলি এস্থানে নামমাত্রবোধক, কি তাহার শাস্ত্র-প্রস্থানবোধক, তাহা স্থির করা যায় না। আমাদের যেমন ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দ শাস্ত্রপ্রস্থান-বোধক, গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম ভিন্ন, ঐ সকল শব্দ তৎসদৃশ কি না বলা যায় না।

যাহা হউক, উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মতাক্রান্ত নহে। উক্ত বোধিচিত্তবিবরণ গ্রন্থকার ধর্ম্মকীর্ত্তিও এইরূপ বলিয়াছেন যথা—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনা ভিন্না শূন্যতাদ্বয়লক্ষণা॥"

লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিষ্যদিগের অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ না হওয়াতেই বুদ্ধ-শাস্ত্র বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বুদ্ধমতের মূল প্রস্রবণ এক

হইয়াও আচার্য্য গণের ভিন্ন ভিন্ন মত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। এমন কি শাক্য-সিংহের মত কিরূপ ছিল তাহা সহজে আচার্য্যগণের গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায় না। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে চারিজন প্রধান আচার্য্যের মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র; তাহাতে বুদ্ধের নিজের মত যাহা, যাহা সারিপুত্র ও আনন্দ উপালী প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি ঘৃণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন। বোধ হয় তিনি "প্রজ্ঞাপার-মিতা" প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থ কখনই পাঠ করেন নাই; কেবল অন্যধর্ম্মাবলম্বী প্রণীত আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে, তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। বুদ্ধের নিজের মত অতি পবিত্র, এজন্য হিন্দুগণ তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সৌসা-দৃশ্য আছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর সাইবেরিয়া এবং লাপ্লাণ্ড পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল। অন্য কোন ধর্ম্মের এতদূর উন্নতি হয় নাই। এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন।

সিংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ আদর আছে। চীন দেশের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদিত। সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থের বহুল প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, তথা পালিভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইবে।

শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়।

সমর তরঙ্গে বীর যোধগণ,
ঘন ঘন অসি করি আস্ফালন,
প্লাবিতে ধরণী লোহিতের নদে,
রাজ-পুত্রগণ সতত ধায়।
বিপক্ষ পক্ষের করি দর্প চূর্ণ,
চির মনোরথ হইলেই পূর্ণ,
হবে ক্ষত্রোচিত কার্য্য অনুপম,
সুবিখ্যাত কীর্ত্তি রবে ধরায়।
এতাদৃশ করি নিষ্ঠুরের কায,
পূজ্য হইবারে বীরের সমাজ,
কদাচ বাসনা শাক্যসিংহ মনে
ভ্রমেও না হ'ল কভু উদয়।

হয়ে রাজপুত্র ছেড়ে রাজভোগ,
নবীন বয়সে বোধি-সত্ব যোগ,
করিলা অভ্যাস হয়ে চিরযোগী,
কাম ক্রোধ অরি হলো বিজয়।

পরনে কৌপীন কমণ্ডলু করে,
দেববৎ হাস্যে আস্য শোভা করে,
প্রশান্ত বদনে সুবিমল কান্তি
হেরিলে মুনির মানস হরে।

"বুদ্ধ অবতার মহিমা অপার
যোগীন্দ্র যোগেতে সদা মগন,
মায়াদেবী-সুত, বহু গুণ যুত,
মর্ত্ত্যে নররূপে নৃপনন্দন।"

জয় জয় জয়, সবে বলে জয়।
অহিংসা পরমধর্ম্মের জয়।

সর্ব্ব জীবে সম দয়া অনুপম,
হেন ধর্ম্ম কভু না হবে ক্ষয়।

এতেক কহিলা অমর কিন্নর
এতেক কহিলা অপ্সর নিকর,
এতেক কহিলা দেব পুরন্দর,
এতেক কহিলা দেবতা সবে।

হলো প্রতিধ্বনি 'বুদ্ধ অবতার'
হলো প্রতিধ্বনি 'মহিমা অপার
বন্দিল স্বর্গের দেব অগণন
শুনিয়া অবাক্ মানব সবে।

পারিজাত মালা গলে পরিধান,
স্বর্গ-বিদ্যাধরী করে যশো গান
মৃদু মন্দ রবে বাদিত্র বাদক
বাজায় মধুর বীণা রবাব।

সঙ্গে বহু জ্ঞানী শিষ্য অগণন
নানা শাস্ত্র যারা করি অধ্যয়ন
আর্য্য শাস্ত্র সব সামঞ্জস্য করি
সুতীক্ষ্ণ করেছে বুদ্ধি-প্রভাব।

পরনে কৌপীন সবে উদাসীন।
জ্ঞান-বলে ভব-বন্ধন-বিহীন,
জীবনে উদ্দেশ্য নির্ব্বাণ কামনা
ভোগবিলাসের নাহিক আশ।

মুখেতে সবার জয় জয় ধ্বনি,
হোক্ নব ধর্ম্মে পবিত্র অবনী,
রসাতলে যাক্ বেদ যাগ যজ্ঞ,
পশু বলিদানে নিত্য উল্লাস।

শুরু বুদ্ধদেব জ্ঞানের শিখর
যাহা হ'তে জ্ঞান-বারি নিরন্তর
উপালী, আনন্দ, কাশ্যপের সহ
পান করি তৃপ্ত করিলা ধরা।
মায়াময় এই সংসার আঁধার,
তাহে জীব পায় কষ্ট অনিবার
স্বীয় কর্ম্মগুণে, পাপ আচরণে
সবাই অধীন মরণ জরা।
স্বভাবে উৎপত্তি স্বভাবেতে লয়,
স্বভাবেই হয় জীব সমুদয়,
নির্ব্বাণেই সুখ, বাঁচিয়া অসুখ
সুগতের পদে লও শরণ।
যতেক আচার্য্য সবে এই বলি,
মিথ্যা কদাচার পদযুগে দলি,
"বৌদ্ধধর্ম্ম-জয়" করি ঘোর রব,
বুদ্ধদেব সহ করে গমন।
তর্কের তরঙ্গ—সমর - তরঙ্গ
যতেক তার্কিক সবে দিয়া ভঙ্গ।
লইল বুদ্ধের চরণে আশ্রয়,
এ ভব যাতনা করিতে নাশ।
স্বর্গে দেবগণ মর্ত্ত্যে কোটি নর,

ভক্তিভাবে সবে যুড়ি দুই কর,
অক্ষিযুগ মুদি প্রশান্ত অন্তরে
মনের বেদনা করে প্রকাশ।
"জয় গুণাকর, শোক তাপ হর,
জগতে পবিত্র তোমার নাম।
একমাত্র গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু,
তুমিই কেবল আনন্দ ধাম।
নানা গুণধর ত্রিকালজ্ঞবর
সংসারের কষ্ট জরা মরণ—
করহ বিনাশ, এই মাত্র আশ,
তব শ্রীচরণে লই শরণ।"
মানব নিকর আনন্দ অন্তর,
সবে এই স্তব করে নিরন্তর,
দেবগণ করি পুষ্প বরষণ,
জয় জয় রবে করিলা বন্দন।

সঙ্গীত শাস্ত্রানুগত নৃত্য
ও অভিনয়।

“ দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং পরম্ ।

गानं वाद्यं तथा नृत्यम्——————”

सङ्गीतदर्पणम् ।)

সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্য
ও অভিনয়।

নৃত্য মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, এবং কি আদিম কাল, কি আধুনিক সুসভ্য কাল, সকল সময়েই ইহা প্রচলিত। আদিম-কালের অসভ্য নৃত্য এক্ষণে সভ্যকালে নানা রূপান্তর সহকারে, সভ্যসমাজের অভিনয়প্রথার একটী প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াই-য়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য চিরকাল হইতেই প্রচলিত। সকল প্রকার ধর্ম্ম গ্রন্থেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাদেব নৃত্য করিতেন, স্বর্গে গন্ধর্ব্বকন্যাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাগণের মনোহরণ করিতেন। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা, তিনিই স্বর্গে অপ্সরাদিগকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য হয়, এবং চৈতন্যদেবও বৈষ্ণববৃন্দকে হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে গ্রীকগণ উৎসব উপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে গ্রাম্য দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিত। য়ীহুদিগণের মধ্যে নৃত্য অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল।

ইস্রেলগণ শুষ্ক বালুকাভূমির ন্যায় লোহিত সাগর পার হইলে, মোসেস্ এবং মিরাএম আনন্দধ্বনি সহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। ডেবিডও নৃত্য করিতেন। গ্রীকগণের নৃত্য অভিনয়-প্রথার অন্তর্ভূত। তাঁহাদিগের ইউমিনিডেশের অর্থাৎ ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইত। গ্রীকদেশীয় শিল্পবিদ্যাবিশারদগণের প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিতে নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, অরিস্ততল, পিণ্ডার, সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষতঃ অরিস্ততল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া "পোইটীকৃশ" গ্রন্থমধ্যে লিখিয়াছেন। স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত, তজ্জন্য তাহারা উত্তম পারদর্শী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিত হইত। তাহাদিগের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম "পাইরিক" নৃত্য। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকাশ্য স্থলে নৃত্য, ব্যবসায়ী নটগণের দ্বারা প্রদর্শিত হইত। সম্ভ্রান্ত রোমকগণ ধর্ম্ম-কার্য্য ভিন্ন আমোদের জন্য নৃত্য করিতেন না। আমোদের নিমিত্ত নৃত্য, ব্যবসায়ীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্ত্তকীগণের নাম আলমী। তাহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে, ইহার সহিত হিন্দুস্থানী নাচের সৌসাদৃশ্য আছে।

ইউরোপীয়গণের মধ্যে "বলে" সম্ভ্রান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন কামিনী বা পুরুষ যিনি "বলে" নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্ম্মণ্য,—সভ্য সমাজ-ভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই "বলের" নৃত্যও বিবিধ প্রকার; যথা—পোল্‌কা, কোয়াড্রিল, কনট্রিড্যানশ্‌ ইত্যাদি; ইহা ভিন্ন অভিনয় কার্য্যে অনেক প্রকার নৃত্য আছে—যথা—ব্যালেট, প্যাণ্টোমাইম প্রভৃতি। আমরা এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশের প্রস্তাবানুসারে বিদেশীয় কোন নৃত্যের উল্লেখ না করিয়া সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী প্রাচীন ও মধ্যকালের আর্য্য জাতির নৃত্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমাদিগের পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"**नृत्ये नालमरूपेण सिद्धिर्नाट्यस्य रूपतः।**
चार्व्व धिष्ठानवन्नृत्यं नृत्यमन्यद्विडम्बना॥"

এই শ্লোক দ্বারা রূপহীন নট বা নটীর নৃত্যকে নিন্দা করা হইয়াছে।

বরাহপুরাণে—"**नृत्यमानस्य वक्ष्यामि फलं यस्य वसुन्धरे।**" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শোকর-মাহাত্ম্যে নর্ত্তকের গতি কথিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণেও—

"**दृष्ट्वा सम्पूजितं देवं नृत्यमानोऽनुमोदयेत्।**"

অর্থাৎ দেবতার পূজা দেখিয়া যথাশাস্ত্র নৃত্য ও হর্ষ বিস্তার করিবেক, এইরূপ উক্তি আছে।

পুনশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा।"

"नृत्यं दत्वा तथाप्नोति रुद्रलोकमसंशयम्।"

"स्वयं नृत्येन सम्पूज्य तस्यैवानुचरो भवेत्।"

"नृत्यतां श्रीपतेरग्रे तालिकावादनैर्भृशम्।"

"যে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করে"—"দেবদেবীর পূজায় নৃত্য করিলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়"—"স্বয়ং নৃত্যের দ্বারা দেবের পূজা করিলে পরলোকে সেই দেবের অনুচর হয়।" ইত্যাদি প্রকার ফলশ্রুতি আছে।

রামায়ণে ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিস্তার আছে। মহাভারত বিরাট পর্ব্বে লিখিত আছে, অর্জ্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি বিরাটের অন্তঃপুরে কামিনীগণকে নৃত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

স্মৃতিতে নটের অথবা নটীর অন্ন অগ্রাহ্য বলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়াছেন; যথা—

"रजकश्चर्म्मकारश्च नटो वरुड़ एव च।"

যম সংহিতা

অর্থাৎ রজক, চর্ম্মকার, নট ইত্যাদি সাত প্রকার জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহাদের অন্ন ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ মনুসংহিতা প্রভৃতি সমুদায় সংহিতাতে নটজাতির এবং নাট্যোপজীবীর উল্লেখ আছে, সুতরাং নৃত্যচর্চ্চা এদেশের অতি পুরাতন।

যে দেশের যে প্রকার রুচি তদনুসারে তাল-মান-রসাশ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য, ইহাই নৃত্যের সামান্য লক্ষণ, যথা—

"देशरुच्या प्रतीतोयस्तालमानरसाश्रयः।
सविलासाङ्गविक्षेपो नृत्यमित्युच्यते बुधैः॥"

সঙ্গীতদামোদর।

নৃত্য দুই প্রকার। তাণ্ডব ও লাস্য। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাস্য কহে; যথা—

"स्त्रीनृत्यं लास्यमाख्यातं पुंनृत्यं ताण्डवं स्मृतं।"

সঙ্গীতনারায়ণ।

তাণ্ডি নামক মুনি তাণ্ডব-নৃত্যের বিধি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা ভরত মল্লিক অমরকোষের টীকায় বিস্তারপূর্ব্বক লিখিয়াছেন। তাণ্ডব ও লাস্য,—এই দ্বিবিধ নৃত্যই দুই প্রকার। দুই প্রকার তাণ্ডবের প্রথম পেবলি, আর দ্বিতীয় বহুরূপ। যথা—

"ताण्डवञ्च तथा लास्यं द्विविधं नृत्यमुच्यते।
पेवलिर्बहुरूपश्च ताण्डवं द्विविधं मतम्।"

সঙ্গীতদামোদর।

অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপমাত্রকে পেবলি, আর ছেদ, ভেদ, প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয়সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ,—তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার। একের নাম ছুরিত, অপরের নাম যৌবত। ভাবরসাদিব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদিপূর্ব্বক যে নৃত্য—তাহাকে ছুরিত বলে, আর কেবল নর্ত্তকী স্বয়ং যে লীলাসহকারে নৃত্য করে—সে নৃত্যকে যৌবত কহে ; যথা—

"छुरितं यौवतञ्चेति लास्यं द्विविधमुच्यते ।
यत्राभिनयनै-र्भावरसैराश्लेषचुम्बनैः ।
नायिकानायकौ रङ्गे नृत्यतश्छुरितं हि तत् ।
मधुरं बहुलीलाभि-र्नटीभि-र्यत्र नृत्यते—
वशीकरणविद्याभं तल्लास्यं यौवतं मतम् ॥"

সঙ্গীতদামোদর।

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে তত্তাবতের সাধারণ নাম নর্ত্তন। ফল, চিত্ত-রঞ্জক অঙ্গ-বিক্ষেপের নামই নর্ত্তন। যথা নর্ত্তকনির্ণয়ে—

"अङ्गविक्षेपवैचित्र्यं जन-चित्तानुरञ्जनम् ।
नटेन दर्शितं यत्र नर्त्तनं कथ्यते तदा ॥"

ইহার অর্থ সহজ। অপিচ সাধারণ নর্ত্তনের ত্রিবিধ জাতি আছে।—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। যথা—

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।"

নাট্য।—"নাটকাদি কথা দেশ বৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং।
চতুর্ভিরভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ॥"

নাটকাদি অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য ও তদ্গত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে, তাহাকে নাট্য বলা যায়।

নৃত্য।—"অপুস্ত সর্ব্বাভিনয়-সম্পন্নং ভাবভূষিতং।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোকমনোহরম্॥"

কোন আখ্যায়িকা পুস্তকের অনুগত নহে, নেপথ্য বিধানের অধীন নহে, অথচ রস ভাবাদির দ্বারা বিভূষিত ও তত্তৎ রস-ভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত, এরূপ হইলে তাহাকে নৃত্য বলা যায়। ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে সকল লোকেরই মনোহারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালি-দের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

নৃত্ত।—"হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গযোজিতং।
ত্যক্তাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্॥"

অভিনয়বর্জ্জিত চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপবিশেষের নাম নৃত্ত। এই নৃত্তের তিন প্রকার ভেদ আছে, যথা—

"নৃত্তে ভেদত্রয়ং চাস্তি বিষমং বিকটং লঘু।"

বিষম।—"মল্লরজ্জ্বাদিভ্রমণং বিষমং হি তৎ।"

শস্ত্র সঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্য মাদ্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

বিকট।—"**বিরূপতোঽঙ্গবেশাদি ব্যাপারং বিকটং মতম্।**"

বৈরূপ্যজনক বেশভূষাদি ব্যাপারকে বিকট নৃত্ত বলে।

লঘূ।—"**উপেতং করণৈরল্পৈ-রুৎপ্লুতাদ্যৈ লঘু স্মৃতং।**"

অল্প উপকরণ অবলম্বন পূর্ব্বক উৎপ্লুতাদি গতিবিশেষের নাম লঘু নৃত্য। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

অভিনয়।

'অভি' এই উপসর্গ পূর্ব্বক 'নিঞ্' ধাতু হইতে "অভিনয় শব্দ" উৎপন্ন হইয়াছে। 'অভি'র অর্থ সাংমুখ্য "নিঞ্" ধাতুর অর্থ পাওয়ান। এতাবতা তদুভয়ের যোগে এইরূপ অর্থ পাওয়া গেল যে, প্রয়োগ সকল যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সাক্ষাৎকারের ন্যায় দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই প্রক্রিয়াবিশেষের নাম অভিনয়। যথা—

"**অভিপূর্ব্বস্তু ণিঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।**
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয় চারি প্রকার।

"**চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ স স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্ত্বিকাঃ।**
আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

বাচিক, আহার্য্য, সাত্ত্বিক ও আঙ্গিক, এই চারি প্রকার অভিনয়। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ ও কঠিন।

"অঙ্গনেপথ্যসত্ত্বানি বাগর্থং ব্যঞ্জয়ন্তি হি।
তস্মাদ্বাচঃ পরং নাস্তি বাগ্‌হি সর্ব্বস্য কারণম্॥"

যেহেতু অঙ্গ, নেপথ্য ও নেপথ্যসত্ব অর্থাৎ প্রাণী, সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অর্থ বাক্য-দ্বারা প্রকট করিতে হয়, এহেতু বাচিক অভিনয় শ্রেষ্ঠ।

বাচিক।—"গদ্যপদ্যাদি ভাষা প্রাকৃতসংস্কৃতৈঃ।
সার্থকৈ রচিতো বাগ্যা বাচিকঃ সোঽভিধীয়তে॥"

গদ্য পদ্য বা তদুভয় লক্ষণবিবর্জ্জিত অর্থাৎ খণ্ড বাক্য, উহা প্রাকৃতই হউক, আর সংস্কৃতই হউক, বা তদুভয়ের সংযোগ করিয়াই হউক, অর্থানুরূপ রচনা করিয়া প্রয়োগ উপস্থিত করিলে তাহা বাচিক অভিনয়। ইহা অস্মদ্দেশের কথকদিগের প্রধান অবলম্বন।

আহার্য্য।—"আহার্য্যোঽভিনয়ো নাম জ্ঞেয়ো নেপথ্যজো বিধিঃ।"

নেপথ্যবিধানে সাধ্য (অর্থাৎ সাজ্‌গোজ্‌) অভিনয়ের নাম আহার্য্যাভিনয়।

নেপথ্যবিধি চারি প্রকার। পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গ-রচনা। যথা—

"চতুর্ব্বিধস্তু নেপথ্যং পুস্তোঽলঙ্কারকস্তথা।
সংজীবশ্চাঙ্গরচনা———॥"

পুস্ত নেপথ্য আবার তিন প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা, ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তবে তাহা ভাজিমা। যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত।—"শৈলযানবিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধ-ধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে নাট্যে ব স পুস্ত ইতি সংস্থিতঃ॥"

পর্ব্বত, যান, বিমান (ব্যোমচারি যান) চর্ম্ম, বর্ম্ম, অস্ত্র, ধ্বজ, পতাকা প্রভৃতিকে পুস্তজাতীয় বলা যায়।

অলঙ্কার।—

"অলঙ্কারস্তু বিজ্ঞেয়ো মাল্যাভরণবাসসাং।
নানাবিধসমাযোগো যথাঙ্গেষু বিনির্ম্মিতঃ॥"

মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদঙ্গের নিমিত্ত যে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

সংজীব।—"যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্তু স সংজীব ইতি স্মৃতঃ।"

নেপথ্য হইতে যে প্রাণি-প্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব।

অঙ্গরচনা।—"নৈরঙ্গরচনা কার্য্যা নানাবেশপ্রধানতঃ।"

পূর্ব্বোক্ত মাল্যাভরণাদি ও শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্যভাবে যে বিন্যাস করা যায় তাহার নাম অঙ্গরচনা।

রক্ত, পীত, শ্বেত, নীল এই চারি বর্ণই প্রধান। এতৎ-সংযোগে অন্যান্য বিবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইবেক। যথা, শ্বেত ও

নীল যোগ করিলে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে। সংযোগেতে বর্ণের ভাগবিশেষ, বিশেষরূপে লিখিত আছে, তাহার আর প্রকট করিলাম না।

সুখদুঃখাদিজনিত অন্তঃকার্য্যকে সত্ত্ব বলে (মনের বিবিধ বিকার), তৎপ্রযুক্ত ভাবের নাম সাত্ত্বিক ভাব। সেই সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার, ইহা বাহ্য শরীরের ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অভিনয়কার্য্যে প্রকাশ করিতে হয়। 'স্তম্ভ', 'স্বেদ', 'রোমাঞ্চ', 'স্বরভেদ', 'বেপথু', 'বিবর্ণতা', 'অশ্রু', 'প্রলয়,' যথা—

"सुखदुःखजनितो भावो मनसः सत्वमीरितं ।
तत्प्रयुक्तस्य भावस्य सात्त्विकः सोऽपि चाष्टधा ॥
स्तम्भः स्वेदश्च रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः ।
वैवर्ण्यमश्रु प्रलयः—" इत्यादि ।

নর্ত্তকনির্ণয়।

নর্ত্তকগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুসুম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ ও মঙ্গলময় দ্রব্য বিকীর্ণ করিবেক, অনন্তর অনুরূপ তানে কোমল নৃত্য প্রথমে আরম্ভ করিবেক। বিষম ও উদ্ধতবিহীন নৃত্য কোমল নৃত্য।

"प्रविश्य नर्त्तकी रङ्गं विकीर्य्य कुसुमादिकं ।
निःसारकेन तानेन कोमलं नृत्यमाचरेत् ।
तद्विषमोद्धताद्यैस्तुविहीनं कोमलं भवेत् ॥"

সঙ্গীতদামোদর।

রঙ্গপ্রবেশের অনন্তর যে নৃত্য তাহা দুই প্রকার আছে। একের নাম বন্ধনৃত্য, অন্যের নাম অবন্ধ। বন্ধনৃত্যে গতি, নিয়ম এবং চারী প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে, অবন্ধনৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, অনেক জ্ঞাতব্যও আছে। মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, কটি, অঙ্ঘ্রি, স্থানক, চারী, করণ, রেচক,—ইত্যাদি শারীরিক অনেকবিধ ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা ও নটের লক্ষণ, রেখা-লক্ষণ, এবং নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব এবং চিত্রক, লাসক, মুদ্রা, প্রমাণ, সভা, সভাধর্ম্ম, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বশীকরণপ্রকার,—ইত্যাদি অনেকবিধ জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিট্‌ঠল এই সকল ব্যাপার বিস্তার পূর্ব্বক নর্ত্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছেন। ৪র্থ প্রকরণের উত্তরার্দ্ধের প্রতিজ্ঞা শ্লোক এই—

"अथात्रास्मिन् शिरोदृग्भ्रू मुखरागाश्च बाहवः।
हस्तका हस्तकरणा चाला हस्त-प्रचारकाः।
करकर्म्माणि क्षेत्राणि कट्यङ्घ्रि-स्थानकानिच।
चार्य्यश्च भूगता व्योमगताः करणरेचकाः।
लक्षणं नृत्यशालाया नटस्य च सुलक्षणं।
रेखाया लक्षणं पश्चात् लास्याङ्गानिच सौष्ठवं।

গীতকং লাসকং মুদ্রা সভাপস্থ সভাসদঃ।
সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো ছন্দলক্ষণং।
বংশস্য লক্ষণং তস্য পশ্চাদ্রঙ্গপ্রবেশনং।
বিবিধং নর্ত্তনং চাস্মিন্ ব্রূমহে লক্ষণং ক্রমাৎ॥"

পণ্ডিত বিট্ঠল এইগুলিকে অতি বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অভিনয় সম্পর্কীয় যে কিছু বস্তু—তত্তাবৎ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন।

শিরঃ।—"**একোনবিংশধা শিরঃ**" শিরঃ-সম্বন্ধে ১৯ প্রকার ক্রম আছে "**সমং ধুতং বিধুতঞ্চ,**" ইত্যাদি ক্রমে তত্তাবতের নাম ও লক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

দৃষ্টি।—"**অদোষং ভাবসংব্যঞ্জকালোকনং দৃষ্টিরুচ্যতে।**" দোষরহিত রসভাবাদির ব্যঞ্জক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার। রস-দৃষ্টি, স্থায়ি-দৃষ্টি, সঞ্চারী-দৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন ব্যভিচারী-দৃষ্টিও আছে। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেমন কঠিন, তেমন কঠিন আর কিছুই না। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, প্রভৃতি দশ প্রকার রসভাব এই দৃষ্টির দ্বারাই মূর্ত্তিমান্ করিতে হইবে।

যেরূপে বা যে উপায়ে তাহা হয় তাহারও উপদেশ আছে, সে সকল ব্যক্ত করিতে গেলে বড় বাহুল্য হইয়া যায়। ফল, রস-দৃষ্টি আট প্রকার। স্থায়িভাব প্রকাশক দৃষ্টি আট, ব্যভিচারী দৃষ্টি কুড়ি, একুনে ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টি আছে।

"দৃষ্টি-তারানুগামিন্য-স্তারাকর্ম্মপুটাহ্বয়ঃ" ইত্যাদি, তদ্ভিন্ন তারা-কর্ম্ম অর্থাৎ চক্ষের মণিবিকারসাধক ব্যাপারও আছে।

ভ্রূ।—সাত প্রকার ভ্রূ-ভেদ আছে। সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা, ভ্রূকুটী, এই সাত। যথা—

"সহজা রেচিতোৎক্ষিপ্তা কুঞ্চিতা পতিতা তথা।
চতুরা ভ্রূকুটী চেতি বুদ্ধিঃ সা সপ্তধোদিতাঃ॥"

"সহজাত্র স্বভাবস্থা" ইত্যাদিক্রমে ঐ সকলের লক্ষণও উক্ত হইয়াছে।

মুখরাগ।—"যেনাভিব্যজ্যতে চিত্ত-বৃত্তিধীঁঃ রসান্বিতা।
রসাভিব্যক্তিহেতুত্বান্মুখরাগঃ স উচ্যতে॥"

অন্তরস্থ রস (ভাব) যদ্দ্বারা (মুখে) প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ বলে। ইহা চারি প্রকার।

বাহু।—বাহু অর্থাৎ বাহুর গতি ষোল প্রকার। ঊর্দ্ধ, অধোমুখ, তির্য্যক্, অপবিদ্ধ, প্রসারিত, অচিন্ত্য, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, পৃষ্ঠানুগ, আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত, উৎসারিত। যথা—

"ঊর্দ্ধ্বস্থাধোমুখস্তির্য্যগপবিদ্ধঃ প্রসারিতঃ।
অচিন্ত্যো মণ্ডলগতিঃ স্বস্তিকাবেষ্টিতাবপি॥
পৃষ্ঠানুগস্তথাবিদ্ধঃ কুঞ্চিতঃ সরলস্তথা।
নম্র আন্দোলিতঃ পশ্চাদুৎসারিত ইতি ক্রমাৎ॥"

ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও বর্ণিত আছে।

হস্তক।—"নর্ত্তনে রক্তিজনকোঽব্যঙ্গবানর্থবোধকঃ।
যশ্চৈতরাঙ্গুলিন্যাসবিশেষো হস্তকঃ স্মৃতঃ॥"

নৃত্যকালে আনুরক্তিজনক, অব্যঙ্গ অথচ অর্থপ্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস বা বিক্ষেপবিশেষ—তাহার নাম হস্তক। উহা তিন প্রকার। সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। ইহাদের লক্ষণ ও সাধন উক্ত হইয়াছে। পরন্তু কথিত সংযুতহস্তের আবার আটত্রিশ প্রকার ভেদ আছে। অসংযুত ও নৃত্যহস্তেরও বত্রিশ প্রকার ভেদ ও তাহাদের প্রত্যেকের নাম ও শিক্ষা-প্রণালী আছে, যথা—

"পতাকো হংসপক্ষশ্চ গোমুখশ্চতুরস্তথা।
নিকুঞ্চকঃ সর্পশিরাঃ পঞ্চাস্যশ্চার্দ্ধচন্দ্রকঃ॥
চতুর্ম্মুখস্ত্রি-দ্বিমুখৌ সূচ্যাস্যস্তাম্রচূড়কাঃ।
সন্দংশহংসচক্রাখ্যৌ ততঃ স্যাদ্ঘণ্টম্রকঃ॥
খড়্গাস্যো মৃগশীর্ষশ্চ মুকুলঃ পদ্মকোষকঃ।
কূর্ম্মনামাভিধো হস্ত অল পল্লব পল্লবাঃ॥
অলপদ্মাতিঘোরালৌ শুকাস্যশ্চ লতাভিধঃ।" ইত্যাদি।

পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সর্পশিরা, পঞ্চাস্য বা সিংহাস্য, অর্দ্ধচন্দ্রক, চতুর্ম্মুখ, দ্বিমুখ, সুচ্যাস্য, তাম্রচূড়, ইত্যাদি—

চালক।—বংশী বা অন্যবিধ লয়যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্তবিরেচনের নাম চালক।

তলহস্ত বা হস্তপ্রচার।—পার্শ্ব, তির্য্যক্, সম্মুখ প্রভৃতি স্থানবিশেষে যে হস্তান্দোলন—তাহার নাম তলহস্ত।

করকর্ম্ম।—"উত্কর্ষণং বিকর্ষঞ্চ তথা আকর্ষণং পুনঃ।
পরিগ্রহো নিগ্রহশ্চ আহ্বানং রোধনং তথা॥
সংশ্লেষশ্চ বিয়োগশ্চ রক্ষণং মোক্ষণং তথা।
বিক্ষেপে ধুননঞ্চৈব বিসর্জ্জস্তর্জ্জনন্তথা॥
ছেদনং ভেদনঞ্চৈব স্ফোটনং মোটনং তথা।
তাড়নঞ্চেতি হস্তানাং স্ফুটং কর্ম্মাণি বিংশতিঃ॥"

উৎকর্ষণ (উর্দ্ধে), বিকর্ষণ (দূরে), আকর্ষণ (সম্মুখে), পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, রোধন (অবরোধ করার মতন), সংশ্লেষ, বিশ্লেষ (ছাড়াইয়া দেওয়া), রক্ষণ, মোক্ষণ (ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি), বিক্ষেপ, ধুনন (কম্পন), বিসর্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন (ফুটান), মোটন (মট্‌কান), তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

হস্তক্ষেত্র।—"পার্শ্ব দ্বন্দং পুরস্তাচ্চ পশ্চাদূর্দ্ধমধঃশিরঃ।
ললাট কর্ণ স্কন্ধোরু নাভয়ঃ কটি শীর্ষকৌ।
ঊরুদ্বয়ঞ্চ হস্তানাং ক্ষেত্রাণীতি ত্রয়োদশ॥"

পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাৎ, ঊর্দ্ধ, অধ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, উরুদ্বয়,—এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র অর্থাৎ হস্ত-বিন্যাসের প্রধান স্থান।

কটি।—নির্দ্দোষনৃত্যযোগ্যা কৃশা (দেহমধ্যে) কটি ছয় প্রকার। যথা—

"সমাচ্ছিন্না নিবৃত্তাথ রেচিতা কম্পিতা তথা।
উদ্বাহিতাত্র যা প্রোক্তা ষড়্‌বিধা চাথ লক্ষণম্॥"

কৃশা, সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা, উদ্বাহিতা। ইহাদের লক্ষণ ও সাধনপ্রকারও নির্দ্দিষ্ট আছে।

চরণ।—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার যথা,—

"সমোঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রস্তলসঞ্চরঃ।
উদ্ঘট্টিতঃ ঘট্টিতশ্চ ঘট্টিতোৎসেধকস্ততঃ॥
বট্টিতো মর্দ্দিতশ্চাথ পার্ষ্ণিগশ্চাগ্রগস্তথা।
পার্শ্বগশ্চেতি পাদঃ স্যাৎ ত্রয়োদশবিধস্ততঃ॥"

সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদ্ঘট্টিত, ঘট্টিত, ঘট্টিত, উৎসেধক, বট্টিত (বা ক্রোট্টিত), মর্দ্দিত, পার্ষ্ণিগ, অগ্রগ, পার্শ্বগ।

স্থানক।—"সন্নিবেশবিশেষোঽঙ্গে স্থানং————————"

আনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গসন্নিবেশবিশেষের নাম স্থানক। ইহা অসংখ্য প্রকার। তন্মধ্য হইতে নর্ত্তননির্ণয়কার সাতাশটীর লক্ষণ ও সাধনপ্রকার বলিয়াছেন। ঐ সাতাশটীর নাম এই—

সমপাদ, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, মান (বা বর্দ্ধমান), নন্দ্যাবর্ত্ত, মণ্ডল, চতুরস্র, বৈশাখ, আবহিত্থক,

পৃষ্ঠোত্থান, তলোত্থান, অশ্বক্রান্ত, একপাদিক, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, খণ্ডসূচি, সমসূচি, বিষমসূচি, কূর্ম্মাসন, নাগবন্ধ, গারুড়, বৃষভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে যাহাতে পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি, এই কয়েকটি স্থানকে আয়ত্ত করা যায়। উহা আয়ত্ত হইলে তদ্দ্বারা চরণ করার নামও চারী। সঞ্চরণ-বিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারীকরণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম, এই ব্যায়াম পরস্পর ঘটিত অংশবিশেষের নাম খণ্ড। খণ্ডসমূহের নাম মণ্ডল। ফল,

" चारीभिः प्रसृतं नृत्यं चारीभिश्चेष्टितं तथा ।
चारीभिः शस्त्रमोक्षश्च चार्य्यो युद्धेषु कीर्त्तिताः ॥"

চারী (সঞ্চরণবিশেষ) দ্বারা নৃত্য প্রস্তুত হইয়াছে। চারী দ্বারা চেষ্টা সকল সম্পন্ন হইতেছে, চারী দ্বারা শস্ত্রক্ষেপ সাধিত হয় এবং চারী যুদ্ধেরও এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

চারী প্রথমতঃ দ্বিবিধ।

" भौमी चाकाशिका चेति द्विधा चारी प्रकीर्त्तिता ।"

ভৌমী অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধীয়া, আকাশিকা অর্থাৎ আকাশ-সম্বন্ধীয়া। আকাশচারী ও ভৌমী চারী এই উভয়বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার ভেদ আছে। তত্তাবতের নাম, লক্ষণ ও সাধনপ্রকার নর্ত্তকনির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে। নামগুলি এই—

সমপাদা, স্থিতাবর্ত্তা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অধ্যঙ্গিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসন্নিত, মত্তল্লী, মতল্লী, উৎস্যন্দিতা, উড্ডিতা, স্যন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, রথচক্রা, পরীবৃত্তা, নূপুরপাদিকা (বিদ্ধিকা), তির্য্যঙ্মুখা, মরালা, করিহস্তা, কুলীরীকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পার্ষ্ণিরেচিতা, উরুতাড়িতা, উরুবেণী, তলোদ্বৃত্তা, হরিণত্রাসিকা, অর্দ্ধমণ্ডলিকা, তির্য্যক্-কুঞ্চিতা, মদালসা, সঞ্চারিতা, উৎকুঞ্চিতা, স্তম্ভক্রীড়নিকা, লঙ্ঘিতজঙ্ঘা, স্ফুরিতা, আকুঞ্চিতা, সঙ্ঘটিতা, খুন্না, স্বস্তিকা, তলদর্শিনী, পুরাদ্যর্দ্ধপুরাটী, সারিকা, স্ফুরিকা, নিকুট্টা, কলিতা, আক্ষেপা, অর্দ্ধস্খলিতিকা, সমস্খলিতিকা, সৌথ্যা (এইগুলি ভৌমীচারীর জাতি) অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগ-প্লুতা, ঊর্দ্ধজানু, রঞ্জিতা, সূচিবিদ্ধা, নূপুরপাদা, দোলপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গত্রাসিতা, ক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তিকা, আতপ্তা, পুরক্ষেপা, বিক্ষেপা, অপক্ষেপা, ডমরা, জঙ্ঘালম্বনিকা, অঙ্ঘ্রিতাড়িতা, লগ্নিকা, জঙ্ঘাবর্ত্তা, আবেষ্টনা, উদ্বেষ্টনা, উৎক্ষেপা, পদোৎক্ষেপা, সূচিবিদ্ধা, প্রবৃত্তিকা উন্নোলা, এই একত্রিশ আকাশচারীর জাতি।

করণ।—"হস্তপাদসমাযোগঃ করণং নর্ত্তনস্য চ।"

নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বা হস্ত পদে সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ অনন্ত প্রকার হইতে পারে, তন্মধ্যে কতকগুলির নিয়ম "নর্ত্তকনির্ণয়ে" উক্ত হইয়াছে।

লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্জনিত, পুষ্পপুট, পার্শ্ব, জানু, উর্দ্ধজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, চন্দ্রাবর্ত্তক, স্তম্ভিত, ললাটতিলক, নামলতা, বৃশ্চিক, (১৬) এই ষোলটির লক্ষণাদি বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

রেচক।—রেচক ৪ প্রকার—

"পাদয়োঃ করয়োঃ কট্যাঃ গ্রীবায়াশ্চ ভবন্তি তে।"

পাদরেচক, হস্তরেচক, কটীরেচক, গ্রীবারেচক। ইহাদের লক্ষণাদি তাবৎ উক্ত হইয়াছে।

অতঃপর প্রতিজ্ঞাত নৃত্যবস্তুর মধ্যে নৃত্যশালা, নটের লক্ষণ, রেখালক্ষণ, লাস্যাঙ্গ, সৌষ্ঠব, চিত্রকর্ম্ম, মুদ্রা, লাসক, প্রমাণ, সভা, সভাপতি, সভাসন্নিবেশ, বৃন্দলক্ষণ, বংশলক্ষণ, রঙ্গপ্রবেশ,—এইগুলিকে পরিত্যাগ করা গেল, কারণ এসকলের উপযোগ নাই।

উক্ত পদার্থের আবাপ, উদ্বাপ, সংযোগ, বিয়োগ বশতঃ বহুবিধ নৃত্য জন্মিতে পারে, এবং জন্মিয়াও থাকে। নৃত্য আর কিছুই নয়, কথিত নিয়ম আয়ত্ত করিয়া, তাল লয় সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ করে। যদ্যপি স্বতন্ত্র নৃত্যের বিষয় বলিবার আবশ্যক নাই, তথাপি ২।১টী স্বতন্ত্র লিখিলাম। নৃত্য দ্বিবিধ—বন্ধ নৃত্য ও অনিবন্ধ নৃত্য।

"কার্য্যং তল্ল দ্বিধা নৃত্যং বন্ধকং চানিবন্ধকম্।
গত্যাদি নিয়মৈর্য্যুক্তং বন্ধকং নৃত্যমুচ্যতে।
অনিবন্ধস্তু অনিয়মাৎ—" ইত্যাদি।

গত্যাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য তাহার নাম বন্ধনৃত্য, আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল তাল-লয়সংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবন্ধ নৃত্য।

নৃত্যের নাম—কমলবর্ত্তনিকা নৃত্য, মকরবর্ত্তনিকা ও মায়ূরি নৃত্য, ভানবী নৃত্য, মৈনী নৃত্য, মৃগী নৃত্য, হংসী নৃত্য, কুক্কুটী নৃত্য, রঞ্জনী নৃত্য, গজগামিনী নৃত্য, মুখচালী নৃত্য, নেরি নৃত্য, করণনেরি নৃত্য, মিত্র নৃত্য, চিত্র নৃত্য, নেত্র নৃত্য, অদৃষ্টোল্ল নৃত্য, কুবাড় নৃত্য, চক্রবন্ধ নৃত্য, নাগবন্ধ নৃত্য, বৃত্তলতিকা নৃত্য, সালুক নৃত্য, সুন্ন নৃত্য, রূপক নৃত্য, উপরূপ নৃত্য, রবিচক্র নৃত্য, পদ্মবন্ধ নৃত্য, ইত্যাদি বহু শ্রেণীর নৃত্য আছে।

নেরীজাতীয় শুদ্ধনেরি নৃত্য—

"चतुरस्रे स्थितिर्यत्र रासतालस्थिरोलयः ।
रथचक्रैकपाटेन परेण च यथोचितम् ।
गतिः पताकहस्तस्य प्रत्याधं तलसञ्चरः ।
नोरिवत् गतिसञ्चारः क्रमात् सव्यापसव्ययोः ।
रेखासौष्ठवसम्पन्नः सशुद्धो नेरिरुच्यते ।
उपायैश्चापि सर्व्वैस्तु विना हष्टक पृष्टकम् ।
बाह्य भ्रमरिकां बद्धा मुक्तिः स्याच्चतुरस्रके ॥"

পূর্ব্বোক্ত চতুরস্রে স্থিতি করতঃ রাস নামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অনুগত হইয়া নেরি নৃত্য আরম্ভ করিবেক। তৎপরে রথ চক্র পাট (পূর্ব্বে উক্ত আছে) তৎপরে যথাযোগ্য

গতি অবলম্বন করিবেক। প্রতিদিকে পতাকহস্ত হইয়া তল-সঞ্চর অবলম্বন করিবেক। বাম ও দক্ষিণভাগে নীরি (গুচ্ছাগতি) প্রকাশ করিবেক। ইহাতে রেখা ও সৌষ্ঠব সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পৃষ্ট ব্যতীত অন্য যে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহু ভ্রমরিকা বন্ধনপূর্ব্বক চতুরস্রে মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপ্তি করিবেক।

চক্রবন্ধ নৃত্য,—

"কাশ্চিত্তালানুপক্রম্য প্রযোগে বহুশো দ্রুতান্।
सङ्कीर्णानेकगतिभिः प्रवृत्तं सुमनोहरम् ॥
कुवाड़ाख्यस्य तद्गेयं तालरूपविचक्षणैः ।
हस्तबाह्वङ्घ्रिभिः सव्यै र्वामपद्मान्तहस्तकैः ॥
षड्भिरङ्गैस्तलुभि र्वा तालैस्तत्सम्मिताङ्गकैः ।
समानमात्रतान्तैश्च द्रुतलघ्वादिदो यदि ।
पूर्व्वपूर्व्वं परित्यज्य त्वग्रिमाग्रिमसाश्रितैः ।
एतदेवान्यतालेन नृत्यं कुर्य्यान्नटाग्रणीः ।
चक्रबन्धं तदाख्यातं नृत्यविद्याविशारदैः ॥"

যে কোন তালে আরম্ভ—আরম্ভের পর দ্রুত তালই অধিক সঙ্কীর্ণ, এবং অনেকবিধ গতিদ্বারা প্রবর্ত্ত করা—কুবাড় নামক গীতজাতির গীত সংযুক্ত করা—এবং ঐ জাতীয় তাল যোজনা করা—হস্ত, বাহু, বামপদ, প্রভৃতি ছয় অঙ্গ তৎপরিমিত তাল-দ্বারা মিলিত করিয়া ল-অন্ততাল যদি সমান মাত্রায় গৃহীত হয়,

আর দ্রুত এবং লঘু দ-দ্বয় যদি তাহাতে থাকে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রার পরিত্যাগ করা, ক্রমে অগ্রিমে আরোহণ করা—এতদ্ভিন্ন অন্য কোন তালে এ নৃত্য করিবে না—এইরূপ নৃত্য চক্রবন্ধ নামে খ্যাত। ইত্যাদি।

সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী নৃত্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল, এক্ষণে এতদ্দেশে সঙ্গীত শাস্ত্রানুযায়ী কোন প্রকার নৃত্য প্রচলিত নাই, যে সকল নৃত্য প্রচলিত আছে তাহা সমস্তই আধুনিক। সুতরাং তদ্বর্ণন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

সাহসাঙ্ক চরিত।

The aspiring soul, in thoughts celestial woven,
Dallies in bygone dreams, the dim foretaste of heaven.

THE BHILSA TOPES.

সাহসাঙ্ক চরিত।

সংস্কৃত ভাষায় দুই খানি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্ক নৃপতির জীবনবৃত্তান্তঘটিত গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খানি "সাহসাঙ্ক-চরিত" ও অপর এক খানি "নবসাহসাঙ্ক-চরিত" নামে খ্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক-চরিতের রচয়িতা। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; কিন্তু "বিশ্ব-প্রকাশ" নিঘণ্টুর প্রারম্ভে মহেশ্বর অন্যান্য কোষ-কারের বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাঙ্কের চিকিৎসক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের বংশধর, এবং তাঁহার পরিচয় অনুসারে তিনি ১০৩৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ উইল্‌সন সাহেব যে তাঁহার ১১১১ খৃষ্টাব্দ সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে না। বিশ্ব-কোষের ৯ এবং ১০ শ্লোকে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌত্র। সাহসাঙ্কের অপর এক নাম বিক্রমাদিত্য, তিনি-মহেশ্বরের মতে গাধিপুরাধিপতি। কেহ কেহ গাধিপুর গাজি-পুরের সংস্কৃত নাম মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সেটী তাঁহাদিগের

ভ্রম। উহা কান্যকুব্জের অপর নাম মাত্র।* উইল্‌সন সাহেব বলেন যে হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির "নানার্থভাগ বিশ্ব-কোষ" হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু এ কথায় আমরা অনুমোদন করি না। সে যাহা হউক, বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত-পরিপোষক কবির জীবনবৃত্তসম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থপ্রণয়নের অবতরণিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

श्रीसाहसाङ्कनृपतेरनवद्यविद्य-
वैद्योत्तरङ्ग पदपङ्कतिमेव विभ्रत्।
यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा
सद्व्याख्यया चरकतन्त्रमलंचकार। ५।
आसीदसीमवसुधाधिपवन्दनीये
तस्यान्वये सकलवैद्यकुलावतंसः।
शक्रस्य दस्र इव गाधिपुराधिपस्य
श्रीकृष्ण इत्यमलकीर्त्ति-लता-वितानः। ६।
संकल्प संमिलदनल्पविकल्पजल्प
कल्पानला-कुलितवादिसहस्रसिन्धुः।
तर्केष्वयत्रिनयनस्तनयस्तदीयो
दामोदरः समभवद्भिषजां वरेण्यः॥ ७॥

---

* প্রসিদ্ধ কোষকার হেমচন্দ্র "কান্যকুব্জং গাধিপুরং" ইত্যাদি ক্রমে কান্যকুব্জ নগরের পর্য্যায়ে 'গাধিপুর' শব্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য কোষ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থেও কথিত আছে।

तस्याभवत् सूनुरुदारवाचो
वाचस्पतिः श्रीललनाविलासी ।
सद्वैद्यविद्यानलिनीदिनेशः
कृष्णस्ततः सत्कुमुदाकरेन्दुः ॥ ८ ॥

यस्यात्मजः सकलवैद्यकतन्त्ररत्न
रत्नाकरश्रियमवाप्य च केशवोऽभूत् ।
कीर्त्तिर्निकेतनमनिन्द्यपदप्रमाण
वाक्यप्रपञ्चरचनाचतुराननश्रीः ॥ ९ ॥

कृष्णस्य तस्य च सुतः स्मितपुण्डरीक
दण्डातपत्रपरभागयशः पताकः ।
श्रीब्रह्मवृत्यविकलात्मसुखारविन्द
सोल्लास भासित रसार्द्र सरस्वतीकः ॥ १० ॥

तस्यात्मजः सरसकैरवकान्तकीर्त्तिः
श्रीमन्महेश्वर इति प्रथितः कवीन्द्रः ।
अशेष वाङ्मयमहार्णव पारदृश्वा
शब्दागमाम्बुरुहषण्डरविर्बभूव ॥ ११ ॥

यः साहसाङ्कचरितादि महाप्रबन्ध
निर्म्माणनैपुण्य गुणगौरवश्रीः ।
यो वैद्यकत्रयसरोजसरोजबन्धुः
बन्धुः सतां च कवि-कैरवकाननेन्दुः ॥ १२ ॥

सेयं कृतिस्तस्य महेश्वरस्य
वैदग्ध्यसिन्धोः पुरुषोत्तमानां।
देदीप्यतां हृत्कमलेषु नित्य
माकल्पमाकल्पित कौस्तुभश्रीः॥ १३॥

लब्धैः कथञ्चिदभिजातसुवर्णकार
लीलेन कोषशतवारिधि शब्दरत्नैः।
विश्वप्रकाश इति काञ्चन बन्धुशोभां
बिभ्रन्मयात्र घटितो मुखखण्ड एषः॥ १४॥

फणीश्वरोदीरितशब्दकोष
रत्नाकरालोड़नलालितानां।
सेव्यः कथं नैष सुवर्णशैलो
विश्वप्रकाशो विबुधाधिपानां॥ १५॥

भोगीन्द्र कात्यायन साहसाङ्क
वाचस्पति व्याड़िपुरःसराणाम्।
सविश्वरूपामरमङ्गलानां
शुभाङ्क वोपालित भागुरीणां॥ १६॥

कोषावकाश प्रकट प्रभाव
संभावितानघेशुणः स एषः।
संपादयिष्यति वाञ्छितार्थान्
कथं न चिन्तामणितां कवीनां॥ १७॥

आसिन्धु शैलचरमाचल मेखलाद्रि
कैलासभूमिवलयाद्यदिहास्ति किञ्चित् ।
एकत्र संभृतमगोचरशब्दरत्न
मालोक्यतां तदखिलं सुधियः कवीन्द्राः ॥ १८॥
ইত্যাদি।

অর্থাৎ যিনি সাহসাঙ্ক নৃপতির নিকট বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর চরিত্রে অবস্থান করত সদ্ব্যাখ্যার দ্বারা চরক শাস্ত্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহার নাম হরিচন্দ্র। (হরিচন্দ্র-কৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না।) এই হরিচন্দ্রের বংশে বহুল বসুধাপতি মান্য, বৈদ্যকুলোদ্ভব, নির্ম্মলকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণনামা ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও ইন্দ্রের অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য ছিলেন। (৫,৬) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্‌গণের পূজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মানসিক শক্তিসমুদ্ভূত বহুবিধ জল্পরূপ অনলে বাদিরূপ সমুদ্র পরিতপ্ত হইয়াছিল। এবং ত্রিবিধ তর্কশাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন। (৭) ইহাঁর পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি স্ত্রী-বিলাসী ছিলেন, এবং বৈদ্য-বিদ্যারূপ পদ্মকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনরূপ কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন (৮) ইহাঁর ভ্রাতৃপুত্র কেশব। কেশবও বৈদ্যক শাস্ত্রে পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনাবিষয়ে সুচতুর

ছিলেন (৯) তাদৃশ কৃষ্ণের পুত্র শ্রীব্রহ্ম। ইনিও সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন (১০) এই শ্রীব্রহ্মের আত্মজ মহেশ্বর। ইনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কীর্ত্তিলাভ করেন, এবং ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ, বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী, শব্দশাস্ত্ররূপ পদ্মবনের সূর্য্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১১) ইনি সাহসাঙ্ক চরিত প্রভৃতি মহাপ্রবন্ধ নির্ম্মাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণগৌরবে শ্রীসম্পন্ন, বৈদ্যক শাস্ত্ররূপ পদ্মের সূর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি, এবং কবিত্বরূপ কৈরব (নাইল্ ফুল) বনের চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া প্রথিত (১২) এতাদৃশ মহেশ্বরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুষদিগের হৃদয়ে আকল্প নিত্য নিত্য শ্রীপুরুষোত্তমের কৌস্তুভ ধারণের শোভালাভ করুক (১৩। ১৪) ফণিপতিকর্তৃক উদীরিত "শব্দকোষসমুদ্র" আলোড়ন করিতে করিতে যাঁহারা লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কেন না এই সুবর্ণসুমেরুতুল্য "বিশ্বপ্রকাশ" সমাদৃত হইবে? (১৫)।

ভোগীন্দ্র অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাঙ্ক,* বাচস্পতি, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, অমর, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী,

---

* সাহসাঙ্ককৃত শব্দগ্রন্থ যাহা আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই নাই, কিন্তু শব্দশাস্ত্রের টীকাকারেরা স্থানে স্থানে "ইতি সাহসাঙ্ক দেবঃ" এই বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "দেবঃ" এই বিশেষণের দ্বারা বোধ হয় যে, সাহসাঙ্ক ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিলেন।

এবং-আদি কবিগণ কি কাঞ্চন শৈলের সেবায় পরাঙ্মুখ হন? দেবতারাও কি সেই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুর) সেবা করেন না?—ইত্যাদি ইত্যাদি—(১৬। ১৭। ১৮)।
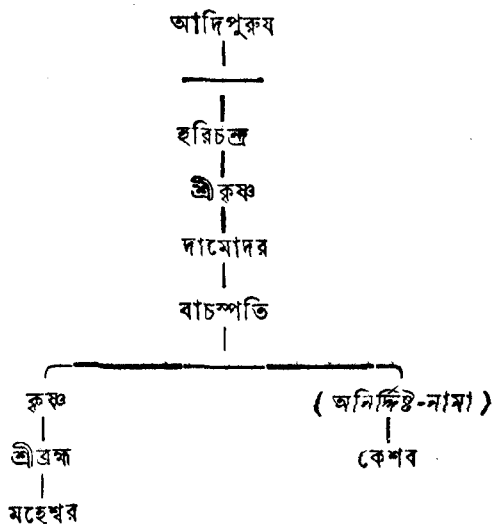
অপিচ, রায় মুকুটমণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ কলিগতাব্দে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং মেদিনীকার তাঁহার পরে স্বীয় কোষ রচনা করিয়াছেন, ইহাঁরা উভয়েই বিশ্বপ্রকাশের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী,—

"হারাবল্যভিধাং লিঙ্কাবণ্ডমেতস্য রত্নমালস্য ।
অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশকোষস্য সুবিচার্য্য ॥"

ইত্যাদি—

কোলাচল মল্লিনাথ সূরি বিশ্বকোষের প্রমাণ স্বীয় টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। রায় মুকুট, মেদিনীকার, এবং হেমাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্য্যের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। মহেশ্বরের সাহসাঙ্ক চরিত রচনার পরে নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ নবসাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে রাজশেখরের প্রবন্ধচিন্তামণির প্রমাণানুসারে শ্রীহর্ষদেব ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়ন্ত চন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। এই প্রমাণ বিদ্বৎশার্দ্দূল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা রাজশেখরের শ্রীহর্ষ-প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি। পুনরায় রাজশেখর সূরি হরিহর প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষের বংশধর। তিনি শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত প্রথম প্রচারিত খণ্ড ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোলকার রাণা বিরাধ বলের মন্ত্রী বস্তুপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহ-সাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে "নব" শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নূতন রাজা সাহসাঙ্কের চরিতবর্ণনা করিয়াছেন সুতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্ নৃপতির চরিত্র-

বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ; এজন্য ইহার নাম নবসাহসাঙ্কচরিত রাখা হইয়াছিল যথা—

द्वाविंशो नवसाहसाङ्कचरिते चम्पूकृतोयं महा

काव्ये तस्य कृतौ नलीयचरिते सर्गो निसर्गोज्ज्वलः ॥

ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

नवो यः साहसाङ्कनामा राजा तस्य चरिते विषये चम्पूं गद्यपद्य-मयीं कथां करोतीति कृत् तस्य विनिर्म्मितवतः सोपि ग्रन्थस्तेन कृत इति सूच्यते।

অর্থাৎ—

যিনি অভিনব সাহসাঙ্ক রাজার চরিত্র লইয়া চম্পূ অর্থাৎ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্ত্তৃক সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্থলে এই অর্থের সূচনা করিলেন যে, নবসাহসাঙ্কচরিতগ্রন্থও তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত।

এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসাঙ্ক নৃপতির চরিত্রবর্ণন গ্রন্থ; এজন্য শ্রীহর্ষ উহার নাম "নব-সাহসাঙ্কচরিত" রাখিয়াছিলেন।

বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

What are aeligions? Moral legislations, and as such, worthy of all respect.

LOUIS VIARDOT.

বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন।

কুশী নগরের* সন্নিকটস্থ "পাওয়া" গ্রামের কানন মধ্যে শাক্যসিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যুযন্ত্রণার লক্ষণ কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুর্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর—দৃশ্যটী দেখিলে বোধ হয়, যেন দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। কানন নিস্তব্ধ, চরাচর নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিক্ গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন "ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদিগের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে, তবে তাহা এই সময় ভঞ্জন করিয়া লও।" ভগবান্ বারত্রয় এই কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই তাহার প্রত্যুত্তর করিল না, ভিক্ষুবৃন্দ নিস্তব্ধে উপবেশন করিয়া রহিলেন। বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে ভিক্ষুবৃন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার উপদেশ দিতেছি যে, পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ব্বাণকামনায় জীবনক্ষেপ

---

* এই নগর গোরক্ষপুরের সন্নিকট ছিল।

কর।" তিনি এই শেষ বাক্য বলিয়া ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ভগবানের মৃত্যুর পর আর্হতগণ কহিলেন, বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদা নাগসেন সগলাধিপতি মহারাজ মিলিন্দকে* কহিলেন, "বহুগুণসম্পন্ন ভগবান্ জীবিত আছেন।" তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তবে তিনি কোথায়?" আচার্য্য নাগসেন কহিলেন, "ভগবান্ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর জন্মগ্রহণ করিয়া ভবযন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে না। তিনি এখানে, সেখানে বা অন্য কোন স্থানেই বর্ত্তমান নাই। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে আছে বলা যাইতে পারে? আমাদিগের ভগবান্ সেইরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চিরকালের জন্য অস্তগত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। তিনি আর কোন স্থলেই বর্ত্তমান নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান আছেন এবং তাঁহার সেই প্রদর্শিত ধর্ম্ম মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেন।" আমরা এক্ষণে বুদ্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্ম্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহাতে বৌদ্ধ-

---

* ইনি যোন বা যবনরাজ মিলিন্দ (Bactrian King Menander) ভারতবর্ষীয় কোন কোন স্থলে ইনি খ্রীষ্ট জন্মের ২০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য করিয়াছিলেন। দেবামামন্ত্রিও (Demetrius) ইহাঁর পারিষদ ছিলেন। মিলিন্দের সহিত নাগসেনের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর পালি-ভাষায় "মিলিন্দপঞ্হে" লিখিত আছে।

ধর্ম্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় আমাদিগের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

ভগবান্ শাক্যসিংহের প্রধান বিহারস্থান শ্রাবস্তী * তথা হইতে তিনি সকল লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজন্য উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই স্থলেই সকল লোক তাঁহার উপদেশকদম্ব শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি দেবতারাও তাঁহার ধর্ম্মঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ উক্তির দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন—

"উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করঃ।
"অন্ধীভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণাঞ্জহঃ।

* মহাভারতে লিখিত আছে 'শ্রাবস্তী' ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা-দিগের রাজধানী মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে অধস্তন অষ্টমপুরুষ শ্রাবস্তক উহার নির্ম্মাতা। যথা, মনু—ইক্ষ্বাকু—নাশক—ককুৎস্থ—অনেনাঃ—পৃথু—বিশ্বগশ্ব—অদ্রি—যুবনাশ্ব—শ্রাব—শ্রাবস্তক। এই শ্রাবস্তক রাজা উহা স্বনামে বিখ্যাত করিয়া দক্ষিণ দিকে স্থাপন করেন।

"অদ্রেশ্চ যুবনাশ্বস্তু শ্রাবস্তস্যাত্মজোঽভবৎ।
তস্য শ্রাবস্তকো জ্ঞেয়ঃ শ্রাবস্তী যেন নির্ম্মিতা॥"
(বনপর্ব্ব।)

মহাভারতে এইরূপ শ্রাবস্তীর উল্লেখসত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কনিঙ্‌হাম সাহেব, ইহা প্রাচীন অযোধ্যা (কোশল) প্রদেশের রাজধানী স্থির করিয়াছেন। ইহার আধুনিক নাম 'সাহেৎ মাহেৎ'। পালিভাষায় শ্রাবস্তীর নাম স্বাতিপুর।

" भगवान् जितसंग्रामः पुण्यैः पूर्णमनोरथः।
" सम्पूर्णैः शुक्लधर्म्मैश्च जगन्ति तर्पयिष्यसि।
" चिरम् सुप्तमिमं लोकं तमःस्कन्दावगुण्ठितं।
" भवान् प्रज्ञा प्रदीपेन समर्थः प्रतिवोधितुं।
" चिरातुरे जीवलोके क्लेशव्याधिप्रपीड़िते।
" वैद्यराट् त्वं समुत्पन्नः सर्व्वव्याधिप्रमोचकः।
" भविष्यन्त्यचलाः शून्यास्त्वयि नाथे समुद्गते।
" मनुष्याश्चैव देवाश्च भविष्यन्ति सुखान्विता।
" परिहुताश्चाप्यरोगाश्च धर्म्मं श्रोष्यन्ति येपि ते।"

ইত্যাদি।

অর্থাৎ "আপনি লোকভাস্কর, লোকনাথ এবং অন্ধীভূত লোক সকলের চক্ষুর্দাতা হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, কামজয়ী, পূর্ণ-মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুক্লধর্ম্মের* দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন। জগৎ বহুকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞাননিদ্রায় অভিভূত আছে, তম অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছে—আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ। এই জীবলোক ক্লেশব্যাধিতে

* শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ অহিংসাধর্ম্ম। অহিংসাধর্ম্মের শুক্লসংজ্ঞা বৌদ্ধ-ভাষার অন্তর্গত নহে। ইহা সংস্কৃত ভাষার অন্তর্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয়া প্রথমতঃ ব্যাস, তৎপরে পতঞ্জলি, ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রপীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্যরাজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার দ্বারাই এই জীবলোকের সকল পীড়ার অন্ত হইবে। এই জীবলোক এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা সচক্ষু হইবে, কি দেব, কি মনুষ্য, সকলেই সুখী হইবে, যাহারা আপনার এই ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করে, তাহারা পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়।" ইত্যাদি।

একদা ধ্যাননিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হায় কি কষ্ট! এই জীবলোক কেবল কষ্টময়! জন্মিতেছে—বাঁচিতেছে—মরিতেছে—চ্যুত হইতেছে! লোক সকল এই মহাদুঃখস্কন্দের মধ্য হইতে নিঃসৃত হইতে জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে। এইরূপ গভীর চিন্তার পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন, "কি হেতু জরামরণ হয়?"

"**জরামরণং কিং মূলকং?**"

এই প্রশ্নোদয়ের পরক্ষণেই উদয় হইল "**জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং।**" জাতিপ্রত্যয় জরামরণের কারণ।

"**কিং মূলকং জাতিঃ?**" জাতির মূল কি?

"**জাতির্ভবতি ভবপ্রত্যয়া।**" ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল। এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, (অর্থাৎ পৃথিবীধাত্বাদি) উপাদানের মূল তৃষ্ণা, তৃষ্ণার মূল বেদনা, বেদনার মূল স্পর্শ,

স্পর্শের বীজ ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের বীজ নামরূপ, নামরূপের বীজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানোৎপত্তির বীজ সংস্কার, সংস্কারের বীজ অবিদ্যা*। দুঃখস্কন্দের এই হেতু-ভাব অবগত হইয়া বোধিসত্ত্ব, ঐ হেতু-ভাবের উচ্ছেদচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল যে—

"अविद्यायामसत्यां संस्कारा न भवन्ति अविद्यानिरोधात् संस्कार-निरोधः। संस्कारनिरोधाद्विज्ञाननिरोधः। यावज्जातिनिरोधाज्जरा-मरण-शोक-परिदेवन-दुःखदौर्म्मनस्योपायासा निरुध्यन्ते। एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवतीति। इतिहि भिक्षवो बोधिसत्त्वस्य पूर्व्वमश्रुतेषु धर्म्मेषु योऽनिशं मनसिकाराद्बहुलीकाराज्-ज्ञानमुदपादि चक्षुरुदपादि—विद्योदपादि भूरिरुदपादि—मेधोदपादि प्रज्ञोदपादि आलोकः प्रादुर्बभूव।"

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয় সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়; এইরূপে ক্রমে সমস্ত দুঃখস্কন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অতএব দুঃখ-

---

* পালিভাষার দ্বাদশ নিদানের মতও এইরূপ যথা, "অবিজ্জা, পচ্চযেয় সঙ্খার, সঙ্খার পচ্চযেয় বিন্নানম্, বিন্নানপচ্চযেয় নামরূপম্ নামরূপপচ্চযেয় ষড়ায়তনম, ষড়ায়তন পচ্চযেয় ফাসসো, ফাসসপচ্চযেয় বেদনা, বেদনা পচ্চযেয় তণ্হা, তণ্হা পচ্চযেয় উপাদানম্ উপাদান পচ্চযেয় ভাবো, ভাবপচ্চযেয় জাতি, জাতিপচ্চযেয় জরামরণম্ শোকা পরিদেব দুঃখম্" ইত্যাদি।

নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায়। শাক্যসিংহ এইরূপ চিন্তার চরম ফল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি "জরামরণ-বিঘাতী ভিষগ্বর" বলিয়া খ্যাত হইলেন।

লোকে প্রবাদ আছে যে, বুদ্ধদেব বেদ নিন্দা করিয়াছিলেন, তদনুসারে এক্ষণকার বৌদ্ধেরা বেদকে ভণ্ডনির্ম্মিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু বুদ্ধদেব যে একেবারে সমূলে বেদের উচ্ছেদ-চেষ্টা করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। ফল, বেদের অভ্রান্তত্ব স্বীকার তিনি করিতেন না, ইহা বিশ্বাস হয়। তিনি অহিংসাধর্ম্মের উপদেশক সুতরাং হিংসাঘটিত বৈদিককার্য্য তাহার মতের বাহির। তিনি সংসারত্যাগের পরিপোষক ও উপযোগী চিত্তনৈর্ম্মল্যকারক ধর্ম্মের পক্ষপাতী, সুতরাং তদ্বিরোধী বৈদিক-ধর্ম্মও তাঁহার মতের বাহির। অতএব, যে সকল বৈদিক কর্ম্ম, তাঁহার মতের অনুকুল তাহা তাঁহার মতস্থ বলিয়া অনুমিত হয়। অস্মদ্দেশীয় জয়দেব কবি এইজন্যই বুদ্ধমূর্ত্তির স্তোত্রে বলিয়াছেন,—

"**নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।**
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্॥"

যে সকল শ্রুতিতে পশুঘাতঘটিত যজ্ঞবিধি আছে, তুমি সেই সকল শ্রুতিকে নিন্দা করিয়াছ। এতাবতা সকল শ্রুতিকে নিন্দা কর নাই, ইহাও ব্যক্ত করা হইল।

যে সকল যজ্ঞে হিংসাদি দোষ নাই, সে সকল যজ্ঞ করিতে তাঁহার নিষেধ ছিল না, কেননা তিনি স্বয়ং তাদৃশ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ; ইহা শাক্যদেবের জীবনীতেও পাওয়া যায়। যথা—

“ आत्मपरहितप्रतिपन्नोऽनुत्तर प्रति
पत्तिशूरो लोकस्यार्थकामो हितकामः
सुखकामो योगक्षेमकामो लोकानु
कम्पको हितैषी मैत्री विहारी महा
कारुणिकः संग्रहवस्तुकुशलः सतत शमितो
ऽपरिच्छिन्नमानसः सत्वपरिपाक
विनयकुशलः सर्व्वसत्त्वेष्वेकपुत्रक
प्रेमानुगतमनसिकारः सर्व्ववस्तुनिर
पेक्षपरित्यागी दाने संविभागरतः
सततपाणित्यागशूरो यष्टयज्ञः—” इत्यादि ——

ললিত বিস্তরের এই প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, তিনি অহিংসাঘটিত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ছিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যে দিন গৃহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হন, সেই দিন রাত্রে তাঁহার দৈববাণী হইয়াছিল। তাহা এই—

“ अयमद्य कालसमयो निष्क्रमीति मति विचिन्त्ये हि।”

হে পুরুষ সিংহ! তোমার এই কাল নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, অতএব নিষ্ক্রমণ বুদ্ধিকে চিন্তা কর।

"নহি বদ্ধ মোচায়াতী ন বান্ধপুরুষো দর্শয়তি মার্গ।
মুক্তস্তু মোচায়াতী সচক্ষুরন্ধান্ দর্শয়তি মার্গম্॥"

"যে সত্ত্ব কামদাসী গৃহধনপুত্রভার্য্যপরিবৃত্তা তে তুভ্য শিক্ষমানা নৈষ্ক্রম্যমতী স্পৃহাকুর্য্যুঃ।"

বদ্ধ ব্যক্তি অন্য বদ্ধকে মুক্ত করিতে পারে না। যেমন অন্ধ পুরুষ পথ প্রদর্শন করিতে পারে না। যে স্বয়ং মুক্ত, সেই ব্যক্তিই অন্যকে মুক্ত করিতে পারে। যেমন সচক্ষু ব্যক্তি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে।

অতএব যে সকল প্রাণী কামদাস, গৃহ, ধন, পুত্র ও ভার্য্যাদিতে পরিবৃত আছে, তাহারা তোমা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া নিষ্ক্রমণের নিমিত্ত মতি করুক।

ঋষিদিগের মতে মুক্তি, আর বৌদ্ধদিগের মতে প্রজ্ঞাপারমিতা, প্রায় তুল্যার্থ। উপায়ও প্রায় একবিধ। যথা—

"উদারচ্ছন্দেন চাশয়ে নাধ্যাসয়েন করুণায় য
প্রাথিষ্টন্ পাদ্যতে।
চিত্তবরাঘ বোধায় শব্দেচ রূপ হরিয়ে ভি নিশ্বরী॥"

"শ্রদ্ধা প্রসাদোহধিমুক্তি গৌরবং নির্ম্মাণতা
ঔনমনা গুরুণাং।
পরিপৃচ্ছতা কিং কুশলং গবেষণা
অনুস্মৃতী ভাবনুশব্দ নিশ্বরী॥"

" দানে দমে সংযমশীল শব্দঃ ক্ষান্ত্যশ্চ

শব্দ স্তথবীর্য্য শব্দো ধ্যানাভিনির্হার

সমাধি শব্দঃ প্রজ্ঞা উপায়স্য চ শব্দনিশ্চরী।"

" মৈত্রায় শব্দঃ করুণায় শব্দো মুদিতা

উপেক্ষণায় অভিজ্ঞ শব্দঃ।

চতুঃসঙ্গ্রহ বস্তু বিনিশ্চয়েন সত্ত্বানুপরিপাচন শব্দ নিশ্চরী।"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, করুণা, চিত্তৈকাগ্রতা, শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা, গৌরবত্যাগ, নির্ম্মলতা, গুরুর নিকট নতিশীলতা, কুশলান্বেবিত্ব, অনুস্মরণ, দান, দম, ক্ষান্তি, উৎসাহ, ধ্যান, সমাধি, এই সকল প্রজ্ঞালাভের উপায়। এতৎসাধনজন্য প্রজ্ঞার পারে অর্থাৎ অনন্তর নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণমুক্তি বৌদ্ধদিগের যেমন, ঋষিদিগেরও সেইরূপ।

শাক্যসিংহ বুদ্ধধর্ম্মকে অভিমুখ করিয়াছিলেন, প্রণিধানের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, প্রাণীর প্রতি মহাকরুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রাণিগণের মুক্তিপথ চিন্তা করিয়াছিলেন, সর্ব্ব-সম্পদ্‌কে বিপত্তি পর্য্যবসানা দৃষ্ট করিয়াছিলেন, সংসারকে অনেক উপদ্রব ও ভয়সঙ্কুল দেখিতেন, কাম এবং কলিপাশ ছেদন করিয়াছিলেন, সংসারবন্ধন হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং নির্ব্বাণে চিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাস সকল বৌদ্ধদিগের আছে, এবং তাহাদের গ্রন্থেও এইরূপ লিখিত আছে।

"बुद्धधर्म्मास्वामुखी कारातिस्म—प्रणिधान
बलं चाभि निर्हरतिस्म—सत्वेषु च
महाकरुणां अवक्रामतिस्म—सत्वप्रमोक्षं
चिन्तयतिस्म सर्व्वसम्पदो विपत्ति चाप्ता
माना इति प्रत्यवेक्षते स्म—अनेकोप
द्रवभयवङ्कलञ्च संसारमेपपरीक्षते स्म—
मारकलिपपाशांश्च सञ्छिन्नत्ति स्म—
संसार प्रवन्धाच्चात्मान मुच्चालयति स्म—
निर्व्वाणेच चित्तं सम्प्रेचयति स्म—" इत्यादि———

ভারতবর্ষীয় আর্য্য দার্শনিকদিগের মধ্যে যেমন জগতের মূলতত্ত্ব কোন মতে পঁচিশ, কোন মতে ষোল, কোন মতে সাত,—তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের মূলতত্ত্ব দুই, চিত্ত ও ভূত। চিত্ত হইতে পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থের, ভূত হইতে ভৌতিক পদার্থের, এই উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ্য ও অভ্যন্তরঘটিত সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। তদ্‌যথা—

"भूतं भौतिकं चित्तं चैत्तञ्च।"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।)

"खरस्नेहोष्णेरणस्वभावास्ते पृथिवी धात्वादयश्चत्वारः।"

বুদ্ধদেবের মতে ভূত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন। তদনুসারে পৃথিবীধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু বায়ুধাতু। এই চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণু-

সত্তা বৌদ্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ নহে। আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু নাই, সেই অবকাশময় স্থানের নাম আকাশ, তাহা কোনও পদার্থ নহে।

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাৎ পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীধাতু খর অর্থাৎ কঠিনস্বভাব। পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিন্য জন্মে। আপ্যধাতু স্নেহস্বভাবাপন্ন, তেজোধাতু উষ্ণস্বভাব, বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল। "**অন্য-দপি স্বাভাব্যমনন্তবাস্তি নৈষাম্**" উক্ত ঐ প্রকার স্বভাবাপন্ন চারি প্রকার ধাতুর অন্য প্রকার স্বভাবও আছে, তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্ম্মবত্তাদি অনেক প্রকার। এই চারি প্রকার পরমাণু রাশির ন্যূনাধিক ও তারতম্য ভাবে সংহত হওয়ার নাম স্থূল সৃষ্টি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া ভৌতিক নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব। অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্কন্ধাত্মক চৈত্তপদার্থের দ্বারা পূরণ হয়। যথা—

"**রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চস্কন্ধাস্ত্বিত্ত-চৈত্তাত্মকাঃ।**" (শঙ্করাচার্য্যধৃত বুদ্ধবাক্য।)

সবিষয় ইন্দ্রিয়কে রূপস্কন্ধ বলে (বিষয় সকল বহিঃস্থ হইলেও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি।) বাহ্য বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তঃস্থ বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম, এই মতের উত্থান এই স্থান হইতেই হইয়াছে।

"অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং রূপস্কন্ধঃ।"

আমি আমি" "আমার আমার" এবম্প্রকার অহংভাবাপন্ন সর্ব্বদা উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ। সুখদুঃখাদির অনুভব হওয়ার নাম বেদনাস্কন্ধ। ইহা গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদব্যবহারসম্পাদক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ইত্যাদি আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কারস্কন্ধ বলে। (বৌদ্ধমতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল চিত্তগত সংস্কারমাত্র।)

"বিজ্ঞানস্কন্ধশ্চিত্তমাত্মাচ অন্যস্কন্ধাঃস্কন্ধাশ্চৈত্তাস্ত সকললোকযাত্রানির্ব্বাহকাঃ।"

উক্ত পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে যেটি বিজ্ঞানস্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিত্ত এবং আত্মা। অপর চারি স্কন্ধের নাম চৈত্ত।

এই মতে আত্মার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও নাই। জগতের সকল ভাবই ক্ষণিক, তবে যে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা কেবল প্রবাহের শক্তিতে। বর্ত্তমান দেহে প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে। যদি মধ্যে ব্যবধানকাল থাকিত তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিয়াই যেন বাল্য হইতে মরণ পর্য্যন্ত এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

"—নৈবাদন্যন্ন সংস্কৃতং ক্ষণিকস্থ।"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বোধিচিত্তবিবরণ।)

আর্য্যদিগের মতে যেমন ভাববিকার ছয়, বৌদ্ধদিগের মতে ভাববিকার বিংশতিরও অধিক। যথা—

"অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা-তৃষ্ণোপাদানং ভবোজাতির্জরা মরণং শোকঃ পরিবেদনা দুঃখং দুর্মনস্তা ত্বম্যেবং জাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ।"

(শঙ্করাচার্য্যধৃত বৌদ্ধসূত্র।)

ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। জগতের সকল পদার্থই ক্ষণিক, কিন্তু এ শত বৎসর, ও দশ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের অবিদ্যা। এই অবিদ্যায় রাগ, দ্বেষ, মোহ জন্মে—পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায়। গর্ভস্থ তাৎকালিক বিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান তুল্যার্থ। এই আলয়বিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্তরূপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে পরিপাক করে। তৎপরে রূপ নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোণিতের নিষ্পত্তি হয়। এইরূপে নাম-রূপ শব্দে গর্ভস্থ কলল ও বুদ্‌বুদ্ (আদি অবস্থা) পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়, বিজ্ঞান চারি ধাতু ও রূপ, এই দুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম ষড়ায়তন। নাম, রূপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সংযোগ হওয়ার নাম স্পর্শ। স্পর্শ হইতে সুখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষ্ণা, বিষয়তৃষ্ণা হইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি

অনুসারে ধর্ম্মাধর্ম্ম, এই ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে জাতি অর্থাৎ নানা-দেহোৎপত্তি। এত দূরে পঞ্চস্কন্ধ উৎপত্তির কথা বলা হইল। এই উৎপন্ন পঞ্চস্কন্ধের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বার্দ্ধক্য (ইহাকে জরাস্কন্ধ বলে।) তৎপরে নাশ হয়; অর্থাৎ যে বলে স্কন্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের লয় হইলে সকলই লয় হইল—থাকিল সেই মূল ধাতুমাত্র। ঐরূপ নাশ হইলে তৎপ্রতি স্নেহভাবাপন্ন জীবের অন্তর্দাহের নাম শোক। শোক উপস্থিত হইলে "হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করে। এই বিলাপের নাম পরিবেদনা। যাহা ইষ্ট নয়, অর্থাৎ মনের অনুকূল নয়, তাহার অনুভব হওয়ার নাম দুঃখ। এই দুঃখ হইতে দুর্ম্মনস্তা অর্থাৎ মনোব্যথা জন্মে। এতদ্ভিন্ন মান, অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া থাকে।

এই সকলগুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতু হেতুমদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও অবিদ্যান্তর উৎপত্তির প্রতি হেতু। এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জগৎপরীক্ষা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই। বিজ্ঞানই আত্মা এবং বিজ্ঞানই আত্মার ভোগ্য। বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এ জগতে নাই। এই বিজ্ঞাননিরোধের নামই মুক্তি। ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান করিয়া

থাকেন। বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৌদ্ধদর্শন।	আর্য্যদর্শন। (গৌতমাদি অর্থাৎ সংস্কৃত)
খর	কাঠিন্য
ধাতু	ভূত
হেতুক	প্রকার
প্রত্যয়	কারণ
আলয় বিজ্ঞান	গর্ভস্থজীবের প্রথম জ্ঞান
পুদ্গল	দেহ
প্রতীত্য প্রত্যয়হেতুক	কার্য্য
ভাব, উৎপাদ,	উৎপত্তি
নিরোধ	ধ্বংস
প্রতিসংখ্যা নিরোধ	হনন
অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ	স্বয়ং বিনাশী
আবরণাভাব	আকাশ
সন্তানী	হেতু-ফলভাব
সন্নিশ্রয়	অধিকরণ

অজীব	ভোগ্য
আশ্রব	বিষয় প্রবৃত্তি
সংবর	যম নিয়মাদি
নির্জর	প্রায়শ্চিত্ত
বন্ধ	কর্ম্ম
মোক্ষ	কর্ম্মনাশ
অস্তিকায়	তত্ত্ব বা পদার্থ
ঘাতিকর্ম্ম	শ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক
ভঙ্গিনয়	যুক্তিরীতি
তীর্থঙ্কর	আচার্য্য
	ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিষ্য অভিধর্ম্ম, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ সূত্র, এবং উপালী নামক শূদ্র বিনয় নামক বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই "রত্নত্রয়ে" শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন বৌদ্ধদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার-মধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই গ্রন্থত্রিতয়ের প্রত্যেক বাক্য ভগবানের মুখনিঃসৃত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষুমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ কহেন, "এ সকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই অপরিবর্ত্তনীয়, কেননা বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একটী বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন নাই।" এই "রত্ন-ত্রয় বিনয়," সূত্র, অভিধর্ম্ম, ত্রিবিধ, গ্রন্থকে ত্রিপিটক কহে। পালিভাষায় উহার নাম "ত্রিপিটকম্।" ভিল্‌সাস্তূপ গ্রন্থকার কনিংহাম সাহেব কহেন বিনয় ও সূত্রপিটকে শ্রাবক ও সাধারণ বুদ্ধমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য উহা প্রাকৃত এবং অভিধর্ম্মপিটক বোধিসত্ত্বগণকে বলা হইয়াছিল, এজন্য উহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সমুদায় পালেয় বা পালিভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব মাগধীভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি ভিক্ষুবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, "আমার বাক্য সকল সংস্কৃতে অনুবাদ করিও না, তাহা হইলে বিশেষ অপরাধী হইবে। আমি যেমত প্রাকৃতভাষায় উপদেশ দিতেছি, ঠিক্ সেইরূপ ভাষা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসংশয় স্থির হইতেছে, ত্রিপিটক পালিভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার টীকাকারও কহেন "বুদ্ধ-বাক্যসকল সকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় রচিত।" মহাবংশের লিখনানুসারে সুভূতিনামক সিংহলদেশীয় বৌদ্ধাচার্য্য অনুমান করেন, ত্রিপি-টক শ্রুতির ন্যায় পূর্ব্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল, তৎপরে অনুমান

খ্রীষ্টজন্মের একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনীর রাজ্যকালে গ্রন্থবদ্ধ হইয়া লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্রিপিটক ও তাহার অর্থকথা সিংহলদ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌদ্ধগণের জন্য তাহার সিংহলীয় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সিংহলীয় ভাষার সেই অনুবাদ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ চারি শত খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। বিনয়পিটকে শাক্য-সিংহের জীবনচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ব্বসৎকর্ম্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে। সূত্রপিটক বুদ্ধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যানে পরিপূর্ণ এবং অভিধর্ম্মপিটকে বিজ্ঞানাদিঘটিত বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব নিরূপিত আছে। ত্রিপিটকের বিভাগ এইরূপঃ—

বিনয়পিটকম্।

পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ্গো, চূলবগ্গো, পরিবারপাঠো।

সুত্তপিটকম্।

দীঘঘ নিকেয়, মঝ্‌ঝি নিকেয়, সামুত্ত, অঙ্গুত্তর নিকেয়, ক্ষুদ্দক নিকেয়। শেষোক্ত গ্রন্থখানি নিম্নলিখিতভাগে বিভক্ত। খুদ্দক পাঠো, ধম্মপদম্, উদানম্, ইতিবুত্তকম্, সুত্তনিপাত, বিমান-বাথু, পেটবাথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকম্, নিদ্দেশো, পতিসমভিদ মাগ্গ, অপাদানম্, বুদ্ধবংশ, সারিয়পিটকম্।

অভিধম্মপিটকম্।

ধম্মসঙ্গনি, বিভাঙ্গম, কথাবাথু, পুগ্গল, পানত্তি, ধাতুকথা, যমকম্, পাঠনম্।

নির্ব্বাণকামনাই বৌদ্ধ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির জন্যই তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংহও পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ব্বাণ লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন। পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণই কষ্টদায়ক। সৎকার্য্যের দ্বারা পুনর্জন্ম না হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয় এবং তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখ। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে,

"জিয়ঘচা পরম রোগ সঙ্খার পরম দুখম্।
এতম্ নত্ব যথা ভুতম্ নিব্বাণম্ পরমম্ সুখম্॥"

অর্থাৎ যেমন ক্ষুধা, রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক, সেইমত জীবন, দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, কিন্তু একমাত্র নির্ব্বাণই পরম সুখ। নির্ব্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত আর্হতগণকে নিম্ন-লিখিত গুণবিশিষ্ট হইতে হইবেক; যথা,—দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি, ও জ্ঞান, (ইহাকে পারমিতা কহে।) বৌদ্ধেরা নাস্তিক, তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্রেরও উল্লেখ নাই। বৌদ্ধগ্রন্থমধ্যে আদিবুদ্ধ-শব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর অনুমান

করেন; কিন্তু সেটী ভ্রম। উহার অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের দীপ-ঙ্করাদি বুদ্ধ। বুদ্ধের নীতি অতি পবিত্র, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়ে অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। তত্ত্ববিৎ কাণ্ট ও কোমৎ, যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অধি-কাংশ শাক্যসিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনির্গত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের জ্যোতি ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক সুসভ্য জাতির হৃদয় উজ্জ্বল করিয়াছিল। এক সময় "ওঁ মণিপদ্মে হূং" এই মন্ত্রে পৃথিবী কম্পান্বিতা হইয়া উঠিয়াছিল। যে যবনজাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য অর্দ্ধশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে, সেই জাতির পিতামহ গ্রীক্‌গণ আমাদিগের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন।* আমরা সেই আর্য্যজাতি এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতেই জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! সেদিন কোথায়! "**ন হি নো দিবসা গতাঃ**" সেদিন গত হইয়াছে! আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধি-বল কালের তরঙ্গে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আপ্লুত হইয়া উঠিল সুতরাং অদ্য এই পর্য্যন্তই থাকিল।

---

* যোনধর্ম্ম রক্ষিত অলসেনন্দা নগর হইতে ১৫৭ খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। যথা—মহাবংশ—
"যোনান-গরল-সন্দ যোন-মহাধম্ম-রক্ষিতো।"

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

Atthan páti rakkhati iti tasma páli.

পালিভাষা ও তৎসমালোচন।

"পালি" অতি প্রাচীন ভাষা। সংস্কৃত ইহার জননী। তথাপি পালিব্যাকরণকর্ত্তা কচ্চায়ন* কহেন "এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্পের আরম্ভে ব্রাহ্মণ ও অন্যবর্ণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন। ইহাকে মাগধী ভাষাও বলে। যথা ;—

"সা মাগধী মূলভাষা নরেয আদি কপ্পিকা।
ব্রাহ্মণ চস্সুতালাপ সম বুদ্ধ চাপি ভাসরে॥"

পুনশ্চ "পতি-সম্বিধ-অত্থুর" নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে "এই ভাষা দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, প্রেতলোকে, এবং পশুজাতির মধ্যে সর্ব্বস্থলেই প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল, প্রভৃতি ভাষা পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু মাগধী আর্য্য ও ব্রাহ্মণগণের ভাষা এজন্য অপরিবর্ত্তনীয়, চিরকাল সমানরূপে ব্যবহৃত। বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটকনিচয় এই ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

---

* কাত্যায়ন।

লিখিবার ও কথোপকনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। "न म्लेच्छितवै नापभाषितवै" এই শ্রুতিবাক্য, আর "य एव शब्दा लोके त एव वेदे," "लोकवेदयोः साधारण्यात्" ইত্যাদি আচার্য্যবাক্য এবং "यद्ययज्ञीयं वाचं वदेत्" এই বেদবাক্য এবং "यानयाभस्त्र यद्भवेत्" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে,—

"ततो भाषास्तु ससृजे पञ्चाशत् षट्च संख्यया।
तज्ज्ञानाय च तासानां तत्तद्व्याकरणानि च॥"

"বিধাতা ছাপান্নটী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন" এ কথা যতদূর সত্য হউক, তাহার অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। ফল সমস্ত ভারতবর্ষে আঠারটী শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত আছে। ইহা ভিন্ন ব্যবহারিক ভাষা নানাপ্রকার আছে। শাস্ত্রীয় ভাষা প্রধানতঃ দ্বিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। শিক্ষাগ্রন্থে ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন—

"प्राकृते संस्कृते वापि स्वयं प्रोक्ता स्वयम्भुवा।"

স্বয়ম্ভু স্বয়ং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা বলিয়াছেন। এতাবতা শাস্ত্রীয় ভাষা দ্বিবিধ হইতেছে, এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ প্রকার। যথা;—(১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত। এই প্রাকৃতের ভেদ উদীচী, (৩) মহারাষ্ট্রী, (৪) মাগধী, (৫) মিশ্রার্দ্ধ মাগধী, (৬)

শকাভীরী, (৭) শ্রবন্তী, (৮) দ্রাবিড়ী, (৯) ওড্রীয়া, (১০) পাশ্চাত্যা, (১১) প্রাচ্যা, (১২) বাহ্লিকী, (১৩) রন্তিকা, (১৪) দাক্ষিণাত্যা, (১৫) পৈশাচী, (১৬) আবন্তী, (১৭) শৌরসেনী, (১৮) এতন্মধ্যে অষ্টম স্থানে শ্রবন্তী ভাষা আছে, উহাই পালি-ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শাক্যসিংহ যে সময় শ্রবস্তীস্থ জেতবনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই সময়েই ঐ বৌদ্ধভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কারপ্রাপ্ত ভাষা পালি নামে প্রখ্যাত হয়। কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—

"বৌদ্ধভাষামজানানো ভাষ্টেশ্বরতয়া নৃপঃ।"

এতদ্দ্বারা তাঁহার বৌদ্ধভাষার ভিন্নতা দেখানই প্রধান উদ্দেশ্য। হস্বীর টীকায় উক্ত হইয়াছে ;—

"সংস্কৃতা শিষ্টভাষা চ শ্রবন্তীবাক্‌বিনায়কাঃ।"

অর্থাৎ শিষ্টদিগের ভাষা সংস্কৃত, আর বিনায়কদিগের ভাষা শ্রবন্তী। বিনায়ক শব্দে বৌদ্ধ বুঝায়।

"ষড়ভিজ্ঞোদশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।"

অতএব, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ উভয়েই বিনায়ক। এই আঠার প্রকার ভাষার উদাহরণ "প্রাকৃতলঙ্কেশ্বরব্যাকরণে" কিছু কিছু আছে। সে সকল উদাহরণ পর্য্যালোচনা করিলে পালিভাষার সহিত শ্রবন্তীভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে।

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ 'শ্রেণী'। যথা—মহাবংশে (মূল-পালি) "অন্তপালি আসনম্ তদা অসি নিবেসিত" অর্থাৎ সেই

সময় রাজার ব্যাধগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী বাটী নির্ম্মিত হইল। আমাদিগের সংস্কৃত সূত্র ও তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধদিগের শ্রেণীবদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় 'পালি' নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল। এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী-ভাষায় বিরচিত গ্রন্থনিচয়ের ভাষানুসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। অধ্যাপক চাইল্‌ডার্শ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থনিচয় খ্রীষ্ট-জন্মগ্রহণের একশত বা দুইশত বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল। কারণ, কেবল আধুনিক কতিপয় পালিগ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল গ্রন্থকে বুঝায় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যথা—"সামানাফাল-সূত্র অথ-কথা—" "নেবা পালিয়ম্ ন অথ কথায়ম্ দীশতি" অর্থাৎ ইহা মূল বা অর্থকথায় অর্থাৎ টীকায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা লঘু-পদ্ম-পুণ্ডরীক "পালিয়ম পান বুদ্ধতি কেন অথেন" অর্থাৎ তাঁহাকে মুলগ্রন্থে কিজন্য বুদ্ধ বলা যায়? পুনশ্চ যথা—মহাবংশ "পিটকত্তায় পালিন সতস অথ-কথান" অর্থাৎ মূলত্রিপেটক এবং তাহার অর্থকথা ইত্যাদি আধুনিক পালিগ্রন্থের ভূরি ভূরি উদাহরণ আলোচনা দ্বারা পালি যে মূল বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের একটী বিখ্যাত নাম—তাহা সপ্রমাণ হইবেক। পালিভাষায় মূলধর্ম্মগ্রন্থ রচিত বলিয়া পালি শব্দ মূলগ্রন্থকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্য ভাষায় রচিত, তাহা উপরের লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

সাধারণতঃ পালি মগধদেশীয় ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষার নাম মাগধী, কিন্তু ইহা দৃশ্য কাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে "পালিভাষা" এই নামের পরিবর্ত্তে মাগধী ভাষা, এই নামে পালিভাষা বুঝাইত। পালিভাষায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা মগধদেশের ভাষা ছিল। তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে সিংহলদ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হইল। এক্ষণে পালিভাষা কথোপকথনের এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুঝাইতেছে, এজন্য ইহাকে আর মাগধীভাষা বলা যায় না, তাহা দৃশ্য কাব্যের স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া থাকিল। ভট্ট লাসেন কহেন, পালির সহিত সৌর-সেনী ও মহারাষ্ট্রীর সৌসাদৃশ্য আছে, তজ্জন্য ইহাকে মাগধী বলা যাইতে পারে না, আমরা তাঁহার একথা অপ্রমাণ বোধ করিলাম। বররুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও সৌরসেনীর সহিত পালিভাষার কোন সৌসাদৃশ্য নাই। বৌদ্ধ-গণের তিনটী প্রাকৃত ভাষা ছিল। যথা, প্রথম গাথা, দ্বিতীয় প্রস্তরের খোদিত কীর্ত্তিস্তম্ভের ভাষা ও তৃতীয় পালিভাষা। আমাদিগের মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্পমাত্র ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিতবিস্তরের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধভাষা।

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাষায় উপদেশ প্রদান

করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ সেই সকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া উহা প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। পালিভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের বাক্য সুমধুর করিবার জন্য এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ইহার সংস্কৃত ভাষার সহিত বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য প্রতীয়মান হইবেক। যথা—

সংস্কৃত।	পালি।
অভিধর্ম্ম	অভিধম্ম
অমৃত	অমত
অর্হত	অরহ
অর্থকথা	অত্থকথা
শ্রুতি	শুতি
মন্ত্র	মন্তো
মার্গ	মাগ্‌গো
ম্লেচ্ছ	মিলাক্ষো
নির্ব্বাণ	নিব্বানম্
বর্ণ	বন্নো
যবন	যোন
পর্ব্বত	পব্বত

অশ্ব	অস্‌সো
রক্ত	রত্ত
বৃক্ষ	রুক্ষ
শিষ্য	শিষণ
সর্প	সপ্প
সিংহ	সিহো

মগধরাজ মহামহেন্দ্র ৩০৭ খ্রীঃ পূঃ সিংহলদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময় তাঁহার দ্বারা পালিভাষা তথায় প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চারি শত শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ মগধদেশ হইতে সিংহলদ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালিভাষার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

কচ্চায়নকৃত পালিব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ। আমাদিগের পাণিনি-ব্যাকরণের ন্যায় বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সিংহলদ্বীপে সকল বৌদ্ধমঠে উহা সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একালপর্য্যন্ত বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন। অনেকগুলি পালিব্যাকরণ আছে, তাহার মধ্যে কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। অধ্যাপক এগ্‌লিং কহেন কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের নিয়মানুসারে কাতন্ত্র ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে।

এই পালিব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত। সেই আট ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ; যথা—

" সেয্যান তিল্লোকমহিতম্ অভিবন্দি অগান
বুদ্ধন চ ধম্ম মমলান্ গণ মুত্তো মম্ম
সথ্স তস্স বচনাথ বরান্ সুবোধন্
ব্যাখ্যামি সুত্তহিত মেথ্য সুসন্ধিকপান্
সোয়ান জিনিরিত নয়েন বুদ্ধ লভন্তি
তম্মাপি তসবচনাস্য সুবোধনেন
অথ্যান চ অক্খর পদেসু অনোহভাব
সিয়স্থিক পদ মতো বিবিধন সুন্য়েয।"

অর্থাৎ " আমি ত্রিলোক-আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নির্ম্মল ধর্ম্ম, ও স্থবিরমণ্ডলীকে বন্দনা করিয়া সন্ধিকল্পের গভীরার্থ সূত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। জ্ঞানিগণ বুদ্ধ-দেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চিরসুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে যাঁহারা তাদৃশ যথার্থ সুখের আশা করেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের নানাপ্রকার বাক্যসংযোগ শ্রবণ করুন।"*

পালি ব্যাকরণের সূত্র যথা—

১। অথ অক্খর সঞ্ঞাত্তো।

২। অক্খর পাদ্যো য একচত্তালিসন্।

* এইস্থলে মর্ম্মানুবাদমাত্র করা হইয়াছে।

৩। सन्धो उदान्त स्वर अन्त।

৪। लङ्ग मत्त नय रस्स।

৫। अन्य दीघ्।

৬। घोष व्यञ्जन।

৭। वग पञ्चा-पञ्चाय-मन्त।

এইরূপে কচ্চায়ন ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিকদ্বারা গ্রন্থব্যাখ্যা সুগম করিয়াছেন। ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিনিসূত্র অবিকল গৃহীত হইয়াছে। যথা, পাণিনি "अपादाने पञ्चमी" তথা কচ্চায়ন "अपादाने पञ्चमी" এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধতীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—শ্রবস্তী, পাটলী, বারাণসী ইত্যাদি।

কেহ কেহ অনুমান করেন, কচ্চায়ন ব্যাকরণের বৃত্তি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অপ্রামাণিক; যথা—

"कच्चायनकतो योगो, वुत्ति च सङ्घनन्दिनो।
प्यायोगो ब्रह्मदत्तेन, न्यासो विमलबुद्धिना॥"

অর্থাৎ মূল কচ্চায়নকৃত, বৃত্তি সঙ্ঘনন্দির, উদাহরণ ব্রহ্মদত্তের ও ন্যাস বিমলবুদ্ধিকৃত।

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বালাবতার।—এখানি সচরাচর প্রচলিত পালি-ব্যাকরণ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং এপর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘুকৌমুদীর ন্যায় আদরণীয়। বালাবতার কচ্চা-

য়নের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিয়মানুসারে সঙ্কলিত। ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তদ্ধিত, পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত, ষষ্ঠ অধ্যায়ে কৃৎ, ও উণাদি সূত্র এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তিভেদ নির্ণীত আছে। গ্রন্থারম্ভে একটি গাথা আছে। যথা—

"बुद्धनति द्भिवन्दित्त बुद्धम् भुजविलोचनन्
बालावतारच भाषिषन् बालानान् बुद्धि बुद्धिय।"

অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় আনন্দবর্দ্ধক বুদ্ধদেবকে তিনবার প্রণাম করিয়া সুকুমারমতি বালকের জ্ঞানোন্নতি ও বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।*

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন।

রূপসিদ্ধি।—এখানিও কচ্চায়নের পালিব্যাকরণের সার-সংগ্রহ; কিন্তু বালাবতারের ন্যায় প্রাঞ্জল ও শিক্ষোপযোগী নহে। যে সময় মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ রচিত হয়। গ্রন্থকার কচ্চায়নের একজন প্রাচীন সঙ্কলনকর্ত্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানান আদি হইতে বিস্তর উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

---

* এই প্রস্তাবে পালি ও গাথাসমূহের অক্ষরার্থ অনুবাদ করি নাই, কেবল মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি মাত্র।

" কচ্চায়নন্ চ চরিয়ন্ নমিত্ব
নিস্সয় কচ্চায়ন বানানাদিন্।
বালাপবোধায় সুজন করিয়ন
ব্যাখ্যান সুখানন্দন পদরূপসিদ্ধি॥"

অর্থাৎ "আচার্য্য কচ্চায়নকে প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃত বানান আদি পর্য্যালোচনা করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদরূপসিদ্ধি রচনা করিলাম।"

গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

" বিখ্যাত আনন্দ থেরাভয়ব রগুরুনাম তম্ব পাণি ধজানন।
শিষ্যো দিপাঙ্করাখ্য দমিল বসুমতি দিপালধ্যাগ্ম কাম।
বালাদিচ্চাদি বাসদ্বিয়ম ধিবসান নয়নান যোনিস্সো।
সোয়ম্ বুদ্ধ পিয়মোয়তি দূমামুজুকান রূপ সিদ্ধিন অকাসী।"

অর্থাৎ এই নির্দ্দোষ রূপসিদ্ধিগ্রন্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তম্বপণি (সিংহল) প্রদেশের ধ্বজস্বরূপ ও দামিল দেশের (চোল) দ্বীপস্বরূপ এবং "বুদ্ধপ্পিয়" (বুদ্ধপ্রিয়) খ্যাত দীপঙ্কর রচনা করেন। তিনি বালাচিদ্দ ও চূড়ামাণিক্য নামক মঠদ্বয়ের পুরোহিত ছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিয়াছিল।

সিংহলদেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহলদ্বীপবাসী ছিলেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে, মহারাজ পরাক্রমবাহু চোল দেশীয় (তাঞ্জোর) একজন স্থবিরের নিকটে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, উক্ত নৃপতির সময় হইতে তাঞ্জোর দেশীয় জ্ঞানী ও নানাশাস্ত্রদর্শী বৌদ্ধগণ সিংহলদ্বীপে ঔপনিবেশ করিয়াছিলেন। রূপসিদ্ধি গ্রন্থকারের মুখবন্ধ শ্লোকানুসারে তাঁহাকে চোলদেশবাসী বোধ হইতেছে।

মৌগ্‌গল্যায়ণ ব্যাকরণ।—এখানিও বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদ্গল্যায়ণপ্রণীত। "বিনয়াথসমুচ্চয়" "পঞ্চীকাপদীপ" গ্রন্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাঙ্করের গ্রন্থে এই গ্রন্থকারের বিশেষরূপে গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মৌগ্‌গল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে ১১৮৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে অনুরাধাপুরের থূপারাম মঠের পুরোহিত ছিলেন। এখানি কচ্চায়নকৃত ব্যাকরণ ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন প্রকার রীতিতে রচিত। সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত। যথা—

প্রথম সন্ধি, দ্বিতীয় সি-আদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং ষষ্ঠ ত্যাদি। গ্রন্থের প্রারম্ভ বাক্য যথা—

"सिद्ध सिद्ध गुणाम साधु नमास्सित्व तथागतम् ।
सधम्म सङ्घम भासिसन् मगधनसद्द लक्खणम् ॥"

অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, এবং সঙ্ঘকে বন্দনা করিয়া আমি মাগধী ভাষার ব্যাকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থের সমাপ্তিশ্লোক যথা—

“ तस्य भूति समासेन विपुलास्य पकाश्विनी ।
रचित पुन तेनेव ससानु योत कारिन ॥”

এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালি-ভাষার দীপানি, কচ্চায়নভেদ টীকা, মহাশব্দনীতি, প্যায়োগ-সিদ্ধি, গরলদেনীসন্থ, পঞ্চিকাপদীপ, অক্ষতপদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে।

বুত্তোদয়।—এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দোগ্রন্থ। ইহা গদ্যে ও পদ্যে রচিত। ইহা পিঙ্গল, বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থের আদর্শে লিখিত। গ্রন্থকার প্রারম্ভ শ্লোকে লিখিয়াছেন—

“ नमात्थु जन सान्तन तमसान्तन भेदिनो
धम्मुजालन्त रुचिन मुनिन्दोदातरचिनो ।
पिङ्गलाचार्य्य दिहिस्यन्दानम दितमपुरा
सुद्ध मागधी कानन तन न साधति यथिच्छितम् ॥
ततो मगध भाषेर सतावन्न विभेदनन
लक्ख लक्खण सम्मुत्वन पशानस्य पदाकमम् ।
इदम वुत्तोदयम नामा लोकीय च्छन्द निम्मितन्
अव भिख्यमच्छन दानि तेसम सुख विबुद्धिय ॥”

অর্থাৎ “মুনীন্দ্রকে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের ন্যায় কিরণে ধর্ম্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের

তিমির নাশ করেন। পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের রচিত ছন্দোগ্রন্থ দ্বারা বিশুদ্ধ মাগধীভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করা যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধীভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে উত্তমরূপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া প্রচলিত ছন্দঃসমূহের রচনার রীতি উদাহরণ সহকারে প্রদর্শিত হইল।” এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত। গ্রন্থকারের নাম সঙ্ঘরক্ষিত।

ধাতুমঞ্জুষা।—এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবিরকৃত পালিভাষার ধাতুপাঠ। ইহা কচ্চায়নের ব্যাকরণ-সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্চায়ন-ধাতু-মঞ্জুষা। গ্রন্থের প্রারম্ভ-শ্লোক যথা—

“ निर्छत्ति निकर प.र पारावारन्तगान् मुनिन्
वन्दित धातुमञ्जुषान् सुमि पवचनान् यथान
सुगत गम मधम तन तन व्याकरणानि च।” इत्यादि।

“অর্থাৎ শব্দসমুদ্র পার হইয়াছেন, এতাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সদ্ধর্ম্মের মার্গস্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা করিলাম। বৌদ্ধধর্ম্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া এই ধাতুপাঠ সঙ্কলন করিলাম।”

গ্রন্থকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তথাহি—

"रचिता धातुमञ्जुसा सिलावंसेन धीमता
सधम्म पङ्केरुह राजहंस
अ सत्थ धामात् थिटि सिलावंस
यक्खादिले नाम्य निवासवासी
यतीस्सरे सो जमिदान् आकासी—"

অর্থাৎ এই ধাতুমঞ্জুষা প্রথম পাঠার্থিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ কর্ত্তৃক রচিত। এই শিলাবংশ একজন যক্ষ্যাদিলেন মন্দিরের পুরোহিত ও তথায় অবস্থিতি করেন; তাঁহার বাসনা বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া রাজহংসের ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থরূপ পদ্মবনে বিরাজ করুক।

ধাতুমঞ্জুষা।—ডন এনড্রিশ সিল্‌ভিয়া বাতুবান্ত দেব নামক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত ইহা সিংহল ও ইংরাজি ভাষার অনুবাদ-সহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অভিধানপদ্দীপি।—এখানি সংস্কৃত অমরকোষের ন্যায় প্রসিদ্ধ পালি অভিধান। ইহা অমরকোষের প্রণালীতে আদ্যো-পান্ত রচিত।

গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা—

"तथागतो करुणाकरो करो
ययाब्धतो सोसञ्ज सुखाप पदान् पदान्।
अस्क पयास्थान कलिसम् भाव
नमामि तानु केवल दुःख करणं करणं॥"

অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথাগত বুদ্ধদেবকে বন্দনা করি, যিনি নির্ব্বাণ আপনার আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সুখবর্দ্ধন নিমিত্ত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের অপার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তান্ত যথা—

“सग्ग काण्डोच भूकाण्डो
तथा सामान्य काण्डकान्
काण्डात्तान वित एस
अभिधान पदीपिका
तिदीव साह्वियान भूजग वग्गाखिल
सकलास्य समाभाय दिपा नियान
छहञ्ञो कुशल मतीम सनारो
पातु होति मह्हा मुनिन वचन।”

অর্থাৎ এই অভিধানপদীপিকা ত্রিকাণ্ডে বিভক্ত। যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামান্য কাণ্ড। ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন। এই গ্রন্থ লঙ্কাধিপতি পরাক্রম বাহুর রাজ্যকালে মোগ্গল্ল্যায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ অব্দে রাজ্যারম্ভ করেন। উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাষাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতুপাঠ, ছন্দোগ্রন্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে

সংক্ষেপে সারোদ্ধৃত হইতেছে। আমরা পালিভাষায় সুপণ্ডিত নহি, এজন্য সুবিজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণান্তর্গত বা অনুবাদঘটিত দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

মহাবংশ।—ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতভাষায় নৃপতি বা কোন মহাত্মার জীবনী কিম্বা কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না। কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথায় ন্যায় অলীক গল্পপরিপূর্ণ গ্রন্থই ছিল। আমাদিগের যাহা কিছু পুরাবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা হইতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার করা যায় কি না সন্দেহ। আমাদিগের সংস্কৃতে প্রকৃত পুরাবৃত্তমধ্যে কেবল একমাত্র রাজতরঙ্গিণী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু তাহাও আধুনিক। রাজতরঙ্গিণী ১১৪০ খৃঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু পালিভাষায় রচিত সিংহলদেশীয় বৌদ্ধ-ইতিহাস-গ্রন্থনিচয় তাহা অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন। সিংহলদেশীয় পালিভাষাস্থ বৌদ্ধ-ইতিহাসসমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের প্রণালীতে সঙ্কলিত, তাহা হইতে আমরা সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ-ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি-বৌদ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন। মহাবংশ নামে পালিভাষার দুইখানি পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু দুইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই। ইহার মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থখানি অনুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবিরকর্ত্তৃক রচিত, কিন্তু কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার

কোন বিবরণ অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন; তিনি ৪৫৯-৪৭৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পূর্ব্বের রচিত। এই গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খ্রীঃ অব্দ) বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি প্রথম গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ। ইহাতেও মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মহানামকৃত। গ্রন্থমধ্যে ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ হইতে সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজন্য তাহাতে আমাদিগের পুরাণের ন্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ সুপ্রণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদিগের সংস্কৃত পুরাণের ন্যায় এ গ্রন্থখানি কেবল "কাহিনী" নহে। মহাবংশে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খৃঃ অব্দের মধ্যে সঙ্কলিত। ইহা এক শত অধ্যায়ে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রথিত। গ্রন্থকার ইহা টীকাসহ রচনা করিয়াছেন।

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম সুলুবংশ। এই অংশে পরাক্রমবাহুর (১২৬৬ খৃঃ অব্দ) রাজ্যশাসন পর্য্যন্ত

কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কীর্ত্তি শ্রীমহারাজের অনুজ্ঞানু-সারে ও তিবত্তবর দ্বারা রচিত।

জর্জ্জ টরনার মহোদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদসহ ৩৭ অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে।

দ্বীপবংশ।—মহাবংশের ন্যায় এখানিও সিংহলদেশীয় প্রসিদ্ধ পালি-ইতিবৃত্ত। মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন, এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিরগণের মহাবংশ গ্রন্থ। দ্বীপ-বংশ সুপ্রণালী অনুসারে রচিত নহে, এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, এই গ্রন্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নাই। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঐতিহাসিক বিবরণ বিস্তা-রিতরূপে লিখিত হইয়াছে।

পালিভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তত্তাবতের নাম অতাঙ্গলুবংশ, দাতাবংশ, ব্রহ্মজালসুত্ত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষুদ্দক পাঠ, সুত্ত নিপাত, মহা পরিনির্ব্বাণ সুত্ত, ধম্মপদ প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ এবং সিংহলদেশে প্রচলিত।

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও ব্রহ্মদেশে প্রচলিত আছে। এই ভাষার অনেক গ্রন্থ চাইল্‌ডার্শ, ফস্‌বুল, ক্লফ ও কুমার স্বামীর যত্নে মুদ্রিত হইয়াছে।

বেদ।

The vedic Literature will always remain the most attractive object of study in relation to India.—*Dr. Burnell's Elements of South Indian Paleography.*

বেদ।

বেদ হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইহা হইতেই অন্যান্য শাস্ত্র ক্রমে ক্রমে জন্ম লাভ করিয়াছে। বেদে আর্য্যজাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের ঐহিক পারত্রিক সকল কার্য্যই বেদ-মূলক। বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্ম্মের জীবন নাশ করা হয়, সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার নাই। কি জেন্দ আবেস্তা, কি বাইবল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বেদ প্রাচীন এবং কেবল-মাত্র ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ইহার যাহার পর নাই আদর করিয়া থাকেন।

বিদ্ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ এই যে, জ্ঞানলাভ অথবা শ্রেয়োলাভ হয় যদ্দ্বারা, তাহারই নাম বেদ। বেদের অপর নাম ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদ—ঋক্, যজু, সাম। ঋগ্বেদে এই তিন বেদের উল্লেখ আছে। যথা—

"অহে বুধ্নিয় মন্ত্রং মে গোপায়া যমৃষয়স্ত্রয়ী-
বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি॥"

ভগবান্ মনু কহেন—

"অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থ-মৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণং॥"

অর্থাৎ—তিনি (ঈশ্বর) যজ্ঞকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঋক্‌বেদ, বায়ুহইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্যহইতে সামবেদ উদ্ধৃত করিলেন।*

উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল। যথা—

"তস্য তস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ
সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।" ইত্যাদি—

অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্মা হইতে, নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযত্ন ব্যতীত বহির্গত হয়, সেইরূপ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্বাঙ্গিরস প্রভৃতি শাস্ত্রও নির্গত হইয়াছে।

পৌরাণিক কালে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক। মন্ত্রগুলি সংহিতা বদ্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগ পদ্যে ও ব্রাহ্মণভাগ গদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা। যথা—পাণিনির মতে "ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্" এইরূপ

---

* পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক অনুবাদিত। মনুসংহিতা ১২ পৃষ্ঠা দেখ

বাক্যে "ব্রাহ্মণ" শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্ত্রভাগ ও তৎপরে ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেননা ব্যাখ্যা পরেই হইয়া থাকে।

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য, গীত, এই তিন প্রকার ভিন্ন চারি প্রকার নাই, বেদেও সেইরূপ পদ্য গদ্য গীত এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে। পদ্যগুলি ঋক্, গদ্যভাগ যজুঃ ও গীতভাগ সাম। যথা—জৈমিনিসূত্র "तेषामृग्यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था" "गीतिषु सामाख्या" "शेषे यजुः शब्दः"।

যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গদ্য। অথর্ব্ব বেদের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর তিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়া অথর্ব্ব নামক ঋষি ইহা প্রচার করেন। এই বেদ পারলৌকিক ফলপ্রদ যাগ-যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক ব্যবস্থার উপকারী।

জৈমিনি বেদকে পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষনির্ম্মিত বলেন না, ঈশ্বরনির্ম্মিতও নহে। তাঁহার মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহ নাই। শব্দ, অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ (বোধ্য বোধক ভাব) নিত্য। মনুষ্যের কণ্ঠে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনিমাত্র, তাহার নিত্যতা নাই। ধ্বনি সকল অনিত্য। আমরা বাস্তবিক শব্দের রূপবিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধ্বনিমাত্র করিয়া থাকি। এই ধ্বনি দেশ, কাল, পাত্র ও প্রযত্নভেদে মনুষ্যের বাক্‌যন্ত্রের

তারতম্যহেতু শব্দপ্রকাশক সঙ্কেতধ্বনিগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া যায়। আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল লুণ, আর একজন ধ্বনি করিল ড়বণ;—লক্ষ্য সকলেরই এক। একজন বলিল "মাতর্," একজন বলিল "মা," আর একজন বলিল, "মাতারি," অপরে বলিল "মাদর্," ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইল। এই মর্ম্মে জৈমিনি মীমাংসাসূত্রের প্রমাণপাদে কহিয়াছেন,—

"**ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ** ।"

এই সূত্র হইতে ইহার অনন্তর একত্রিশ সূত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সূত্রে শব্দ-ব্রহ্মের বিচার করিয়াছেন। অপিচ, উক্ত প্রকার শব্দের রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সঙ্কেত কল্পনা করায় লৌকিক শব্দ অনেক বাহুল্য হইয়া উঠিয়াছে। এই লোককৃত সাঙ্কেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই। লৌকিক শব্দই পৌরুষেয়, কেননা পুরুষগণ ইহার সঙ্কেত করিয়াছে। বৈদিক শব্দ কাহারও সঙ্কেত দ্বারা স্থাপিত হয় নাই, কেননা উহার সঙ্কেতকর্ত্তা কেহ দৃষ্ট হয় না, অনুমিতও হয় না। "**বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যা**" (২৭ সূং) "**অনিত্য দর্শনাচ্চ**" (২৮ সূং) "**সারস্বতং সূক্তম্**" (অর্থাৎ সরস্বতী-প্রণীত) "কঠ শাখা"—কঠনামক ঋষিপ্রণীত শাখা, এইরূপ পৈপ্প-লাদক, মৌহল, মৌদ্গল প্রভৃতি বেদভাগের বক্তা বিবেচনা

করিয়া এবং " **ববরঃ প্রাবাহণি রকাময়ত,**" "**ঔদ্দালকি রকাময়ত,**" এই সকল ব্যক্তিঘটিত আখ্যায়িকা দেখিয়া ও ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্রের দ্বারা বেদ পুরুষনির্ম্মিত এবং বেদের বিষয়বিশেষও অনিত্য অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাল ছিল, এখন নাই, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পরিশেষে "**উক্তন্তু শব্দপূর্ব্বত্বং**" (২৯) "**আখ্যাপ্রবচনাৎ**" (৩০) ইত্যাদি সূত্রে জৈমিনী তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই বিচারের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, কাঠক প্রভৃতি আখ্যান কেবল কঠাদি ঋষিগণ উহা প্রথমে বা প্রাধান্যক্রমে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐরূপ সমাখ্যান হইয়াছে।

সাংখ্যকার কপিল "**ন ত্রিভিরপৌরুষেয়ত্বাদ্বেদস্য তদর্থস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ**" (৫ অঃ ৪১ সূ) এই সূত্রে আরম্ভ করিয়া "**ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্ত্তুঃ পুরুষস্য সম্ভবাৎ**" (৫ অঃ ৪৬ সূ) এবং অন্যান্য বহুতর সূত্রদ্বারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন করিয়া পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদ কোন পুরুষ বুদ্ধির দ্বারা নির্ম্মাণ করেন নাই, চিরকালই আছে। তবে কল্পান্তকালে যে বা কে প্রথম শরীরী হন—তিনি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মাত্র। সুপ্তব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ব্বার তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত পদার্থের জ্ঞান স্বতঃই হয়, সেইরূপ, বেদও তাঁহার জ্ঞানে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল এবং পুরুষের যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস উৎপাদন করিতে বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষা করে না, সেই-

রূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহার বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই। বেদান্তও এইরূপ বলেন। গৌতম বলেন, বেদ জন্য বটে, কিন্তু তাহার প্রমাণ অগ্রাহ্য নহে। কেননা ভ্রম-প্রমাদাদিরহিত আপ্তপুরুষ ইহার বক্তা। "**মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যব-চ্চ তৎ প্রামাণ্যম্**" এই সূত্রদ্বারা বেদের প্রামাণ্যপরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান। "মন্ত্রকে ও আয়ুর্ব্বেদকে" গৌতম যদিও স্পষ্টাভিধানে ঈশ্বরপ্রণীত বলেন নাই; কিন্তু গতিকে তাঁহার ঈশ্বরপ্রণীত বলা হইতেছে। তাঁহার মতে তাদৃশ আপ্তপুরুষ ঈশ্বরব্যতীত আর কেহই নাই। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও এই মত। আস্তিক আর্য্য গ্রন্থকারদিগের মতে অপৌরুষেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহা মনুষ্যপ্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না।

এ সকল শাস্ত্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক, বৈদিক ঋষিগণই উহার প্রণেতা। তাঁহারাই আপনার অভীষ্টসাধনের জন্য দেবতাদিগের নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমন করিয়াছিলেন। যথা—

"**অর্থেপ্সব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।**"

বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ের রচিত নহে, তাহা সময়ে সময়ে ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশে রচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বেদ যাহা আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূর্ব্বে ইহা এরূপ ছিল না। পরাশরনন্দন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কুরুপাণ্ডবদিগের

যুদ্ধের পূর্ব্বে সমুদয় বেদ সুপ্রণালী বদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। তিনি চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ উপদেশ দিয়াছিলেন ; যথা—বহ্বৃচ নামক ঋগ্বেদ সংহিতা পৈলকে, নিগদাখ্য যজুর্ব্বেদ সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোগনামক সামবেদ সংহিতা জৈমিনিকে, এবং আঙ্গিরসী নামক অথর্ব্ব সংহিতা সুমন্তকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"পৈল স্বীয় সংহিতা দুই ভাগ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্কল তাহা চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও অগ্নিমিত্র এই চারি শিষ্যকে উপদেশ দিলেন এবং ইন্দ্রপ্রমতিও স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয় ঋষিকে ও মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাণ্ডুকেয়ের পুত্র সাকল্য সেই সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া বাস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য ও শিশির নামক পাঁচ শিষ্যকে প্রদান করিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জতুকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে পাঁচ ভাগ করিয়া নিরুক্তের সহিত বলাক, পৈল, জাজল ও বিরজ, এই চারিজনকে শিক্ষা দিলেন। পরে বাস্কলের পুত্র বাস্কলি উক্ত সর্ব্বশাখা হইতে সংগ্রহ করিয়া একখানি বালখিল্যনামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, ভুজ্য ও কাশার এই তিন দৈত্য তাহা ধারণ করিল *। ঋগ্বেদ-

* পণ্ডিতবর ৺ আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদিত শ্রীমদ্ভাগবত।

সংহিতার শাকল্য শাখা প্রচলিত। উহা ৮ অষ্টকে বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ ঋচা দৃষ্ট হয়। অন্যমতে ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১০০ শত অনুবাকে বিভক্ত, তাহাতে ১০০০ এক সহস্র সূক্ত আছে। এই সংহিতায় সর্ব্বসমেত ১৫৩৮২৬ পদ বর্ত্তমানসময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। শৌনক মুনিকৃত "চরণব্যূহ" গ্রন্থানুসারে বেদের অনেক অধ্যায় এ সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে, সুতরাং তাহার উল্লেখ এখানে করা গেল না।

ঋগ্বেদের দুই খানি ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ও শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আট পঞ্চিকায় বিভক্ত, তাহার প্রত্যেকে ৫টী করিয়া অধ্যায় আছে। এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাঙ্খ্যায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণে ৩০টী অধ্যায় আছে। ঋগ্বেদের সংহিতার ও ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

যজুর্ব্বেদসংহিতা, কৃষ্ণ ও শুক্ল, এই দুই অংশে বিভক্ত। ইহাকে তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাও কহে। ইহার শাখার নাম তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাম্ব। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নমাধব এবং শুক্ল

যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উয়ট কিন্তু উহার ব্রাহ্মণের টীকাকার সায়নাচার্য্য।

সামবেদসংহিতা পূর্ব্ব ও উত্তরভাগে বিভক্ত। ইহার শাখার নাম কৌথুম এবং রাণ্যায়ন। সামবেদের আট খানি ব্রাহ্মণ আছে; তাহার নাম যথা,—প্রৌঢ় বা পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, সামবিধান ব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, দেবতাধ্যায়, বংশ এবং সংহিতোপনিষদ্‌ ব্রাহ্মণ। সায়নাচার্য্য এই আট খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সামবেদের অদ্ভুত ব্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম অধ্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে—"অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত কবন্ধনামক শিষ্যকে স্বীয় সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে দুইভাগ করিয়া পথ্য ও বেদদর্শসংজ্ঞক শিষ্যদ্বয়কে শিক্ষা দিলেন। বেদদর্শের চারি শিষ্য। সৌক্কায়নি, ব্রহ্মবলী, মোদোষ, পিপ্পলায়নি। পথ্যের তিন শিষ্য কুমুদ, শুনক, ও জাজলি, ইহারা সকলেই অথর্ব্ববিৎ। অঙ্গিরার পুত্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে দুই ভাগ করিয়া বভ্রু ও সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, সৈন্ধবায়নের শিষ্য সাবর্ণি প্রভৃতিরাও পরে তাহা গ্রহণ করিলেন। পরে নক্ষত্রকল্প, শান্তিকশ্যপ (কল্প) ও অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ অথর্ব্ববেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন।" * অথর্ব্ববেদের শৌনক শাখামাত্র

* শ্রীমদ্ভাগবত। ৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের অনুবাদ।

বর্ত্তমান আছে। ইহার বিংশতি কাণ্ডে ৬০১৫ শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। গোপথ ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণ।

মহামুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে পূর্ব্বে বেদ ব্যাখ্যা হইত। এখনও নিরুক্তবিরুদ্ধ বেদব্যাখা বুধমণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্কের পূর্ব্বেও বেদশব্দের নিরুক্তি বর্ত্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়া গিয়াছেন। যথা—

"स्थूलोष्ठीविर्न क्लृपयति न स्नेहयति—त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः—ऊर्णनाभनामकोऽमुनिर्जुहोति धातोरुत्पन्नो होत्रमन्त्रो मन्यते।" इत्यादि।

স্থূলোষ্ঠীবি, শাকপূনি ও ঔর্ণনাভ প্রভৃতি নিরুক্তকার যাস্কের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাস্ক মুনির নিরুক্তের সাহায্যে নিম্নে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম।

ঋগ্বেদের দেবতা। প্রথমতঃ দেবতা দুই শ্রেণী।—যাগাঙ্গ দেবতা এবং স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। স্তোত্র বা শস্ত্র *।—যাহার গুণমাহাত্ম্যাদি বর্ণনাপূর্ব্বক প্রশংসা করা যায়, সে সকল স্তোত্রাঙ্গ দেবতা। যজ্ঞকালে ঘৃত, মধু, দধি, পাশব মাংস প্রভৃতি যাঁহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাঁহারা যাগাঙ্গ দেবতা। ঋক্ সংহিতা এবং যজুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার

---

* স্তোত্র এবং শস্ত্র এতদুভয়ের এইমাত্র প্রভেদ যে, গীতের উপযুক্ত মন্ত্রদ্বারা যেস্থানে দেবতার প্রশংসাদি করা যায়, সেই স্থানেই স্তোত্র, আর যাহা গীতের অনুপযুক্ত মন্ত্র তাহা শস্ত্র।

উল্লেখ আছে। ইদানীন্তন কালেও বহুতর অবৈদিক দেবতার নাম, রূপ, মাহাত্ম্যবর্ণনা দৃষ্ট হয়। সে সকল দেবতা না শস্ত্রাঙ্গ, না যাগাঙ্গ, কেবল পূজা বা উপাসনার অনুকল্প প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত পৌরাণিক সময়ে কল্পিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমস্ত নাম সংগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্রবায়ু, মিত্রাবরুণ, অশ্বিনীকুমার, ঐন্দ্র, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরুৎ, অগ্নিবিশেষ, (সুসমিদ্ধ, ইতীদ্ধ, সমিদ্ধ বাগ্নি, তনূনপাৎ, নরাশংস, ইল, বর্হিদেবী, দ্বার, উজ্যসো, নক্তা,) দৈব্য, হোতৃযুগল, প্রচেতাদ্বয়, সরস্বতী, নাভারত্য, ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহাকৃতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পুষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্যবিশেষ) মরুদ্গণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, সদসস্পতি, নারাশংসী, দক্ষিণা, ঋভু, সবিতা, দ্যু, বিষ্ণু † অপ, ইন্দ্রাণী,

---

* "अग्निर्वै देवता तस्यै तानि नामानि—सर्व्व इति प्राच्य आचक्षत-भव इति यथा वाह्लिक पशूनाम्पति रुद्रोऽग्निरिति तान्यस्यासन्तानि नामानि अग्नीत्येव सन्तात्यम्।" (ইতি শতপথ ব্রাহ্মণ।)

† अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं। समूढमस्य पांसुरे। ऋग्वेदः, १म मण्डलं। এই স্তোত্র পৌরাণিক চতুর্ভুজ বিষ্ণু বুঝাইতেছে না। যাস্ক ঋষি ইহার অর্থ করিতেছেন।—

"विष्णुः आदित्यः कथमिति यथाऽऽहः त्रिधा निधाय पदं निधत्ते पदं निधानं"।

পৃথিবী, অগ্নায়ী, বরুণানী, বৈষ্ণবী, প্রজাপতি, উলূখল, মূষল, হরিশ্চন্দ্র, অধিষবন, উষঃকাল, ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে। এই সকল দেবদেবীর স্তোত্র মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেফ, হিরণ্য, স্তূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরস, প্রস্কন্ব, (ঘোর ঋষির পুত্র) কুৎস, প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অযুজো-বৃহতী, প্রস্তার-পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে। ঋগ্বে-দের দুইটী স্তোত্র নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ইন্দ্র।

১

আকাশের জ্যোতি—ভীম বজ্রধর।
মহামতি ইন্দ্র সর্ব্বগুণাকর!
তব স্তুতিচয় মোরা নিরন্তর
মধুর সুস্বরে করিব গান।
কোমল, মধুর, নবীন গাথায়,
যাহাতে দেবের মানস ভুলায়
—সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ।

২

এস এস দেব ছাড়ি সুরপুর
শুনিতে এহেন সঙ্গীত মধুর
যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হয় দূর—

এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ।
শুভ্রময় অদ্রি উৎসের সমান
বিমল আনন্দ করিব প্রদান—
শুন—করযোড়ে করি বন্দন।

৩

স্বর্ণময় রথে করি আরোহণ
এস এস ইন্দ্র এমর্ত্য ভবন
করুক সারথি রথ সঞ্চালন
বেগে বজ্রনাদে বিমানপথে।
ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সুরবালা দলে
বিস্ময়-উৎফুল্ল-লোচনে সকলে,
হেরিবে তোমায় সুবর্ণরথে।

৪

বসো দর্ভাসনে লও উপহার
অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ প্রকার
গন্ধদ্রব্য নানা—সোম—সুধাধার
(দেবের দুর্লভ অপূর্ব্ব ধন)
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান
করিতেছি, শুনি এই স্তবগান
বিপক্ষের ভয় কর ভঞ্জন।

৫

অতীব কাতরে আমরা এখন
লয়েছি তোমার চরণে স্মরণ
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন
সুধা-সোমরস করিয়া পান
জয় জয় দেব বজ্রনাদ কর।
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর—
তব যশ মোরা করিব গান।

ঊষা।*

১

পরিণীতা যোষা সমদীপ্তি দান
মোদের হৃদয়ে—(সুখের নিদান,)
তোমার কৃপায়, অয়ি ঊষাদেবি!
ঘোর অন্ধকার হইল নাশ।
উঠিল মানব তব পদ সেবি,
তব কান্তিচ্ছটা হ'লো প্রকাশ।

২

দূরে বা নিকটে করিয়া গমন
চেতাইলে যত জীব অগণন,
সবে স্বীয় কার্য্যে হলো ধাবমান!

* এই কবিতাটী ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশ হইয়াছিল।

হেরিয়া তোমার মধুর বেশ,
ধন প্রসবিতা কৃপার নিদান
সুবর্ণ বরণ শোভা অশেষ।

৩

দ্যুদেবতা পুত্রী কমনীয়া উষা
অঙ্গে শোভে সদা রমণীয় ভূষা
স্তুতিপ্রিয় অতি, মরণ-রহিত,
এস যজ্ঞস্থানে ডাকি তোমায়।
কর দেব-বালা আমাদের হিত,
নিয়োজিত মোরা তব পূজায়।

৪

যথা প্রভাতের হইলে আলোক,
তোমার আজ্ঞায় যত দেবলোক
সোমরস পানে আনন্দ অন্তরে
যজ্ঞস্থানে সবে করে গমন।
গো, অশ্ব, অন্ন, আমাদের ঘরে
তেমতি কৃপায় কর স্থাপন॥

৫

দুর্ব্বল হউক বিপক্ষের বল,
তব জয়ধ্বনি আমরা সকল
পবিত্র হৃদয়ে করিব প্রদান।

বিচিত্র বসনা মঙ্গলময়ি!
সতত করিব তব যশঃ গান,
হই যেন মোরা বিপক্ষ জয়ী।
অয়ি উষাদেবি! দ্যুলোক-দুহিতা,
বশিষ্ঠ প্রভৃতি যাজ্ঞিক-পূজিতা,
তোমার রূপেতে তমঃ হয় দূর—
বিশ্ববরণীয় মধুর রূপ।
তব কৃপা সদা পাইতে প্রচুর
হইয়াছি মোরা অতি লোলুপ।

জৈমিনির মতে দেবতা নামক কোনও জৈব পদার্থ নাই। "ইন্দ্র" এই শব্দই দেবতা। তদ্ভিন্ন "ইন্দ্র" এই শব্দের অর্থ সহস্রাক্ষাদিযুক্ত কোন জীব নাই। যাগকালে দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্যভূত দেবতার "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রমাত্রই দেবতা। মীমাংসাদর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে।

"ফলার্থত্বাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রং সর্ব্বাধিকারং স্যাৎ।"

ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার বিগ্রহ নাই। এই অংশে জৈমিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতেছে। ঘৃত প্রভৃতি

দ্রব্য যেমন যাগের একটি অঙ্গ, দেবতাও তদ্রূপ একটি যাগের অঙ্গ। যাগকালে দেবতাদিগের আহ্বান করিতে হয়, দেবতা যদি শরীরী হন, তবে তাঁহাদিগের আগমনকালে যজমানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, আর যদি তাঁহারা মহিমাবলে অস্মদাদির অপ্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন, এমত হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আহ্বান করিয়াছে, তাহাতে তাঁহার এক সময়ে সর্ব্বত্র গমন অসম্ভব এবং শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠান করা উচিত, সুতরাং তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্ত্রই দেবতা হয়, তবে, যে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, "**ইন্দ্রায় স্বাহা**" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যজ্ঞসিদ্ধি হইবেক। "**বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ**" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য সকল স্তুতিবাক্যমাত্র। জৈমিনি এইরূপ দেবতা ও যজ্ঞসম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য উল্লেখ করিলাম না।

সোমলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঋষিগণ সোমের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার রস স্বয়ং পান করিয়াছেন ও দেবতাগণকে অর্পণ করত পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর, হর্ষজনক এবং অতি মধুর। সোমলতা * পার্ব্বতীয় লতাবিশেষ।

* Asclepias Acida.

সামবেদীয় ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর উৎপন্ন হয় না, এজন্য সোম-যাগ প্রতিনিধিদ্রব্যের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবেক। এক্ষণে পুনা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলতা আনীত হয়, তাহা বৈদিক কালের প্রকৃত সোমলতা নহে, কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হোগ সাহেব এই লতার আস্বাদ অতীব তিক্ত, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক, এইরূপ লিখিয়াছেন * কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাহাতে লিখিত আছে, সোমলতার রস সুমিষ্ট, মাদক ও অত্যন্ত হর্ষজনক ; যথা ঋগ্বেদ—

"সুতো স্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ।
দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ।"

হে ইন্দ্র আদি দেবগণ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সোম সম্পাদিত করা হইতেছে, ইহা অত্যন্ত তৃপ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্দু করিয়া নিষ্কাসিত, অতি মধুর এবং চমূ অর্থাৎ পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে। পুনশ্চ "অশ্বিনা পিবতং মধু" অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমার! এই মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট সোম পান কর। এইরূপ সর্ব্বত্রই বেদে সোমের মিষ্টতা বর্ণনা আছে, বিশেষ ঊনিশবর্গে সোমসূক্ত নামক ঋক্‌সমূহে সোমের স্পষ্ট মিষ্টাস্বাদ বর্ণনা করা হইয়াছে। সোমের রস দুগ্ধের ন্যায় ও

* Ait. Br. vol. 11, p. 439.

গাঢ় যথা "**सन्ते पयांसि समुयन्तु वाजा**" অর্থাৎ হে সোম! তোমার পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল তোমাকেই প্রাপ্ত হউক। ইহার বর্ণসম্বন্ধে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে,

"**राज्ञोन्नुते वरुणस्य व्रतानि बृहद्गभीरं तव सोम धाम**—"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি রাজমান বরুণের ন্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গাম্ভীর্য্যযুক্ত। ইহাতে এইমাত্র অনুভব হইতেছে যে, সোমের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র। সোমলতার আকার পুত্তিকা* লতার সদৃশ (পুঁই শাকের মত) হইবার সম্ভাবনা, কেন না সোমলতার অভাবে পুত্তিকা লতার বিধান আছে—"**सादृश्ये प्रतिनिधिः**" শাস্ত্রকারেরা কোন বস্তুর অভাব হইলে তৎসদৃশ বস্ত্বন্তরের গ্রহণ বিধান করিয়াছেন; সুতরাং সোমাভাবে পুত্তিকা বিধি; যথা—

"**सोमाभावे पुत्तिकामभिषुनुयात्।**" **श्रुतिः।**

ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থে সোমাভাবস্থলে পুত্তিকা বিধানের অনেক বাক্য আছে।

সোম তন্তুযুক্ত অর্থাৎ অভ্যন্তরে আঁশযুক্ত লতা। যথা—

"**आप्यायस्व मन्दितम सोम विश्वेभिरंशुभिः।**
भवानः सुश्रव स्तमः सखावृधे। **१४ अ, १८ सूक्त।**

অর্থাৎ হে অতিশয় মদযুক্ত সোম! তুমি তোমার সমুদায় তন্তু দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

---

* Guilandina Bonduc.

সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্টিকারিতা ও রোগনাশকত্ব গুণ আছে। যথা—

"গয়স্ফানো অমিবহা বসুবিৎ পুষ্টিবৰ্দ্ধনঃ।" ১৪ অ, ৫১ সূ।

অর্থাৎ হে সোম! তুমি ধনের বৃদ্ধিকারী, রোগসমূহের নাশক, শরীর ও মনের পুষ্টিকারক।

আর্ষকালের ঋষিগণই সোমলতা প্রকাশ করেন। যথা—

"ত্বং সোম প্রচিকিতো মনীষয়া ত্বং রজিষ্ঠমনুনেষি পন্থাং।"

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধিদ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ।

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অভিষব অর্থাৎ নিষ্কাসন করা হইত। ইহা রাখিবার পাত্রকে চমূ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক্, তাহার নাম গ্রহ।

"যৎসানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্যস্পষ্টকর্ত্বং।
তদিন্দ্রোঽর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণি রেজতি॥"

যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্ব্বতশিখর হইতে শিখরান্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাঁহাদিগের সোম-যাগ আরম্ভ করা হয়। ইন্দ্র তৎকালে যজমানের প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে আগমন করেন।

ঋগ্বেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় ; যথা—

" মনুষ্যদগ্নে অঙ্গিরস্বদাঙ্গিরো যযাতিবৎসদনে পূর্ব্ববচ্ছুচে।"

বেদের সংহিতা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে অনেক রাজা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের আখ্যায়িকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায় ; ইহা ভিন্ন বৈদিক কালে অন্য পুরাণ ছিল না, তবে মহাভরত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি বেদানুযায়ী অর্থাৎ অনেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ। পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত কাশীর পণ্ডিতগণের তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায়িকাকেই পুরাণ বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন ; উহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মান্য করেন নাই।

ভাষা, পার্থিব অবস্থা, মনুষ্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলে অনির্ব্বচনীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিৎ নিরূপণ করিতে ইচ্ছা হয়।

অনুসন্ধেয় বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ

---

* " ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।" অথর্ব্ব বেদ।

স্থির করা গেল। ভাষা (১), পার্থিব অবস্থা (২), জীব-প্রকৃতি (৩), তাহাদের ব্যবহারপদ্ধতি (৪), ইহার স্পষ্টতার জন্য চারিটী কালেরও উল্লেখ হউক। বৈদিক কাল (১), আর্ষকাল (২), আচার্য্যকাল (৩), পরাভূত কাল (৪)। যে কালে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকল প্রচারিত হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য। আর্ষকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সময় স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ষকাল ও পরাভূত কাল এতদুভয়ের অন্তরাল কালকে আচার্য্য কাল বলিয়া জানিতে হইবে। পরাভূতকাল, বর্ত্তমানকাল ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল। এই চারিটী কালের সহিত উপরোক্ত চারিটী বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে।

প্রথমে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্ধে লেখা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কৃত। তদ্ভিন্ন অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে। এইরূপ আদিমকালেও ছিল কি না? অনুসন্ধান করিলে, ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। সংস্কৃতের অবস্থা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য ভাষা কিরূপ আকারে ছিল, তাহা বুঝা যায় না। বৈদিক গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় শ্রেণীবিশেষে বিভিন্ন আকারে ছিল। দেবতারা কিম্বা আর্য্যেরা যাহাকে "গৌঃ" বলিতেন, তৎকালে অসুরেরা তাহাকে "গাবী" "গোনী"

"গোপোৎলী" ইত্যাদি বলিত। তাঁহারা শত্রুদিগকে "হে অরয়!" বলিয়া সম্বোধন করিতেন, অসুরেরা "হেলয়" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত। যাহারা আদিমকালের অসুর, তাহারাই মধ্যকালের ম্লেচ্ছ। কেন না, মহর্ষি জৈমিনি "चोदितन्तु प्रतीयेत अविरोधात् प्रमाणेन।" ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা ম্লেচ্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও যজ্ঞকার্য্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত আসুরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছবাক্য বলিয়া উদাহরণ দিয়াছেন। "পিক" "নেম" "সত" "তামরস" প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুতঃ ঐ সকল শব্দ সংস্কৃতই নহে। ঐ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পূর্ব্বকালের অসুরেরা বা ম্লেচ্ছরাই ব্যবহার করিত। তাহারা কোকিলকে "পিক," নামকে ও অর্দ্ধভাগকে "নেম," পদ্মকে "তামরস" বলিত। সংহিতা গ্রন্থে যাহাদিগকে অসুর বলা হইয়াছিল, ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলা হয়, তদ্দৃষ্টে ম্লেচ্ছ ও অসুর এক মূলক বা তুল্যজাতি বলিতে হইবে। পরন্তু "ম্লেচ্ছ" এই নামান্তর হইবার অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায় সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। বিশেষত,—

"तेऽसुरा हेलय हेलय इति कुर्व्वन्तः पराबभूव तस्माद्ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवै म्लेच्छो ह वा यदेष अपशब्दः।"

ইত্যাদি ব্রাহ্মণ বাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অসুর,

তাহারাই ম্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানাপ্রকার অপশব্দ ছিল। "নায়মিয়া বাঁচ বদেত্" ইত্যাদি মন্ত্রকাণ্ডেও যজ্ঞকালে অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অতএব সংস্কৃত ভিন্ন অন্য প্রকার ভাষাও ছিল; ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদের অথবা তৎসমজাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পারি না। তাহার কয়েকটী নিগূঢ় কারণ আছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমানকালের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন, বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নহে। (ব্যাকরণই বেদবাক্য অনুসারে রচিত—যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার ও সংস্থান এক্ষণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বে যে সকল শব্দ দ্বারা যে সকল বস্তুকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধঘটনা এক্ষণকার রীতিবহির্ভূত। মনে করুন—

"ৰল্ম ত্বে ষা অমবন্ত মন্দস্থিরো বৃহ্লিয়াস্তঃ।
দিব্ব স্লন্দন্ বামা ॥"

ঋগ্বেদের (১ অং, ১ম, অষ্টক, ১ম, ২৮ সূক্ত, ৭ ঋক্) এই ঋক্ পাঠমাত্রে, বোধ হয় কেহই বুঝিবেন না। না বুঝিবার অন্য কিছু কারণ নাই, কেবল ঐ সকল শব্দ ও ঐরূপ রীতি আমরা কখন অনুভব করি নাই। "ৰল্ম" এই শব্দটী আমরা

ব্যবহার করি—উহা বুঝা গেল। তৎপরে "ত্বেষা" বুঝিলাম না, আমাদের বুদ্ধি—তু+এষা এইরূপ গ্রহণ করিতেই প্রথমতঃ ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহা নহে। আমরা যেরূপ স্থলে "ত্বিষ্" শব্দের ব্যবহার করি, তদ্রূপ স্থলে "ত্বেষা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "ত্বেষা" ঐ ত্বিষ শব্দেরই তুল্য। "অমবন্তঃ" অম শব্দে বল বুঝায়। "অম" এইটী যে বলের একটী নাম তাহা আমরা আর শুনিতে পাই না সুতরাং বুঝিতেও পারি না। "ধন্বশ্চিদা" "ধন্বন্" মরুভূমি "চিৎ" প্রায়শঃ। ইহা বুঝিলেও বুঝা যায় বটে কিন্তু "চিদা" এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই গোলযোগ। ঐ আকারটীর সহিত "অবাত্যাং" শব্দের সম্বন্ধ। আ অবাতাং। আ সমস্তাৎ। এইরূপ অর্থ হইবে, ইত্যাদি। পূর্ব্বে ব্যাকরণ ছিল না। যথা—

"বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ-নান্তং জগাম।"

এই বেদবাক্য দ্বারা প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বকালে চীনদেশীয় বর্ণমালার ন্যায় একটী একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়া গ্রন্থাধ্যয়ন করিতে হইত। কিছুকাল পরে কিঞ্চিৎ কৌশলসম্পন্ন প্রণালী নিবদ্ধ হইল—অর্থাৎ নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাতন, এই চারি জাতি শব্দ স্থির হইল।

"চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োঽস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং আবিবেশ।"

শব্দসমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপিত হইলে উপরোক্ত রূপক বাক্যটী লোকে আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল। বৈয়াকরণিক বস্তুগুলি উহাতে বৃষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এই চারি প্রকার পদসমূহ ঐ বৃষের শৃঙ্গ। তিনটী কাল তাহার পদ। সুপ্ ও তিঙ্ তাহার মস্তক। সাতটী বিভক্তি তাহার হস্ত। উরঃ, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানে ঐ সমুদয় গ্রথিত। এই বৃষ জগতে আবির্ভাব হইবামাত্র শব্দকার্য্য রব করিয়া উঠিল। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ করা যায় বলিয়া উহা নানাপ্রকার নামে খ্যাত হইল। কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্মে। ব্যাকরণ বলিলে যে পাণিনি ব্যাকরণ বুঝিবে তাহা নহে। কেননা, পাণিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগের মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং "ব্যাকরণ" এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান ব্যাকরণ, বর্ত্তমান নিরুক্তগ্রন্থ, বর্ত্তমান কোষগ্রন্থ এ সকলের পূর্ব্বেও ঐ ঐ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাণিনি যেমন পূর্ব্ব ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও অন্য নিরুক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। মেদিনী প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পূর্ব্বে "বৃহদুৎপলিনী" "উৎপলিনী" প্রভৃতি কোষগ্রন্থ ছিল, ঐ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রভৃতি বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা গ্রন্থে ঐ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্য্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব পাণিন্যাদি মুনিগণ

আদিম আচার্য্য নহেন। বৈদিকগ্রন্থে বলের নাম আটাইশ, সংগ্রামের নাম ছ-চল্লিশ, অপত্যের নাম পনর, বাক্যের নাম সাতান্ন, ধনের নাম আটাইশ, ইত্যাদি দেখা যায়। সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না। আদিম কালের কোন বস্তুর নাম দশ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০০ নাম দেখা যায়। আবার কোন বস্তুর নাম পঞ্চাশটী ছিল এখন পাঁচটীও নাই, এতদূর বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কতক-গুলি শব্দ আদিম কাল হইতে আজি পর্য্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে। যথা—গো, অশ্ব, ইত্যাদি। কতকগুলি ম্লেচ্ছ শব্দ সাধারণ্যে চলিত আছে। ম্লেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে, পারসী কি ইংরাজী, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুধি-ষ্ঠিরকে বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের কথা বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে, বিদুর ও যুধিষ্ঠির পারসী জানিতেন, উহা ভ্রম।

ফল ম্লেচ্ছভাষাসম্বন্ধে যেরূপ আর্য্যশাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে, ম্লেচ্ছভাষা আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধহীন ভাষাই ম্লেচ্ছ-ভাষা। ম্লেচ্ছভাষা সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে :—

শুদ্ধ ভাষা তিন প্রকারে রূপান্তর হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। কোন স্থলে বর্ণাধিক্যবশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্যয়-বশতঃ, কোথাও বা বর্ণ লোপবশতঃ স্থলবিশেষে বর্ণ স্বরাদি

বিকৃত হইয়া ম্লেচ্ছভাষানামে প্রচলিত হইয়া যায়। কাণ্ শত পথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিকগ্রন্থে উক্ত প্রকার ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র ও ইতর লোকের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন, তদ্রূপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগের ও অসুর ম্লেচ্ছদিগের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন। কাণ শতপথ ব্রাহ্মণে, ইন্দ্র অসুরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ইমাং চিত্রাখ্যাং মদীয়ামিষ্টকামুপধাস্যে।"

তোমাদিগের নিমিত্ত আমি এই আমার ইষ্টকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অসুরেরা উত্তর করিল "উপহি" এটী "উপধেহি" হইলে শুদ্ধ হইত, কিন্তু বর্ণলোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া ম্লেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপ—

"তেঽসুরা হেলয় হেলয় ইতি বদন্তঃ পরাবভূবুঃ।"

এস্থলে "হেলয়" এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্য্যেরা "হে অরয়ে" প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে বর্ণ বিপর্য্যয়ানুসারী ম্লেচ্ছভাষা জানিতে হইবেক।

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচনা করিলেও বৈদিক কাল নিরূপণ করা সহজ ব্যাপার নহে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অংশ রচিত হইয়াছে। পণ্ডিতবর হোগ সাহেব অনুমান করেন, বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খৃষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে ও ব্রাহ্মণভাগ ১২০০ খৃঃ পূঃ রচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দে পূর্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত। এক্ষণে সূত্রধারী ব্রাহ্মণ যেমন এক জাতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। যাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধর্ম্মের প্রচার করিতেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে বাচ্য হইতেন। পরে ক্রমে উহা পুত্রপৌত্রাদির একটি ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বৈদিককাল হইতেই শিখা রাখা প্রসিদ্ধ; কিন্তু সে সময় "তরমুজের বোঁটাসম টীকি শোভে শিরে" ছিল না, তাহা শাস্ত্রানুসারে মস্তকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া থাকিত, এই শাস্ত্রীয় টীকির নাম "বেড়ী।" ইহা ভিন্ন ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল। যথা—

"দক্ষিণকপর্দা বাশিষ্ঠা আত্রেয়াস্ত্রিকপর্দিনঃ।
আঙ্গিরসঃ পঞ্চচূড়া মুণ্ডা ভৃগবঃ শিখিনোঽন্যে॥"

এইরূপ শিখা রাখা কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি। বৈদিককালে টুপী বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দা করিত। যথা—মহর্ষি আপস্তম্ব কহিয়াছেন।

"ন সমাবৃত্তা বপেয়ুরন্যত্র বিহারাদিত্যেকে। অথাপি ব্রাহ্মণং এষ রিক্তোবা পিহিতস্তস্যৈব নদেব পিধানং যচ্ছিখা॥"

অর্থাৎ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেননা গৃহস্থ ব্যক্তির মস্তক আবরণশূন্য হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ

হয়; এজন্য যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই ঐ আবরণ-স্থানীয়।

বৈদিককালের আর্য্যেরা কৃষিজীবী ছিলেন, তাঁহারা কৃষি-কার্য্যেই বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত পুরের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইষ্টকে নির্ম্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় গৃহাদিও ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত হইত, ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগেও ইষ্টক-নির্ম্মিত পুরীর উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। আদিমকালে অসভ্য-জাতি অসুরেরা দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট তাহাদের দমনের জন্য প্রার্থনা করিতেন। রাজার দ্বারা গ্রামাদি শাসিত হইত, ভাবা প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। সে সময় আর্য্যজাতির ব্রীহি (ধান্য) যব, মাষকলাই, তিল, ওষধি (শস্য) বীরুৎ (লতা) করম্ভ (ফল) "**ব্রীহি মথো যব মথো মাষ মথোতিলং**" প্রধান আহারের দ্রব্য ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্ঞকার্য্য ভিন্নও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিতেন।

---

* মহাভারতোক্ত চর্ম্মণ্বতী নদী ও রন্তিদেব রাজার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে গোমাংস ভক্ষণ বিষয়ে সংশয় থাকিবে না।

সোমরস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরাবিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঋগ্বেদমধ্যে আর্য্যজাতির নানাপ্রকার ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ লোকই ব্যবসাকার্য্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। আদিমকালে মনুষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। মনু বলেন,—সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর, কলিতে ১০০ বৎসর; এ সকল কল্পনামাত্র; কেননা বেদে দেখা যায়, পুরুষের আয়ু শত বৎসর—"**অন্তি শতাত্মনো ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ**" পুনশ্চ ঋক্ মন্ত্রে দেখা যায়, আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন "**জীবেম শরদঃ শতম্**" অর্থাৎ আমি যেন শত বৎসর জীবিত থাকি এবং আশীর্ব্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন "**দাতা শতং জীবতু**"—দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি।

আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারসম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা আছে, এজন্য এতৎসম্বন্ধে এস্থলে বাহুল্য আলোচনা করিলাম না।

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

Let us sit upon the ground
And tell sad stories of the death of kings.
(K. Richard), Richard II.

শালিবাহন বা সাতবাহন নৃপতি।

সুবিখ্যাত শালিবাহন নৃপতি মগধে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা খৃষ্টজন্মের আটাত্তর বৎসর পরে শকের সৃষ্টি হয়। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্ট উৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকের সৃষ্টিকর্ত্তা স্থির করিয়াছেন। শালিবাহনকে, শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যের মতানুসারে শকারি বিক্রমাদিত্য ৪৬৬ শকে (৫৫৪ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন।

এস্থলে আমরা বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের কাল নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য পৃথক্। আমরা অদ্য মহারাষ্ট্রাধিপতি শালিবাহনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইনি মগধেশ্বর শালিবাহন হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

শালিবাহন বা সাতবাহন মহারাষ্ট্রপ্রদেশের প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর। তাঁহার রাজধানী গোদাবরীতটে স্থাপিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম পাটন। শালিবাহন শক, এক্ষণে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে, এবং বিক্রমাব্দ ঐ নদীর

উত্তরাংশে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রম এবং শালিবাহন, তৎপরে বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন ভূপতি এবং কল্কী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ॥"

এতৎসম্বন্ধে বোম্বাইপ্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণ কহেন, যুধিষ্ঠিরের শক * ৩০৪৪ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল; তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসরমাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতীষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই শকের পরে গৌড়দেশের ধারাতীর্থ নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর

---

* ইহার সহিত বৃহৎসংহিতার ১৩ অং ৩ শ্লোকের ঐক্য নাই। যথা—

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। এই যুধিষ্ঠিরের শক ২৬২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল।

এই শ্লোকটী রাজতরঙ্গিণীতে অবিকল ঐরূপে পঠিত হইয়াছে।

এবং অবশেষে ষষ্ঠ নৃপতি কর্ণাটদেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে।* আমাদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর বিশ্বাস নাই, সুতরাং এ বিষয়টী প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

জিনপ্রভাসূরি-প্রণীত কল্পপ্রদীপনামক জৈনগ্রন্থে সাতবাহন নৃপতির একটী গল্প লিখিত আছে। প্রস্তাবের প্রারম্ভে গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র প্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠানপুরীর বিবিধ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, তথায় এক কুম্ভকারগৃহে কতিপয় ব্রাহ্মণ একটী ভগিনীসহ বাস করিতেন। একদা তাঁহাদিগের ভগিনী গোদাবরী হইতে বারি আনয়ন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শেষ নাগ, তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করতঃ তাঁহার প্রতি প্রেমানুরাগ প্রদর্শন করিলেন। এবং তাঁহারই গর্ভে সাতবাহন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জিনপ্রভাসূরি কহেন, লোকে তাঁহাকে এই কারণে সাতবাহন বলিত। যথা "सनोतेर्दानार्थत्वात् लोकैः सातवाहन † इति

* মহাভাগবত প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ কল্কী সম্ভলগ্রামে জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই সম্ভলগ্রাম এক্ষণে "সম্বল মোরাদাবাদ" নামে বিখ্যাত।

† "सातवाहन इति व्यपदेशं लम्भितः।" এইরূপ পাঠ বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়। এতদনুসারে এবং "प्राकृते सालवाहनः" এই বাক্য অনুসারে 'সাতবাহন' নাম হওয়াই উচিত এবং বিশুদ্ধ। কিন্তু আমাদের প্রচলিত আবৃত্তি অনুসারে 'সতবাহন' নামও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অপদৈষং স্তম্মিন:” অর্থাৎ সন্‌ধাতু-নিষ্পন্ন সাত শব্দের অর্থ দান, তিনি দানে রত ছিলেন, অর্থাৎ দানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অত্যন্ত দাতা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাতবাহন বলিয়া খ্যাত করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রভাষায় শালিবাহনচরিতেও এই-রূপ আখ্যায়িকা লিখিত আছে। তাহার শেষে লিখিত আছে যে, বিক্রম সাতবাহন দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উজ্জয়িনীতে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠান সাতবাহনের রাজধানী। তাহা তিনি সুরম্যহর্ম্ম্যপরিখাবেষ্টিত দুর্গদ্বারা পরিশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণাপাঠের সকল লোকদিগকে ঋণমুক্ত ও অধীন করতঃ তাপী পর্য্যন্ত জয় করিয়া স্বীয় শক প্রচলিত করেন। জিনপ্রভাস্থরি কহেন, তিনি জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সুদৃশ্য চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি-গণের মধ্যে পঞ্চাশ জন জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জৈনধর্ম্ম সাতবাহনের প্রযত্নে উজ্জ্বলপ্রভা ধারণ করিয়াছিল। রাজশেখরকৃত প্রবন্ধকোষেও সাতবাহনকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশস্থ প্রতিষ্ঠানপুরীর অধীশ্বর বলা হইয়াছে। জিনপ্রভাস্থরি ১৫ শত সম্বৎ মধ্যে ও তিলকস্থরির শিষ্য রাজশেখর ১৪০৫ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রাজশেখর চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে অন্যান্য কবি প্রভৃতির মধ্যে সাতবাহন, বঙ্কাচ্ছুল, বিক্রমাদিত্য, নাগার্জুন, উদয়ন্, লক্ষণসেন এবং মদন বর্ম্মা, এই সপ্ত নৃপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জিনপ্রভাসূরি এইরূপ প্রতিষ্ঠান রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

जीयाज्जत्र पत्तन पूतमतद्गोदावर्य्यान्तःप्रतिष्ठानसंज्ञ ।
रत्नापीडं श्रीमहाराष्ट्रलक्ष्म्या रम्यं हर्म्म्यैर्नैत्यैश्च चैत्यैः ॥ १ ॥
अष्टाषष्टिर्लौकिका अत्र तीर्था द्विपञ्चाशज्जज्ञिरे चात्र वीराः ॥ १ ॥
पृथ्वीशानां न प्रवेशोऽत्र वीरक्षेत्रत्वेन प्रौढ़तेजो रवीणां ॥ २ ॥
भक्ष्यतीति पुटभेदनतोऽस्मात् षष्टियोजनमितः किल वर्त्म ।
बोधनाय भृगुकच्छमगच्छद्वाजिनो जिनपतिः क्रमठाङ्कः ॥ ३ ॥
अन्वितस्त्रिनवतेर्नवशत्या अतयेत्र शरदां जिनमोक्षात् ।
कालकोऽव्यथित वार्षिकमार्य्य पर्व्व भाद्रपदशुक्लचतुर्थ्याम् ॥ ४ ॥
तत्तदायतनपंक्ति वीक्षणादत्र सुस्थित जनो विचक्षणः ।
तत्क्षणात् सुरविमानधोरणी श्रीविलोकविषयं कुतूहलं ॥ ५ ॥
सातवाहनपुरःसरा नृपा श्चित्रकारि चरिता इहाऽभवन् ।
दैवतैर्बहुविधैरधिष्ठिते चात्र सत्रसदनान्यनेकशः ॥ ६ ॥
कपिलात्रेय-वृहस्पति-पञ्चाला इह महीभृदुपरोधात् ।
न्यस्तस्वचतुर्लक्ष ग्रन्थार्थं श्लोकमेकमप्रथयन् ॥ ७ ॥

(स चायं श्लोकः।)

जीर्णे भोजनमात्रेयः कपिलः प्राणिनां दया ।
वृहस्पतिरविश्वासः पञ्चाल स्त्रीषु मार्द्दवं ॥ ८ ॥

শ্লোকগুলির ভাবার্থ এইরূপ :—

শ্রীমান্ প্রতিষ্ঠান নগর জয়যুক্ত হউক। এই নগর গোদাবরী

নদীর তীরসম্ভূত ও অতি পবিত্র।* মহারাষ্ট্রী লক্ষ্মীকর্তৃক আলিঙ্গিত। নয়নশীতলকারি চৈত্য ও রমণীয় হর্ম্ম্যসমূহে ভূষিত। এখানে ৬৮ সংখ্যক তীর্থ বা ৬৮ জন আচার্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন। ৫২ জন বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন॥ ১॥ এখানে শত্রু রাজারা প্রবেশ করিতে পারে না। বীরগণের জন্মভূমি বলিয়া অতি তীক্ষ্ণতেজা সূর্য্যও এখানে প্রখর কিরণ বর্ষণ করেন না॥ ২॥ জিননাথ কমঠাঙ্ক জ্ঞানদানের নিমিত্ত এই স্থান হইতেই ভৃগুকচ্ছে অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে ৬০ যোজনপরিমিত এক প্রসিদ্ধ পথ উদ্ভাবিত হইয়াছিল॥ ৩॥ এই জিনপতির নির্ব্বাণপ্রাপ্তির কাল হইতে ৯৯৩ বৎসরের পরে এই স্থানে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী তিথিতে ভগবানের পর্ব্ব (উৎসব) হইয়া থাকে॥ ৪॥ এই স্থানের প্রাসাদশ্রেণীর শোভা দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দেবপুর দেখিবার কুতূহল থাকে না॥ ৫॥ সাতবাহন প্রভৃতি রাজগণ, যাহাঁরদিগের চরিত্র অপূর্ব্ব ও কার্য্য অদ্ভুত, তাঁহারা এই স্থানেই জন্মিয়াছিলেন। এখানে অনেক দেবতার অধিষ্ঠান আছে এবং অনেকশত দেবভবন আছে॥ ৬॥ এইখানে কপিল, আত্রেয়, বৃহস্পতি, পঞ্চাল, ইহাঁরা রাজার উপরোধে চারিলক্ষপরিমিত

---

* মহাভারতে আর এক প্রতিষ্ঠান নগরের উল্লেখ আছে, তাহা প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী এবং তাহা দীর্ঘ মধ্য 'প্রতীষ্ঠান' শব্দের বাচ্য সে স্থান এক্ষণে "বিঠৌর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

গ্রন্থের অর্থ বিন্যাস করত একটী শ্লোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। (সে শ্লোক এই)॥ ৭॥ আত্রেয় জীর্ণ হইলে পত্র ভোজন, কপিল প্রাণীর প্রতি দয়া, বৃহস্পতি অবিশ্বাস, পঞ্চাল স্ত্রীর প্রতি মৃদু ব্যবহার (কর্ত্তব্য)॥ ৮॥

শালিবাহন একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের অনেক নৃপতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব—রত্নাবলী, নাগানন্দ, ও প্রিয়দর্শনিকা নাটিকা। বিক্রমাদিত্য—কোষগ্রন্থ। মুঞ্জ—মুঞ্জপ্রতিদেশ ব্যবস্থা। ভোজদেব—* অশ্বায়ুর্ব্বেদ, রাজমার্ত্তণ্ড, (যোগসূত্রটীকা) যুক্তিকল্পতরু, কামধেনু, রাজমার্ত্তণ্ড, (এখানি স্মৃতিসংগ্রহ) সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও তত্ত্বপ্রকাশ। শূদ্রক—মৃচ্ছকটিক। কান্যকুব্জাধিপতি মদনপাল—মদনবিনোদ, নিঘণ্টু রচনা করেন। হেমাচার্য্য বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, মুঞ্জ, ও ভোজ, এই চারি বিখ্যাত গ্রন্থকার নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারি নৃপতি প্রসিদ্ধ বিদ্বান্। ইহাঁদিগের সম্বন্ধে একজন সংস্কৃত কবি কহিয়াছেন,—

---

* ভোজদেবের একখানি ব্যাকরণ আছে, তাহা সুপ্রাপ্য নহে। সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। যথা—

"অত্র ভোজঃ দ্বিবলি স্ববলিরথো ছন্দানি ত্রিদক্ষপয়স্থেমি পপাঠ।"

ইহা ভিন্ন বৈদিক নিঘণ্টু ভাষ্যে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"धातश्चातरशेषयाचकजने वैरायसे सर्व्वथा ।
यस्माद्विक्रमशालिवाहनमहीभृन्मुञ्जभोजादयः ॥"
"अत्यन्तं चिरजीविनो न विहितास्ते विश्वजीवातवो ।
मार्कण्डध्रुवलोमशप्रभृतयः सृष्टाहि दीर्घायुषः ॥"

অর্থাৎ, একজন যাচক বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। হে বিধাতঃ! তুমি পৃথিবীর যাচকগণের প্রতি অত্যন্ত বৈরাচরণ করিয়াছ, যেহেতু যাঁহারা এই পৃথিবীস্থ যাচকগণের জীবন, সেই সমস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রম, শালিবাহন, মুঞ্জ ও ভোজ প্রভৃতি রাজাকে দীর্ঘজীবী না করিয়া মার্কণ্ড, ধ্রুব ও লোমশ প্রভৃতি কতকগুলি অকর্ম্মণ্য মনুষ্যকে দীর্ঘায়ু করিয়াছ!

প্রবন্ধ চিন্তামণির চতুর্ব্বিংশতি প্রবন্ধে লিখিত আছে, শালিবাহন বুধগণের সাহায্যে ৪০০০০০ গাথা বা প্রাকৃত কবিতা রচনা করেন। তাহা (গাথা কোষ) নামে প্রসিদ্ধ। বাণভট্ট হর্ষচরিতে এই কোষ-প্রবন্ধের বিষয় লিখিয়াছেন যে,—

"अविनाशिनमग्राम्यमकरोत् सातवाहनः ।
विशुद्धजातिभिः कोषं रत्नैरिव सुभाषितम् ॥"

অর্থাৎ সাতবাহন চিরস্থায়ী অগ্রাম্য (যাহা বিরক্তিকর নহে) এবং বিশুদ্ধজাতি (অর্থাৎ ছন্দোবিশেষ,) দ্বারা রত্ন-ভাষিত কোষের ন্যায় অভিধান রচনা করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশের রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মান্দলিক মহোদয় কহেন, যে তিনি বাজীননিবাসী কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শালিবাহন সপ্তসতী নামধেয় এই গাথাকোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। উক্ত রাওসাহেব আধুনিক মহারাষ্ট্রভাষার সহিত উহার ভাষার এইরূপ ভিন্নতা দেখাইয়াছেন।

মহারাষ্ট্রী	মরাঠী	অর্থ
অত্তা	আত্তে	পিতার ভগিনী
ঝুরই	ঝুরত্যে	দুঃখ
পাব	পাব	পাওয়া
ওট্টো	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ
তুইহ্ম	তুহ্মে	তোমার
মইহ্ম	মাহ্মে	আমার
সিপ্পি	শিম্পি	ঝিনুক
পিক্কং	পিকলেলেং	পক্ক
প্যাড়ি	প্যাড়ী	গাভী
চিখিখল্লো	চিখল	কর্দ্দম
ফলই	ফাড়িতো	চক্ষের জল
চ্ছিল্লী	সাল	বৃক্ষের ত্বক্
পোট্ট	পোট	উদর
শোণার	সোণার	স্বর্ণকার

মহারাষ্ট্রী	মরাঠী	অর্থ
রূন্দো	রূন্দ	প্রশস্ত
তুপ্পং	তুপ	ঘৃত
মজ্ঞরম্	মাঞ্জুর	মার্জ্জার
জুন্নং	জুনেং	বৃদ্ধ
ওল্লং	ওলেং	অস্ত্র
চুক্কং	চুকী	ভুল
বোড়	মুলগা	বালক

মুঞ্জ সর্ব্বপ্রথম মরাঠী কবি। তিনি ১৩০০ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর ঘানেশ্বর ভগবদ্গীতার টীকা মরাঠি ভাষায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন। তাঁহাদিগের ভাষার সহিত শালিবাহন সপ্তশতী মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষার অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইবেক। ইহাতে বোধ হয়, শালিবাহন সপ্তশতী প্রাচীন গ্রন্থ। সেরূপ ভাষার অপর একখানিও গ্রন্থ মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রচলিত নাই।

শালিবাহন সপ্তসতী সপ্ত অধ্যায়ে বা শতকে বিভক্ত। প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ একটী করিয়া কবিতা আছে। যথা—

রসি অ জন হি অ অ দ ই এ কই বচ্ছল পমুহ
সুকুই ণি ম্ম বি এ। সত্ত সতম্মি সমত্তং পঢ়মং
গাহা সত্যং এ অম্॥

অর্থাৎ সুরসিকগণের আনন্দবর্দ্ধক কবিকুলচূড়ামণি কবিবৎ-সল কৃত প্রথম শত গাথা (৭০০ মধ্যে) শেষ হইল।

এই গ্রন্থ সাতবাহন বা শালিবাহনকৃত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না ইহাতে অনেক স্থলে গোদাবরী ও বিন্ধ্যাচলের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, ভিক্ষু, সঙ্ঘ, প্রভৃতি বৌদ্ধ ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার প্রচীনত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। গ্রন্থখানি সমুদায় শালিবাহনের লেখনীপ্রসূত নহে। তাহার মধ্যে দুই স্থলে শালিবাহন ও বিক্রমের প্রশংসাসূচক কবিতা আছে, তাহা অপর কোন কবিপ্রণীত বলিয়া বোধ হয়। শালিবাহন-সপ্তশতীর টীকাকার কহেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কবির রচিত কবিতাও আছে। যথা,—

বোদিশ্ব, চুল্লই, অমররাজ, কুমারিল, মকরন্দ সেন ও শ্রীরাজ।

জৈন লেখকগণ কহেন, শালিবাহন জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে পশুপতিকে বন্দনা করা হইয়াছে।

শালিবাহন সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। শালিবাহন প্রাকৃত ভাষারই কবি ছিলেন তদ্বিষয়ে " **प्राकृते सालवाहनः** " এইরূপ বাক্য প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ

শ্রীধরদাস সদুক্তি কর্ণামৃত গ্রন্থে ৪৪৩ কবির কবিতা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে শালিবাহনের নাম নাই, ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন নাই।

কাশ্মীরনিবাসী সোমদেবভট্ট-সঙ্কলিত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের প্রথম লম্বকে যে শতবাহনের বিবরণ আছে, তিনি আমাদিগের আলোচ্য নৃপতি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

বৃহৎ কথার শতবাহন মহারাজ নন্দের সম-সাময়িক। আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য শালিবাহন বা সাতবাহন। শালিবাহন সপ্তসতীর গ্রন্থকারও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নৃপতি। তিনি ১৭৯৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শক একালপর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপ্রদেশে প্রচলিত আছে।

বুদ্ধদেবের দন্ত।

The tooth-relic, of a colour like a part of the moon, white as the *kunda* flower and new sandal-wood, caused with its radiance palace gates, mountains, trees, and the like to appear for a moment as if they were formed of polished silver.—*The Dathávansa, Chap.* V., *translated by M. C. Swamy.*

বুদ্ধদেবের দন্ত।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ শাক্যসিংহকে দেববৎ মান্য করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার নির্ব্বাণের পর হইতেই তাঁহার মূর্ত্তি সম্মানের সহিত মন্দিরমধ্যে রক্ষিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবকে দেববৎ সম্মান করিতেন, এবং তাঁহাকে এইরূপ স্তব করিতেন যথা—

নৌমি শ্রীশাক্যসিংহং সকলহিতকরং ধর্ম্মরাজং মহেশং।
সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানকায়ং ত্রিমলবিরহিতং সৌগতং বোধিরাজং॥

এই স্তব ভক্তিপ্রকাশক। হিন্দুশাস্ত্রেও গুরুদেবের চরণপূজা প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাও সেইমত তাহাদিগের প্রধান গুরু বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের পরেও তাঁহার মূর্ত্তির উপাসনা করিত। ইহা পৌত্তলিক উপাসনা নহে, কেবল ভক্তিপ্রকাশক উপাসনা-মাত্র। অদ্যাপিও সিংহলদ্বীপে বুদ্ধমূর্ত্তির সমীপে বৌদ্ধগণ পুষ্প প্রদান করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা পূজার প্রণালীতে প্রদত্ত হয় না।

খৃষ্ট জন্মের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার রজনীতে শাক্যসিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার চিতাস্থিত ভস্ম সুবর্ণপাত্রে বৌদ্ধ স্থবিরগণকর্ত্তৃক নানাদেশে প্রেরিত ও প্রোথিত হইয়া

তদুপরি চৈত্যনির্ম্মিত হইয়াছিল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ দ্বারা তাঁহার অস্থিখণ্ড সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। ধর্ম্মাশোক এই সকল অস্থিখণ্ড এবং চিতাস্থিত ভস্ম পুনরায় বিভাগ করত নানাস্থানে প্রেরণ করিয়া তদুপরি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব যে বটবৃক্ষমূলে ছয় বৎসর ধ্যান করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সেই আদি বৃক্ষের শাখা হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ এপর্য্যন্ত সিংহলদ্বীপে বর্ত্তমান আছে। মগধ হইতে এই বটবৃক্ষের শাখা, ধর্ম্মাশোক তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ রাজ্যশাসনকালে অনুরাধাপুরে প্রেরণ করেন ও তথায় উহা মহামেঘাস্তের প্রমোদকাননে রোপিত হয়। যথা—মহাবংশ।

অথরসহি ধম্মশোকেশ রাজ্ঞিনো।
মহামেঘ অনাবামে মহাবোধি পতিৎগুহি।

সিংহলে মহারাজ তিষ্যের রাজ্যশাসনকালে খৃঃ পূঃ ২৮৮ বৎসরে ঐ বটবৃক্ষ রোপিত হয়। এই বটবৃক্ষ এপর্য্যন্ত সজীব আছে। ইহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ২১৬৪ বৎসর। বুদ্ধদেবকে স্মরণ রাখিবার জন্য বৌদ্ধগণ এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে বুদ্ধদেবের দন্ত একাল পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই দন্ত দেখিবার জন্য প্রিন্স অব্ ওয়েল্স সিংহলের মন্দিরে অতি সমারোহের সহিত গমন করিয়াছিলেন। উহা কান্দীর মালি গাওয়া মন্দিরে অতি যত্নের সহিত রক্ষিত আছে। ব্রহ্মদেশের রাজদূতগণ ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত

হইয়া এই মন্দির ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিবার জন্য সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। একাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দিরে বুদ্ধদন্তদর্শনাভিলাষে গমন করিয়া থাকে। এই দন্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

বুদ্ধের এই দন্তের ইতিবৃত্ত বিবিধ পালিগ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "দালাদবংশ" বা "দাতধাতু বংশ" অতি প্রাচীন এবং বিস্তীর্ণ, তাহা সিংহলদেশীয় প্রাচীন ইলুভাষায় ৩১০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে; ইহার পালিভাষায় ধম্ম কীত্তিথের দ্বারা অনুবাদিত "দাতবংশই" প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত। দাতবংশের রচনা অতি মনোহর এবং প্রাঞ্জল। অনুরাধাপুরের পালতীনগরের রাজ্ঞী লীলাবতীর রাজ্যশাসনকালে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে ধম্মকীত্তি বর্ত্তমান ছিলেন। "তিনি দাতবংশ" ভিন্ন চন্দ্রগোমিকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের টীকা, ও পালি, বিনয় ও অঙ্গুত্তর গ্রন্থের টীকা এবং বিনয়সঙ্ঘনামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাবংশে দাত-বংশের ও বুদ্ধদন্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

নবমিত স অসাস্তি দাতধাতুম মহা মহেসিনো।
ব্রাহ্মণি কচি অযায় কলিঙ্গমহ ইধানয ই।
দাতাধাতু সয়ন সম্মহি উত্তেন উধিনা সতন্।
গহেত্ত বহু মনেন কটয়া গমনম্ উত্তমনম্॥

পক্ষিপিত্ত করণওামি হি উসিদ্ধ কলিকুত্তয়ে।
দেয়ানম্ পিয়তীস্মেন রাজ উত্তমছি করোতি॥
ধম্মচক্কেয় গিহে অঙ্গয়ত্তিম্ মহোপত্তি।
ততোপট্টেয়তন গেহন্ দাথ ধাতু ঘরণ অহু॥

এই সকল শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ এইরূপ ;—

তাঁহার (শ্রীমেঘবাহনের) নবমবর্ষ রাজ্যশাসন সময়ে দাত-বংশের বর্ণিত বিবরণানুসারে কোন ব্রাহ্মণ রাজ্ঞী বুদ্ধের দন্ত কলিঙ্গ হইতে আনয়ন করেন। তাহা তিনি (রাজা) ভক্তি-সহকারে "ফালিক" প্রস্তরনির্ম্মিত আধারে "দেবপিয়," তিস্স নির্ম্মিত ধর্ম্মচক্র গৃহে রাখিয়াছিলেন।

দাতবংশের দ্বিতীয় অধ্যায় সাতান্ন শ্লোকে লিখিত আছে; ক্ষেম নামক বুদ্ধশিষ্য, শাক্যসিংহের দন্ত তাঁহার নির্ব্বাণের পর (৫৪৩ খৃঃ পূঃ) কুশীনগর হইতে আনয়ন করিয়া কলিঙ্গ প্রদে-শের দন্তপুর* নগরাধিপ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ও তাহার পুত্র ও পৌত্রকরী এবং সুনন্দের রাজ্যশাসন হইতে দন্তপুরে অপর রাজগণের শাসনপর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত বৎসর এই দন্ত সাদরে রক্ষিত হইয়াছিল। দন্তপুরাধিপ গুহসিংহ বুদ্ধদন্তের বিবরণ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। একদা তিনি নগরমধ্যে মহাসমারোহ দৃষ্টে প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করি-

* প্রাচীন তত্ত্ববিৎ কনিংহেম সাহেব অনুমান করেন, ইহার আধু-নিক নাম রাজমহেন্দ্রী।

লেন, "অদ্য কি নিমিত্ত এই উৎসব হইতেছে?" তাহাতে একজন বৌদ্ধ স্থবির ক্ষেমাচার্য্যের আনীত বুদ্ধদন্তের বিবরণ তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা তিনি বুদ্ধ-চরিত্রের প্রকৃত মহিমা অবগত হইয়া তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মিল। এবং তিনি স্বরাজ্য হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষবাদি-গণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ এইরূপে দন্তপুর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পাটলিপুত্রাধিপ পাণ্ডুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাণ্ডু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বি-গণের অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠি-লেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ নৃপতি চৈতন্যকে গুহসিংহের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পাটলিপুত্রে বন্দী করিয়া আনিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। চৈতন্য অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে দন্তপুরে প্রবেশ করিলে, গুহসিংহ তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। তথায় উভয়ের কথোপকথনানন্তর বিলক্ষণ সম্প্রীতি জন্মিল। গুহসিংহ চৈতন্যকে বুদ্ধদন্ত দেখাইলে তিনি তাহার অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করত দন্তের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার সৈন্য ও সেনাপতিগণ বিপক্ষভাব বিস্মৃত হইয়া সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিল। গুহসিংহ চৈতন্যের সমভিব্যাহারে বৈরভাব পরিত্যাগ করত মণিকাঞ্চন পাত্রে বুদ্ধদন্ত লইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি পাণ্ডুনৃপতির

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডু, চৈতন্য ও তাঁহার সৈন্যগণের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এবং যে দন্তপ্রভাবে তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই দন্তখণ্ড প্রজ্জ্বলিত হুতাশনমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে দন্ত ভস্ম না হইয়া রথচক্রের ন্যায় বৃহৎ পদ্ম মধ্যে মণিমাণিক্য আধারে উহা কুন্দপুষ্পের শোভা ধারণ করিয়া রহিল *। পাণ্ডু এতদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দন্ত হস্তিপদ দ্বারা দলিত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল দর্শিল না। পরিশেষে তিনি উহা লৌহ-মুদ্গর দ্বারা চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ধর্ম্মের আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে উহা সেই লৌহমুদ্গারে সংযোজিত হইয়া রহিল। কেহই তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না। তৎপরে সুভদ্র নামক বৌদ্ধ পুরোহিতের আজ্ঞায় উহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া তাহার হস্তস্থিত সুবর্ণপাত্রে পতিত হইল। রাজা পাণ্ডু এ সকল দৃষ্টে এককালে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্মের "রত্নত্রিতয়" অবগত হইয়া, সুগতের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করি-

---

* দাতবংশ তৃতীয় অধ্যায়।

পদ্ম মধ্যে মণির আধারে দন্ত দৃষ্ট হওয়াতেই বোধ হয় "ওঁ মণি পদ্মহো হ্রীং" বৌদ্ধ মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

লেন*। তিনি এই দন্তের নিমিত্ত মনোহর চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এক জন নৃপতি এই দন্ত প্রাপ্তির জন্য পাটুলি-পুত্রে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাণ্ডু দ্বারা সমরে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর গুহসিংহ বুদ্ধদন্তখণ্ড পুনরায় স্বরাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অধিককাল তিনি উহা রাখিতে পারেন নাই। ক্ষেরধারের ভ্রাতুষ্পুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই দন্ত পাইবার আশয়ে যুদ্ধযাত্রা করিলে গুহসিংহ আপনাকে হীনবল ভাবিয়া উহা গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া "দেবানম্ পিয়" তিস্স নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত দাতবংশ ৫ম অধ্যায় মধ্যে বুদ্ধদন্তের অনেক অলৌকিক বিবরণ বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই দন্ত সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিবরণ আমরা

---

* পাণ্ডু বুদ্ধদন্ত দন্তপুরাধিপের নিকট হইতে লইয়া যে ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করেন, তাহার উল্লেখ এইরূপ পালিভাষার লিপিতে দিল্লীর প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত আছে—"দেবানম্ পিয় পাণ্ডু সোরাজা হিয়ন অহ সত্যয়িস্যতি যশ অভিশিতেন মেইয়ন ধর্ম্মলিপি লিখ পিতহি। দন্তপুরতো দশনন উপাদায়িন" ইত্যাদি।

কতিপয় প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি।

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলদ্বীপে মহা-সমারোহ সহকারে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

১২৬৮ খৃষ্টাব্দে এই দন্ত কান্দীর মালিগবা মন্দিরে রক্ষিত হয়। বৌদ্ধভাষায় সুপণ্ডিত মৃত টারনার সাহেব কহেন ১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রথম ভুবনেকবাহুর রাজ্যকালে পাণ্ডুদেশাধিপতি কুলশেখরের সেনাপতি অরিচক্রবর্ত্তী সিংহল জয় করিয়া এই দন্তখণ্ড পাণ্ডুনগরে আনয়ন করেন। তৎপরে উহা পুনরায় তৃতীয় পরাক্রম নৃপতি পাণ্ডুনগরাধিপকে পরাজয় করত সিংহলের মন্দিরে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করেন। রেবিরো নামক ইতিবৃত্তলেখক কহেন যে, উহা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে পোর্টু-গিজ যুদ্ধের সময় কনষ্টেনটাইন ডিব্রাগাঞ্জা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া-ছিলেন। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা বুদ্ধদন্ত ধ্বংস হইবার নহে, ইহা মনে মনে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে। সিংহলীয় আধুনিক ইতিবৃত্তে লিখিত আছে যে, ঐ দন্ত পোর্টুগিজ যুদ্ধের সময় সফ্রাগামের মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে রাখা হইয়াছিল। এজন্য তাহা কনেষ্টেনটাইন ডিব্রাগেঞ্জা বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। সিংহলবাসী বৌদ্ধগণ যাহাই বলুন না কেন, ইউরোপীয়

পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এক্ষণে কান্দীর মন্দিরে যে বুদ্ধদন্ত আছে, কখনই তাহা মনুষ্যের দন্ত নহে। উহা কুম্ভীরের দন্ত, এবং সিংহলবাসী সুপণ্ডিত মুতুকুমার স্বামীও তাহাতে ঐকমত হইয়াছেন। বর্ষে বর্ষে মহাসমারোহের সহিত এই দন্ত সিংহলবাসীগণের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই উৎসবের নাম "দালাদ পিঙ্কয়া।"

সমাপ্ত।

(ক)

পরিশিষ্ট।

শ্রীহর্ষচরিত*।

বাণভট্টের রচনা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার কাদম্বরী সংস্কৃত ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য। কাদম্বরীর উপন্যাসভাগ কথাসরিৎসাগর হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় অসামান্য ক্ষমতা-প্রভাবে সেই উপাখ্যানটী অমূল্যরত্ন করিয়া তুলিয়াছেন। কাদম্বরীর গদ্য রচনা অতি চমৎকার, ইহার নিকট সুবন্ধুর বাসবদত্তা এবং দণ্ডীর দশকুমারচরিত কোন গুণেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লক্ষিত হয় না।

বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ও ময়ূরভট্ট সমসাময়িক; ইহাঁরা উভয়েই শ্রীহর্ষের পারিষদ ছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ্‌ সিয়াঙ্‌ এই শ্রীহর্ষ নৃপতির রাজসভা দর্শন করিয়া তাহার বিস্তারিত বিবরণ স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাণকৃত কাদম্বরী

* মৎকর্ত্তৃক এই প্রস্তাব "প্রতিকার" সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীহর্ষচরিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত।

তাঁহার শেষ কাব্য। তিনি তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র পিতার পরলোক অন্তে কাদম্বরীর উত্তরভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। বাণ কাদম্বরী ও শ্রীহর্ষচরিত নামক দুই খানি গদ্য কাব্য, চণ্ডীকাশতক নামক স্তোত্র ও পার্ব্বতীপরিণয় ও মুকুটতাড়িত নামক নাটক রচনা করিয়া সাহিত্য সংসারের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীহর্ষচরিত আমাদিগের প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। এ নিমিত্ত ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম উচ্ছ্বাসে কবিবংশ বর্ণন।

বাণভট্ট যেরূপ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ সঙ্কলন এই,—

দুর্ব্বাসা মুনিকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া সরস্বতী দেবী সাবিত্রীর সহিত শোণ নদের তীরে শাপক্ষয় করিবার জন্য কালকর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সময় দধীচি মুনির সংসর্গে ইনি দুই পুত্র প্রসব করেন। দধীচি মুনির মাতা রাজা শর্যাতির কন্যা সুকন্যা এবং পিতা চ্যবন। ১ম পুত্রটী সারস্বত, ২য় টি বৎস নামে বিখ্যাত।

এই বৎস হইতে বাৎস্য বংশ প্রথিত। এই বংশে বাৎস্যা-য়ন প্রভৃতি মুনির জন্ম। ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগ গেলে এবং কলিযুগের অনেক বৎসর অতিক্রম হইলে এই বাৎস্যায়ন-

বংশে কুবের নামক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। কুবেরের ৪ পুত্র। অচ্যুত, ঈশান, হর, পাশুপত। পশুপতির পুত্র অর্থপতি। অর্থপতির পুত্র ভৃগুহংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধার্থ, জাতবেদা, চিত্রভানু, ঐক্ষ, বিশ্বরূপ, মেঘদত্ত। এই চিত্রভানুর পুত্র বাণ, ইহাঁর মাতার নাম মধ্যরাজদেবী। শিশুকালে বাণের মাতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা প্রতিপালন করিয়া বাণের ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত হন। বাণ ইতোমধ্যে সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পূর্ণযৌবন হইলে বাণের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে বুদ্ধি চলিত হইল, সমবয়স্ক তরুণদিগের সহিত মিলিত হইয়া দেশত্যাগ করিলেন। কিছুকাল বিদেশে থাকিয়া পুনশ্চ বিদ্যোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে অনেক গুরুকুল এবং অনেক রাজকুল সেবা করিয়া বাণ এক্ষণে স্বদেশে আসিয়া পৈতৃক শাসন গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমেই তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

২য় উচ্ছ্বাস।

বাণ খ্যাতাপন্ন হইলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে শিষ্য সমাগত হইতে লাগিল। অনেক যাগ যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইল। এই সময় ঈশান কোণাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব বাণের সহিত বন্ধুতার আশায় তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া দূত পাঠাই-

লেন। এই দূতের নাম মেখলক। বাণ রাজার পত্র অর্থাৎ বন্ধুত্বকরণের ইচ্ছা জ্ঞাত হইয়া প্রথমতঃ তাদৃশ কার্য্যে যাইবার অনিচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, পরিশেষে স্বীকার করিলেন এবং চিন্তা করিলেন "কি করি! নিষ্কারণবন্ধু রাজার এবং কৃষ্ণ দেবের আদেশ অন্যথা করিতে পারি না। কিন্তু রাজসেবা অতি কষ্টদায়ক, ভৃত্যভাব বিষম, রাজকুল অতি গম্ভীর, সেখানে আমার পূর্ব্বপ্রীতি নাই, বংশের কেহই তাঁহাকে নতি স্তুতি করে নাই, কোন উপকার স্মরণেরও অনুরোধ নাই, বালক কালের সেবাজনিত স্নেহও নাই, বিশেষতঃ সে কার্য্যে গৌরব কি? প্রজাবিভাগজন্য লাভের লোভও নাই, তাহাতে বিদ্যার কুতূহলও নাই, আকার সৌন্দর্য্যের আদর নাই, সেবা করিবার কৌশলও জানি না।" (৩৮ প, ৫ পংক্তির অচিন্ত্য-মিত্যাদি হইতে ১৫,পংক্তির 'শরণম্' পর্য্যন্ত সংস্কৃত দেখ।) ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পরিশেষে গমন করা স্থির করিলেন। প্রীতিকূট হইতে প্রথম দিনে চণ্ডিকাকানন অতিক্রম, পরে মল্লকূট গ্রাম। ২য় দিনে গঙ্গা উত্তরণ ও যষ্ঠীগ্রাম বনগ্রাম গমন, ৩য় দিনে রাজভবনের নিকট, ৪র্থ দিনে রাজদ্বার, ক্রমে হর্ষদেবের সহিত সাক্ষাৎ, কথোপকথন, পরে বন্ধুতা সম্পন্ন হইল।

৩য় উচ্ছ্বাস।

তথায় তাঁহার শৈশব কালের অনেক বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলেন। গণপতি, অধিপতি, তারাপতি ও শ্যামল নামক দ্বিজের সহিত সাক্ষাৎ এবং শ্যামলের সহিত অধিকতর বন্ধুত্ব হইল; তিনি শিষ্য হইলেন। ইহাঁরা একদিন **"হর্ষ-চরিতাদ্‌ভিন্নং প্রতিভাতিহি মে পুরাণম্।"** (২৬ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তি দেখ।) ইত্যন্ত আর্য্যাশ্লোক সুস্বরে গান করিতে শুনিয়া হর্ষচরিত লিখিতে বাণকে অনুরোধ করেন। রাজার সহিত বন্ধুতা করিয়া মধ্যে একবার আপন গৃহে আসিয়াছিলেন। (৬৪ পৃষ্ঠায় ২২ পংক্তিতে **"সন্ধ্যামুপাস্তিনুং শোণতটমযাসীৎ।"** থাকায় তাঁহার স্থিতি স্থান বা রাজা শ্রীহর্ষের বাটী শোণ নদের নিকটবর্ত্তী অনুমান হইতেছে।) শ্রীকণ্ঠ নামে জনপদ ছিল। স্থাণ্বীশ্বর নামে গ্রাম। তাহার রাজা পুষ্প-ভূতি। ইনি শৈব। একদিন শুনিলেন, ভৈরবাচার্য্য নামে এক শৈব ছিলেন; তিনি শিবের সাক্ষাৎ অংশ। ইহাঁকে দেখিবার নিমিত্ত রাজা ব্যগ্র থাকেন। দৈবযোগে ভৈরবা-চার্য্যের শিষ্য একদিন রাজধানী উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ক্রমে ভৈরবাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ, ভৈরব কর্ত্তৃক রাজার দীক্ষা হইল।

৪র্থ উচ্ছ্বাস।

এই পুষ্পভূতির বংশে হূণ হরিণক নামে রাজা। ইহাঁর মহিষী যশোবতী। ইহাঁর তনয়া আদিত্যভক্তা। ইহাঁর প্রথম পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন, দ্বিতীয় হর্ষদেব। তৎপরে এক কন্যা। প্রথমে কন্যার বিবাহ। পরে পুত্রের বিবাহ। জামাতার নাম গৃহবর্ম্মা।

৫ম উচ্ছ্বাস।

একদা রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগকে জয় করিবার জন্য গমন করিলে হর্ষদেব তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে পিতার পীড়ার সংবাদ দিয়া বাটীতে আনয়ন করেন। হর্ষদেব নগরে আসিয়া দেখেন, সকল ছিন্ন ভিন্ন। রাজার মৃত্যু, যশোবতীর খেদ, হর্ষদেবের বিলাপ। স্বামীশোকে যশোবতীর মৃত্যু, হর্ষদেবের বিলাপ।

৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

হর্ষদেব পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ শোকে কাতর হইয়া রাজ্য করিতে অনিচ্ছা করায় সাধু লোকেরা তাঁহাকে প্রবোধিত করিলে তিনি রাজ্যমধ্যে রাজা হইতে পুনঃ প্রবৃত্ত হন। তথাপি কোন উদ্যম করেন না। কিন্তু তিনি স্বপ্নে শুভস্বপ্ন ও জাগ্রতে সুলক্ষণ নিমিত্তনিচয় দেখিতে পাইলেন। পরে এক দিন মনে হইল, গৌড়াধম তাঁহার ভ্রাতাকে অন্যায়ে বধ করিয়াছে। এইরূপ

মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়াতে তাঁহার হীনজন-সুলভ শোক তাপ পলায়ন করিল, চিরসুলভ জিগীষার উদয় হইল। এক দিন বলিলেন, "আমি স্কন্দ গুপ্তকে দেখিব।" স্কন্দ গুপ্ত দেখা করিল। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া দিগ্বিজয়, ও অপহৃত রাজ্য আহরণের প্রতিজ্ঞা করিলেন।

৭ম উচ্ছ্বাস।

বিজয়ার্থ যাত্রা। সরস্বতীকূলে অবস্থান। হেমকূট পর্য্যন্ত পরাজয় করণ। করগ্রহণ। ভণ্ডিনামক রাজা তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন।

৮ম উচ্ছ্বাস।

বন্ধু দিবাকর মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ। এক ভিক্ষুর সহিত সাক্ষাৎ এবং বিবিধ বৃত্তান্ত। ভগিনী, ভগিনীপতির সংবাদ প্রাপ্তি। ভিক্ষুককে আচার্য্য স্বীকার। ভিক্ষুর সান্ত্বনা। ভিক্ষুর প্রস্থান।

এইস্থানে মুদ্রিত হর্ষচরিত সমাপ্ত। বোধ হয়, আরও কিছু আছে। কেননা অপূর্ণ রহিয়াছে। রাজা বিবাহাদি করিলেন কি না, বলা হইল না। সম্প্রতি শ্রীহর্ষচরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমরা একখানিও শুদ্ধ পুস্তক দর্শন করিতে পারিলাম না। তাহাতে